জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শিক্ষক সহায়িকা

শিক্ষক সহায়িকা

বাংলা

ষষ্ঠ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সংকলন

তারিক মনজুর
জফির সেতু
তাসমিয়া নওরীন
ত ন ম জাকিয়া বারিরা
প্রণয় ভূঞাঁ
মোহাম্মদ ইউসুফ
ফিরোজ আল ফেরদৌস

সম্পাদনা

স্বরোচিষ সরকার

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২২

শিল্প নির্দেশনা

মঞ্জুর আহমেদ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

মঞ্জুর আহমেদ

প্রচ্ছদ ও চিত্রণ

সৈয়দ ফিদা হোসেন

গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী

আবাবিল যুল জালাল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড-১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিখন সামগ্রী। এ শিখন সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধু শ্রেণিকক্ষের ভেতরে সীমাবদ্ধ না রেখে শ্রেণির বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) শিক্ষকবৃন্দ এ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে ষষ্ঠ শ্রেণির শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আশা করা যায়, প্রণীত এ শিক্ষক সহায়িকা আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ভূমিকা

বর্তমান শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষক কীভাবে শিখন-কার্যক্রম পরিচালনা করবেন, এ বইয়ে সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। এটি অনুসরণ করে শিক্ষকগণ শ্রেণি-কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

বাংলা বিষয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য অর্জন-উপযোগী মোট আটটি যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে ধীরে ধীরে এসব যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, সে লক্ষ্যে এ বইয়ের যাবতীয় শিখন-অভিজ্ঞতা পরিকল্পিত। পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রতিটি শিখন-অভিজ্ঞতার জন্য পৃথক পৃথক শিখন-কৌশল সংযুক্ত রয়েছে। এছাড়া শিখন-কার্যক্রম এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে পারে। এসব যোগ্যতা অর্জনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা সামগ্রিকভাবে তাদের ভাষাদক্ষতা বাড়াতে পারবে বলে আমরা আশা করি।

বর্তমান শিক্ষাক্রম কেবল পাঠ্যবই-নির্ভর নয়। পাঠ্যবই এখানে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় শিখন-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি মাধ্যম; তবে একমাত্র মাধ্যম নয়। আমরা প্রত্যাশা করি, শিক্ষকগণ এই শিক্ষক-সহায়িকায় দেওয়া শিখন-অভিজ্ঞতা অনুযায়ী পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি করবেন এবং শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জনে ভূমিকা রাখবেন।

সূচিপত্র

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন	১-২
শিক্ষক সহায়িকা ব্যবহারের নির্দেশনা	৩
ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা	৪-৫
শিখন অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাঠ্যবই ও যোগ্যতার সম্পর্ক	৬
শিখন-অভিজ্ঞতা ১: মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করি (প্রথম অধ্যায়)	৭-১৬
শিখন-অভিজ্ঞতা ২: প্রমিত ভাষা শিখি (দ্বিতীয় অধ্যায়)	১৭-২৩
শিখন-অভিজ্ঞতা ৩: শব্দের শ্রেণি (তৃতীয় অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ)	২৪-৩১
শিখন-অভিজ্ঞতা ৪: শব্দের অর্থ (তৃতীয় অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ)	৩২-৩৬
শিখন-অভিজ্ঞতা ৫: যতিচিহ্ন (তৃতীয় অধ্যায় ৩য় পরিচ্ছেদ)	৩৭-৩৮
শিখন-অভিজ্ঞতা ৬: বাক্য (তৃতীয় অধ্যায় ৪র্থ পরিচ্ছেদ)	৩৯
শিখন-অভিজ্ঞতা ৭: চারপাশের লেখার সাথে পরিচিত হই (চতুর্থ অধ্যায়)	৪০-৪৩
শিখন-অভিজ্ঞতা ৮: প্রায়োগিক লেখা (পঞ্চম অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ)	৪৪-৪৭
শিখন-অভিজ্ঞতা ৯: বিবরণমূলক লেখা (পঞ্চম অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ)	৪৮-৫৫
শিখন-অভিজ্ঞতা ১০: তথ্যমূলক লেখা (পঞ্চম অধ্যায় ৩য় পরিচ্ছেদ)	৫৬-৬১
শিখন-অভিজ্ঞতা ১১: বিশ্লেষণমূলক লেখা (পঞ্চম অধ্যায় ৪র্থ পরিচ্ছেদ)	৬২-৬৮
শিখন-অভিজ্ঞতা ১২: কল্পনানির্ভর লেখা (পঞ্চম অধ্যায় ৫ম পরিচ্ছেদ)	৬৯-৭৩
শিখন-অভিজ্ঞতা ১৩: কবিতা (ষষ্ঠ অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ)	৭৪-৮৪
শিখন-অভিজ্ঞতা ১৪: গান (ষষ্ঠ অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ)	৮৫-৮৭
শিখন-অভিজ্ঞতা ১৫: গল্প (ষষ্ঠ অধ্যায় ৩য় পরিচ্ছেদ)	৮৮-৯৮
শিখন-অভিজ্ঞতা ১৬: প্রবন্ধ (ষষ্ঠ অধ্যায় ৪র্থ পরিচ্ছেদ)	৯৯-১০৩
শিখন-অভিজ্ঞতা ১৭: নাটক (ষষ্ঠ অধ্যায় ৫ম পরিচ্ছেদ)	১০৪-১০৮
শিখন-অভিজ্ঞতা ১৮: সাহিত্যের নানা রূপ (ষষ্ঠ অধ্যায় ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)	১০৯-১১১
শিখন-অভিজ্ঞতা ১৯: প্রশ্ন করতে শেখা (সপ্তম অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ)	১১২-১১৭
শিখন-অভিজ্ঞতা ২০: আলোচনা করতে শেখা (সপ্তম অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ)	১১৮-১১৯

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখি। আমাদের সকল ইন্দ্রিয়কে ক্রমাগত কাজে লাগিয়ে আমরা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে যোগাযোগ করি, আর এভাবেই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জগতের সাথে পরিচিত হই। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মূল দিক হলো শিক্ষার্থীর এই বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে শিখনের বিষয়গুলোর সমন্বয় ঘটানো–যাতে শিখন সহজ, আনন্দময় ও অর্থবহ হয়। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা খুব সহজে তাদের জীবনের সাথে শিক্ষার সংযোগ ঘটাতে পারে।

অভিজ্ঞতামূলক শিখন-কার্যক্রম এমনভাবে পরিকল্পনা ও পরিচালনা করা হয় যাতে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং চারপাশের সাথে নিজেকে ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে সক্ষম হয়।

বর্তমান শিক্ষাক্রমে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন (Experiential Learning) প্রক্রিয়ার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। মোট চারটি ধাপে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের কার্যক্রম অনুশীলন করা হয়:

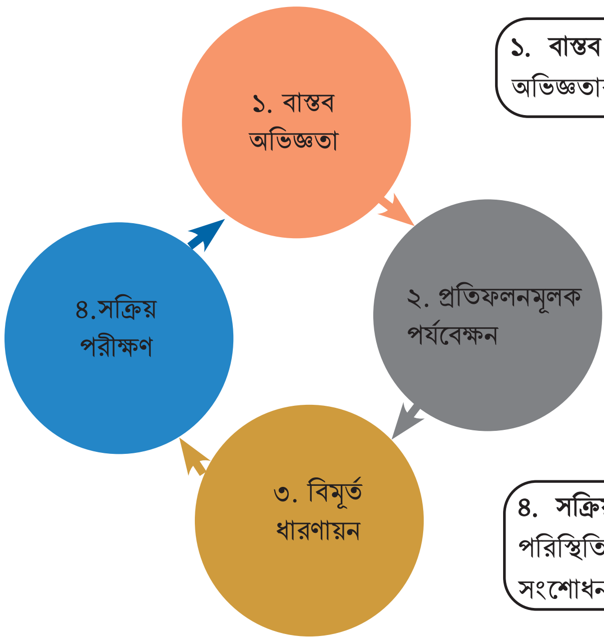

১. বাস্তব অভিজ্ঞতা: শিক্ষার্থী তার নিজের ধারণা কোনো অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করবে।

২. প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ: পর্যবেক্ষণ, আলোচনা ও পরীক্ষণের সাহায্যে শিক্ষার্থী আগের অভিজ্ঞতা যাচাই করবে।

৩. বিমূর্ত ধারণায়ন: বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজস্ব ধারণায় উপনীত হবে। শিক্ষক এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের সরাসরি সহায়তা করবেন।

৪. সক্রিয় পরীক্ষণ: অর্জিত ধারণা কোনো নতুন বা ভিন্ন পরিস্থিতিতে হাতে-কলমে প্রয়োগ করবে এবং প্রয়োজনে সংশোধন-পরিমার্জন করবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো অর্জনের জন্য এই শিক্ষক সহায়িকায় যেসব শিখন-অভিজ্ঞতা রয়েছে, তার প্রতিটিতে এই চারটি ধাপ বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষকের দায়িত্ব হবে শিক্ষার্থীরা যেন শ্রেণি-কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখন-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে পারে তা নিশ্চিত করা এবং নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে পারে সে ব্যাপারে সহায়তা করা।

শ্রেণিকাজে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন বাস্তবায়নে শিক্ষককে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে:

- অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে শিখনকে সম্পর্কিত করে তাদের ক্ষমতায়ন করা। কাজেই শ্রেণিকাজ পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, শিখন চাহিদা ও দক্ষতা বিবেচনায় নিতে হবে।

- শিখন কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণগুলো ব্যবহারের পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যেন উল্লেখিত ৪টি ধাপ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
- শিখন অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এমনভাবে পাঠ পরিকল্পনা করতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা দেখে, শুনে, পড়ে, লিখে এবং স্পর্শ করার মাধ্যমে শ্রেণিকাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ তারা যেন শিখন কাজে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটাতে পারে।
- একক, জোড়ায় বা দলীয় যে কোনো কাজে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এমন নির্দেশনা দেওয়া।
- শিখন অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এমনভাবে পাঠ পরিকল্পনা করতে হবে যেন নির্ধারিত শিখন যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত হয়।
- শ্রেণিকাজ পরিচালনার সময় শিক্ষার্থীদের রিসোর্স হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীদের অধিক সংখ্যা, তাদের ধারণা ও অভিজ্ঞতাকে শ্রেণিকাজ পরিচালনার সময় কাজে লাগাবেন। একে অপরের সাথে নিজেদের বৈচিত্র্যময় জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে সবার শিখন উন্নয়নের সুযোগ তৈরি করবেন।
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম শুধুমাত্র শ্রেণিকাজ বা পাঠ্যবই নির্ভর নয়, শ্রেণিকক্ষের বাইরেও কাজ করার সুযোগ রাখবেন। পাঠের ধরন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অংশীজন, পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে শিক্ষার্থীদের সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করবেন।
- যে কোনো শিখন অভিজ্ঞতা বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন ধরনের নির্দেশনা প্রদানের চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ, শুধুমাত্র লিখতে, পড়তে, বলতে বলা নয় বরং ভূমিকাভিনয়, উপস্থাপনা, প্রদর্শন, তথ্য সংগ্রহ, আলোচনা, বিতর্ক, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি কৌশল ব্যবহার করবেন।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের জন্য কিছু পদ্ধতি

অর্জন উপযোগী যোগ্যতার সাথে সমন্বয় রেখে ভিন্ন ভিন্ন শিখন পদ্ধতি ব্যবহার করে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। কয়েকটি পদ্ধতি নিচে উল্লেখ করা হল:

প্রকল্পভিত্তিক শিখন	সমস্যাভিত্তিক শিখন	সহযোগিতামূলক শিখন	অনুসন্ধানমূলক শিখন
বিশ্লেষণমূলক শিখন	তথ্য-প্রমাণভিত্তিক শিখন	খেলাভিত্তিক শিখন	কুইজ
কেইস-স্টাডি	ভূমিকাভিনয়	প্রদর্শন	দেয়াল পত্রিকা
জরিপ	সৃজনশীল লিখন	তথ্য যাচাই	অভিজ্ঞতা বিনিময়
বিতর্ক	দলগত আলোচনা	প্রশ্ন-উত্তর	অভিনয়/নাটক

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার জন্য উল্লেখিত ৪টি ধাপে একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ একটি শিখন অভিজ্ঞতার নির্ধারিত কার্যক্রমে দলগত আলোচনা, প্রকল্পভিত্তিক কাজ, ভূমিকাভিনয় এই ৩টি কৌশল একইসাথে কাজে লাগানো যেতে পারে।

শিক্ষক সহায়িকা ব্যবহারের নির্দেশনা

১. শ্রেণি-কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পাঠ্যবইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ের উপর এক বা একাধিক শিখন-অভিজ্ঞতা দেওয়া আছে। শ্রেণিকক্ষে নির্দিষ্ট অধ্যায়ের উপর পাঠদানের পূর্বে শিক্ষক অবশ্যই সংশ্লিষ্ট শিখন-অভিজ্ঞতাটি ভালোভাবে পাঠ করবেন এবং প্রদত্ত ধাপগুলোর কথা মনে রেখে শ্রেণি-কার্যক্রম পরিচালনার প্রস্তুতি নেবেন।

২. শ্রেণি-কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষক আগে থেকেই প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে রাখবেন। যে কার্যক্রমগুলো পরিচালনার জন্য বিদ্যালয়ের ভিতরে বা বাইরের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা প্রয়োজন, তাদের সাথে আগে থেকে যোগাযোগ করে রাখবেন।

৩. বিশেষ প্রয়োজন হলে শিখন-অভিজ্ঞতায় প্রদত্ত কার্যক্রমের সাথে নতুন কাজ যুক্ত করতে পারবেন কিংবা কার্যক্রমের অংশবিশেষ সীমিত আকারে পরিমার্জন করতে পারবেন। এ ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিখন-অভিজ্ঞতার সাথে নির্ধারিত যোগ্যতার মূল লক্ষ্য যাতে ঠিক থাকে সেটি খেয়াল রাখবেন।

৪. পাঠ-কার্যক্রম পরিচালনার সময়ে তা প্রস্তাবিত সেশন/ক্লাস সংখ্যার চেয়ে কম-বেশি হতে পারে। সেশন সংখ্যা যা-ই হোক না কেন, শ্রেণিকাজে সকল শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তাদের অভিজ্ঞতা ও ধারণার প্রতিফলন ঘটানোর সুযোগ করে দিতে হবে।

৫. দলীয় কাজের জন্য শ্রেণিকক্ষের আসনগুলো পুনর্বিন্যাস করা যেতে পারে।

৬. দলীয় কাজ উপস্থাপনার সময়ে যে বক্তব্য এক দল আগেই উপস্থাপন করেছে, সেগুলো পরবর্তী দলের তুলে ধরার দরকার নেই। বরং পরবর্তী দল নতুন কিছু সংযোজনের চেষ্টা করবে। এতে সময় বাঁচানো সম্ভব হবে। কোনো দলের উপস্থাপনা নিয়ে ভিন্ন মত থাকলে, উপস্থাপনার শেষে তা নিয়েও আলোচনার সুযোগ তৈরি করা যায়।

৭. একক বা দলীয় কাজ উপস্থাপনের সুযোগ যাতে সব শিক্ষার্থী পায়, শিক্ষক সে বিষয়টি খেয়াল রাখবেন। বিশেষভাবে একজন বা কয়েকজন শিক্ষার্থী যেন বারে বারে উপস্থাপনের সুযোগ না পায়, সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

৮. কিছু শিখন-অভিজ্ঞতা রয়েছে যেগুলোর কাজ একই ধরনের। এগুলো একটানা করালে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একঘেঁয়েমি ভাব তৈরি হতে পারে। এই একঘেঁয়েমি দূর করার জন্য শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের অনুক্রমে পরিবর্তন আনতে পারেন। প্রয়োজনে এক অধ্যায়ের একটি পরিচ্ছেদ করার পর অন্য অধ্যায়ের আরেকটি পরিচ্ছেদে যেতে পারবেন।

৯. গানের পরিচ্ছেদ করানোর সময়ে শিক্ষক ইউটিউব বা অন্য মাধ্যম থেকে শিক্ষার্থীদের গান শোনাতে পারেন। শিক্ষার্থীদের গাওয়া গান রেকর্ড করেও তাদের শোনানো যেতে পারে। এসব কাজে বিশেষ ডিভাইস না থাকলে শিক্ষক স্মার্টফোন ব্যবহার করতে পারেন। একইভাবে পাঠ্যবইয়ের কবিতা, নাটক বা অন্য সাহিত্যরীতির জন্যও প্রয়োজনে অনলাইন-সূত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।

১০. শিক্ষার্থীরা যাতে অভিধান, কোষগ্রন্থ ও অন্যান্য অনলাইন-সূত্র ব্যবহার করতে শেখে, শিক্ষক সে ব্যাপারে সহায়তা করবেন। শব্দের বানান, অর্থ ও পদ-পরিচয় দেখার জন্য কিংবা কবি-লেখকদের জীবনী জানার জন্য এসব সূত্রের প্রয়োজন হতে পারে।

১১. শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কার্যক্রম কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে, সে ব্যাপারে তাদের আগে থেকে জানিয়ে রাখবেন।

১২. শিক্ষার্থীদের মধ্যে কারো দৃষ্টি-প্রতিবন্ধিতা, শ্রবণ-প্রতিবন্ধিতা, বাক-প্রতিবন্ধিতা, বা অন্য কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা বা শিখন-চ্যালেঞ্জ থাকলে শিক্ষক তাঁর নির্দেশনাগুলো এমনভাবে দেবেন যেন শিক্ষার্থী তার প্রতিবন্ধকতার কারণে অন্যদের চেয়ে আলাদা হয়ে না পড়ে। প্রয়োজন হলে এ ধরনের শিক্ষার্থীকে অন্য কোনো শিক্ষার্থীর সঙ্গে যুক্ত করে দিতে পারেন, যাতে তারা পরস্পরের সহযোগিতায় শ্রেণিকাজ সম্পন্ন করতে পারে। শিক্ষক চেষ্টা করবেন যাতে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থীর সাথে যুক্ত করা যায়।

১৩. সেশন পরিচালনার সময় কাজের ধাপ অনুসরণ করতে ও নমুনা উত্তর জানানোর সুবিধার্থে 'শিক্ষক সহায়িকা' সাথে রাখতে পারেন। তবে শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশ প্রদানের সময় সহায়িকাতে উল্লেখিত নমুনা নির্দেশনাগুলো হুবহু দেখে দেখে পাঠ করবেন না।

ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা

ক্রম	যোগ্যতার বিবরণ	যোগ্যতার ব্যাখ্যা
১	পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তির আগ্রহ-চাহিদা অনুযায়ী মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করতে পারা।	'পরিবেশ' বলতে শিক্ষার্থীর পরিচিত ও নতুন পরিচিত ক্ষেত্র বোঝাবে; যেমন: বাসা বা বাড়ি, বিদ্যালয়, বাজার, খেলার মাঠ, রাস্তা-ঘাট, সামাজিক অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। 'পরিস্থিতি' বলতে বোঝাবে প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠানিকতা এবং ব্যক্তির আনন্দ, উচ্ছ্বাস, উত্তেজনা, বেদনা, ভয়, ক্ষোভ ইত্যাদি আবেগ ও আচরণ। 'ব্যক্তির আগ্রহ-চাহিদা' বলতে শিক্ষার্থী যার সঙ্গে যোগাযোগ করবে তার ইচ্ছা ও প্রয়োজন বিবেচনায় নিতে পারা বোঝাবে। 'মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করতে পারা' বলতে পরিচিত ও অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে সম্মানসূচক ভাষা ব্যবহার করে যোগাযোগ করতে পারা বোঝাবে।
২	নতুন ও পরিবর্তিত প্রতিবেশে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারা।	'প্রতিবেশ' বলতে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক পরিবেশ-পরিস্থিতি বোঝাবে। 'প্রমিত বাংলা' বলতে ধ্বনি ও শব্দের আঞ্চলিকতামুক্ত মান বাংলা ভাষা বোঝাবে।
৩	পড়তে শেখা	'পড়তে শেখা' বলতে বয়স ও শ্রেণি উপযোগী কোনো রচনা পড়ে বুঝতে পারা বোঝাবে।
৪	প্রায়োগিক, বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, বিশ্লেষণমূলক ও কল্পনানির্ভর কোনো লেখা পড়ে বিষয়বস্তু বুঝে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করতে পারা।	'প্রায়োগিক লেখা' বলতে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত রচনা, যেমন: চিঠিপত্র, প্রতিবেদন, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন, সংবাদ ইত্যাদি বোঝাবে। 'বর্ণনামূলক লেখা' বলতে ব্যক্তি, বস্তু, উপকরণ, ছবি, চিত্র, দৃশ্য, ঘটনার সাধারণ বিবরণ বোঝাবে। 'তথ্যমূলক লেখা' বলতে ঐতিহাসিক ঘটনা, জীবনী, ভ্রমণকাহিনি, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনি বোঝাবে। 'বিশ্লেষণমূলক লেখা' বলতে যুক্তিশীল ও ব্যাখ্যামূলক রচনা বোঝাবে। 'কল্পনানির্ভর লেখা' বলতে ছড়া, কবিতা, গান, নাটক, গল্প প্রভৃতি ধারার সাহিত্য বোঝাবে। 'লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করতে পারা' বলতে লেখক কোন প্রেক্ষাপটে, কী উদ্দেশ্যে লেখাটি লিখেছেন, তা বুঝতে পারা বোঝাবে।

৫	শব্দের শ্রেণি ও অর্থবৈচিত্র্যকে বিবেচনায় নিয়ে ভাব ও যতি অনুযায়ী বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্যমূলক বাক্য তৈরি করতে পারা।	'শব্দের শ্রেণি' বলতে বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ, অনুসর্গ, যোজক ও আবেগ বোঝাবে। 'অর্থবৈচিত্র্য' বলতে বাক্যে প্রয়োগ অনুসারে শব্দের বহুমুখী সাধারণ অর্থ ও বিশিষ্টার্থক অর্থ বোঝাবে। 'ভাব ও যতি' বলতে বাক্যের অর্থ ও বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত যতিচিহ্ন বোঝাবে। 'অর্থবৈচিত্র্যমূলক বাক্য' বলতে বিবৃতিবাচক, প্রশ্নবাচক, অনুজ্ঞাবাচক ও আবেগবাচক বাক্য বোঝাবে।
৬	দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বর্ণনা লিখতে পারা, অনুভূতি উপস্থাপন করতে পারা এবং বিভিন্ন ছক, সারণি, ছবিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তকে বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পারা।	'দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বর্ণনা' বলতে প্রতিদিনের চলমান জীবন-উপলব্ধির বিবরণ বোঝাবে। 'অনুভূতি উপস্থাপন করতে পারা' বলতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক কোনো অভিজ্ঞতার উপস্থাপন বোঝাবে। 'ছক, সারণি, ছবিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তকে বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পারা' বলতে ছক, সারণি, ছবির তথ্য-উপাত্তের আলোকে ব্যাখ্যামূলক রচনা লিখতে পারা বোঝাবে।
৭	সাহিত্যের প্লট, চরিত্রায়ণ, মূলভাব ও রূপরীতি বুঝতে পারা, নিজের জীবন ও পরিপার্শের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে বোধ ও চেতনার সমৃদ্ধি ঘটানো এবং নিজের কল্পনা ও অনুভূতি প্রয়োগ করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করা।	'সাহিত্যের রূপরীতি' বলতে কবিতা, ছড়া, গল্প, রূপকথা, নাটিকা, ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ ইত্যাদি রীতির সাহিত্য বোঝাবে। 'নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে পারা' বলতে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিজীবন ও অভিজ্ঞতাকে পঠিত সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও মূলভাবের সঙ্গে মেলাতে পারা বোঝাবে। 'বোধ ও চেতনার সমৃদ্ধি' বলতে মানবিক ও ইতিবাচক ভাবনা, যুক্তিশীল চিন্তা ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গঠন বোঝাবে। 'সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করা' বলতে অভিজ্ঞতা ও অনুভবের সমন্বয়ে নিজের উপলব্ধিকে প্রকাশ করা বোঝাবে।
৮	কোনো বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়কে মনোযোগ সহকারে দেখে, শুনে বা স্পর্শ করে যথাযথভাবে বোঝার জন্য কৌতূহলমূলক প্রশ্ন করতে পারা, নিজের অভিমতের যথার্থতা ফলাবর্তনের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে পারা এবং ইতিবাচকভাবে অন্যের মতের সমালোচনা করা।	'নিজের অভিমতের যথার্থতা ফলাবর্তনের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে পারা' বলতে বোঝাবে—প্রসঙ্গ ও বিষয় অনুযায়ী অন্যের মতকে বিবেচনায় নিয়ে নিজের ধারণা উপস্থাপন করতে পারা।

শিখন অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাঠ্যবই ও যোগ্যতার সম্পর্ক

ক্রম	শিখন অভিজ্ঞতা	সেশন সংখ্যা	বইয়ের পাঠ	মূল যোগ্যতা
১	মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করি	১৩	প্রথম অধ্যায়	যোগ্যতা ১
২	প্রমিত ভাষা শিখি	১০	দ্বিতীয় অধ্যায়	যোগ্যতা ২
৩	শব্দের শ্রেণি	১৬	তৃতীয় অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৫
৪	শব্দের অর্থ	৬	তৃতীয় অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৫
৫	যতিচিহ্ন	৩	তৃতীয় অধ্যায় ৩য় পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৫
৬	বাক্য	২	তৃতীয় অধ্যায় ৪র্থ পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৫
৭	চারপাশের লেখার সাথে পরিচিত হই	৪	চতুর্থ অধ্যায়	যোগ্যতা ৪
৮	প্রায়োগিক লেখা	৫	পঞ্চম অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৪, ৬
৯	বিবরণমূলক লেখা	৮	পঞ্চম অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৪, ৬
১০	তথ্যমূলক লেখা	৭	পঞ্চম অধ্যায় ৩য় পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৪, ৬
১১	বিশ্লেষণমূলক লেখা	৭	পঞ্চম অধ্যায় ৪র্থ পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৪, ৬
১২	কল্পনানির্ভর লেখা	৫	পঞ্চম অধ্যায় ৫ম পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৪, ৬
১৩	কবিতা	১৪	ষষ্ঠ অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৭
১৪	গান	৩	ষষ্ঠ অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৭
১৫	গল্প	১৩	ষষ্ঠ অধ্যায় ৩য় পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৭
১৬	প্রবন্ধ	৮	ষষ্ঠ অধ্যায় ৪র্থ পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৭
১৭	নাটক	৬	ষষ্ঠ অধ্যায় ৫ম পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৭
১৮	সাহিত্যের নানা রূপ	৩	ষষ্ঠ অধ্যায় ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৭
১৯	প্রশ্ন করতে শেখা	৪	সপ্তম অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৮
২০	আলোচনা করতে শেখা	৩	সপ্তম অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৮
মোট		১৪০		

* যোগ্যতা ৩ এর কার্যক্রম সকল শিখন অভিজ্ঞতার কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

* প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা নির্দিষ্ট এক/একাধিক যোগ্যতা অর্জনের পাশাপাশি অন্যান্য যোগ্যতা অর্জনেও সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

প্রথম অধ্যায়

শিখন-অভিজ্ঞতা ১: মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করি

এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন তারা ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারে এবং যোগাযোগে সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, উপস্থাপনা, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য-অনুসন্ধান।

সেশন সংখ্যা : ১৩

উপকরণ : বাংলা বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, বড়ো কাগজ।

কার্যক্রম:

- ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে যোগাযোগের অনুশীলন করা
- মর্যাদা অনুযায়ী যোগাযোগের ক্ষেত্রে যা কিছু বিবেচ্য, তার তালিকা প্রস্তুত করা
- বয়স ও সম্পর্ক অনুসারে সম্বোধনের বৈচিত্র্য শনাক্ত করা
- মর্যাদা অনুযায়ী সর্বনাম ও ক্রিয়া শব্দের ব্যবহার অনুশীলন করা
- ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে যোগাযোগের অনুশীলন করা
- ভিন্ন ভিন্ন জরুরি পরিস্থিতিতে যোগাযোগের অনুশীলন করা

সেশন: ১-৩

- **ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে যোগাযোগের অনুশীলন করা**

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন এবং প্রথমে পাঠ্যবইয়ের 'পরিস্থিতি অনুযায়ী যোগাযোগ' অংশের সবগুলো প্রেক্ষাপট পাঠ করতে বলবেন। এরপর একে একে সব দলকে এক একটি প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন এবং ওই পরিস্থিতিতে তারা কীভাবে যোগাযোগ করবে ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করার নির্দেশ দেবেন। শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেশি হলে ভিন্ন ভিন্ন দল একই পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করতে পারবে। তবে শিক্ষক নিজে থেকেও আরো কিছু পরিস্থিতি শিক্ষর্থীদের জন্য তৈরি করে দিতে পারেন।

শিক্ষার্থীরা কীভাবে ধাপে ধাপে কাজটি করবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিতে হবে। নমুনা নির্দেশনা:

- প্রতিদল যে পরিস্থিতি উপস্থাপন করবে প্রথমে তা পড়ো। এর বিষয় ও চরিত্র অনুযায়ী কীভাবে যোগাযোগ করবে তার উপর একটি সংক্ষিপ্ত কথোপকথন প্রস্তুত করে নাও। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।
- সংক্ষিপ্ত কথোপকথন তৈরি করার কাজটি দলের সকল সদস্য মিলে আলোচনা করে প্রস্তুত করবে। ভূমিকাভিনয়ের কাজটি দলের সকলে মিলে বা মনোনীত কয়েকজন সদস্য মিলে উপস্থাপন করতে পারো।

- প্রতি দল তাদের ভূমিকাভিনয় উপস্থাপন করার জন্য সময় পাবে ৩-৫ মিনিট।
- উপস্থাপনার পরে একদল অন্য দলের কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো।
- মতামত প্রদানের সময়ে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় নেবে: উপস্থাপনায় যেভাবে যোগাযোগ দেখেছি তা মর্যাদাপূর্ণ হয়েছে কি না? যে পরিস্থিতির উপর ভূমিকাভিনয় ছিল তার সাথে মিল ছিল নাকি পরিস্থিতি অনুযায়ী ভিন্ন বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে? ভূমিকাভিনয়ে মৌখিক ভাষার পাশাপাশি শারীরিক অঙ্গভঙ্গি এবং অভাষিক যোগাযোগটি কী মর্যাদাপূর্ণ এবং উপযুক্ত ছিল? আর কী উপায়ে যোগাযোগ করা যেত?
- সব দলের উপস্থাপনা শেষ হলে প্রয়োজনে তোমাদের সংক্ষিপ্ত কথোপকথনটি পরিমার্জন করতে পার।

শিক্ষক সংক্ষিপ্ত কথোপকথন প্রস্তুতির জন্য ১টি সেশন; ভূমিকাভিনয় ও আলোচনার জন্য ২টি সেশন বরাদ্দ রাখতে পারেন।

শিক্ষার্থীরা সংক্ষিপ্ত কথোপকথন প্রস্তুতের সময়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন এবং পরিস্থিতির ধরন অনুযায়ী তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন। তবে এ পর্যায়ে শিক্ষক সঠিক-ভুল, ভালো-খারাপ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি নিজস্ব ধারণা বা মতামত শিক্ষার্থীদের জানাবেন না, তারা যেন নিজেদের ধারণা অনুযায়ী কথোপকথন প্রস্তুতির পরিকল্পনা করে। শিক্ষার্থীরা তাদের কাজ শেষ করলে পূর্ববর্তী নির্দেশনা অনুযায়ী একে একে সকল দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে।

প্রতি দলের উপস্থাপনা শেষে অন্যান্য সহপাঠীর মতামত প্রদান করতে ও একটি আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে শিক্ষক উৎসাহ দেবেন। আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের নমুনা প্রশ্নগুলো করবেন:

- 'পরিস্থিতি ১' নিয়ে প্রথম দল যেভাবে যোগাযোগ দেখাল, বাস্তব জীবনে আমরা কী এভাবে যোগাযোগ করি?
- প্রথম দল যেভাবে ভূমিকাভিনয় করে দেখাল, সেটাকে কী সম্মানজনক উপায়ে যোগাযোগ বলা যাবে? কেন বা কেন নয়?
- তুমি যদি এখন 'পরিস্থিতি ১' এর মতো অবস্থায় থাকতে তুমি কী একইভাবে কথা বলতে বা আচরণ করতে?
- কারা ভিন্নভাবে করতে? কোন অংশগুলো ভিন্নভাবে করতে, বলো।
- পরিস্থিতিটি ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপনের সময়ে মুখে বলার পাশাপাশি আমরা আর কী করেছি?
- আমাদের গলার স্বর, চোখের চাহনি, শারীরিক অঙ্গভঙ্গি এগুলো কেমন ছিল? এ পরিস্থিতিটিতে আর কী ধরনের অভাষিক কাজ করা যেত?

এ ক্ষেত্রেও কোন কাজগুলো করলে ভালো হতো বা কোনগুলো করা উচিত নয় এ সম্পর্কে শিক্ষক নিজের মতামত জানাবেন না। শিক্ষার্থীরা যেন তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, ধারণা এবং মতামত নির্দ্বিধায় উপস্থাপন করতে পারে তা নিশ্চিত করবেন।

সেশন: ৪-৫

- **মর্যাদা অনুযায়ী যোগাযোগের ক্ষেত্রে যা কিছু বিবেচ্য তার তালিকা প্রস্তুত করা**

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন। এরপর প্রতি দলকে পাঠ্যবইয়ের 'যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য' অংশ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পূরণ করতে বলবেন। এ কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন এবং জানাবেন যে কাজ শেষে প্রতি দল থেকে এক/দুইজন শিক্ষার্থী মিলে তাদের কাজ উপস্থাপন করবে।

শিক্ষার্থীরা কীভাবে ধাপে ধাপে কাজটি করবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- দলে আলোচনা করে যে কোনো পরিস্থিতিতে যোগাযোগের জন্য কোন বিষয়গুলো সবসময়ে বিবেচনা করা উচিত বলে মনে করো তার একটি তালিকা খাতায় প্রস্তুত করো। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- তালিকা প্রস্তুতের সময়ে দলের কোনো সদস্যের মতামত বাদ দেওয়া যাবে না। সবার মতামত যেন তালিকায় থাকে।
- ১৫ মিনিট শেষে প্রতি দল থেকে এক/দুইজন মিলে তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। দল থেকে কে/কারা প্রতিনিধিত্ব করবে তা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবে। প্রতি দল তাদের উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২ মিনিট।
- এরপর একে একে অন্যান্যদল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার পরপরই একদল অন্য দলের কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো।
- প্রতি দলের উপস্থাপনার সময়ে পূর্ববর্তী দলগুলোর সাথে যে বিষয়গুলো মিলে যাবে, সেগুলো চিহ্নিত করে রাখবে এবং নিজেদের উপস্থাপনার সময়ে পূর্ববর্তী দলগুলোর চেয়ে ভিন্ন কিছু থাকলে শুধুমাত্র তা উল্লেখ করবে।
- মতামত প্রদানের সময়ে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় নেবে: যোগাযোগের জন্য যে বিবেচ্যগুলো বলা হয়েছে তা কী আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য উপযুক্ত? আমরা কী আসলেই এ ধারণাগুলো মেনে চলার চেষ্টা করি? বক্তব্যগুলো কি যে কোনো পরিস্থিতির জন্য প্রযোজ্য নাকি পরিস্থিতি অনুযায়ী বিবেচ্য পরিবর্তন হতে পারে? বক্তব্যগুলো কি সব বয়স, সম্পর্ক, পেশা, ধর্ম, জাতি ও লিঙ্গের মানুষের জন্য প্রযোজ্য?
- উপস্থাপন শেষে অন্যদের মতামত ও আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতিদল চাইলে তোমাদের লেখা পরিমার্জন করতে পারবে।

প্রতি দলের উপস্থাপনা শেষে অন্যান্য সহপাঠীর মতামত প্রদান করতে ও একটি আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে শিক্ষক উৎসাহ দেবেন। সকল দলের উপস্থাপনা শেষে যে কোনো পরিস্থিতিতে যোগাযোগের জন্য যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা উচিত, আলোচনার ভিত্তিতে তা নিয়ে একটি সারমর্ম করবেন। তবে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন, যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য নিয়ে আলোচনা করার সময়ে যেন নিজের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষার্থীদের উপর নিজস্ব মতামত চাপিয়ে না দেন বা এমন কোনো বক্তব্য প্রদান করেন, যা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা পরিস্থিতির জন্য প্রযোজ্য নয়।

এরপর পরবর্তী ক্লাসে আসার আগে কিছু তথ্যসংগ্রহের নির্দেশনা দেবেন:

- বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় বিবেচনায় রাখা উচিত সে-ব্যাপারে তোমরা প্রত্যেকেই পরিবার বা পরিবারের বাইরে কমপক্ষে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সাথে কথা বলবে। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সাথে কথোপকথনের ভিত্তিতে দলে প্রস্তুত করা তালিকাটি পরিমার্জন করতে পারবে।
- যদি কোনো দল তাদের পূর্বের কাজ পরিমার্জন করো, তবে কী কী পরিবর্তন করেছ তা পরবর্তী ক্লাসে উপস্থাপন করবে।

পরবর্তী সেশনে যেসব দল তাদের তালিকায় পরিবর্তন করে আনবে তা নিয়ে তারা পূর্বের ন্যায় উপস্থাপন করবে এবং পরিবর্তনগুলো শ্রেণিকক্ষের সবার মতামত নিয়ে আলোচনা করবে। সকলের উপস্থাপনা ও পরিমার্জন শেষে প্রতি দল তাদের তালিকাটি একটি বড়ো কাগজে লিখে শিরোনাম দিয়ে শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবে।

নমুনা উত্তর: যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য

- ব্যক্তির বয়স ও তার সাথে সম্পর্কের ধরন অনুযায়ী সম্বোধন করা।
- গলার স্বর: উচ্চস্বরে বা অনেক নিচু স্বরে কথা না বলা।
- ইতিবাচক অঙ্গভঙ্গি: হাত, পা, এবং শারীরিক অঙ্গভঙ্গি এমন থাকা যেন তা অসম্মান না বোঝায়।
- অন্য ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিবেচনা করা।
- যে বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে সে প্রসঙ্গের মধ্যে থেকে কথা বলা।
- চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা।
- অযাচিত/ব্যক্তিগত প্রশ্ন না করা
- সম্মানজনক শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা।
- স্থান ও পরিস্থিতির রীতিনীতি বিবেচনা করা।

সেশন: ৬-৭

- **বয়স ও সম্পর্ক অনুসারে সম্বোধনের বৈচিত্র্য শনাক্ত করা**

দৈনন্দিন জীবনে আমরা কত বৈচিত্র্যপূর্ণ উপায়ে একে অন্যকে সম্বোধন করি, তা নিয়ে শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন। নমুনা প্রশ্ন:

- সবাই কি নিজেদের ভাই-বোনকে তুমি ডেকেও সম্বোধন করি, নাকি কেউ কেউ তুই বা আপনি ডেকে সম্বোধন করি?
- একই বন্ধুর সঙ্গে আমরা কি স্কুলে, নিজের বাসায়, খেলার মাঠে, বা কোনো অনুষ্ঠানে একইভাবে কথা বলি, নাকি ভিন্নভাবে কথা বলি?
- বয়সে ছোটো, সমান বা বড়ো মানুষের সঙ্গে কি আমরা একইভাবে কথা বলি?

এরপর পাঠ্যবই থেকে 'ভাষায় মর্যাদার প্রকাশ' ছকটি প্রথমে এককভাবে ও পরে দলীয় কাজের মাধ্যমে সম্পন্ন করার নির্দেশ দেবেন। কাজ শেষে প্রতি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করার নির্দেশ দেবেন। দলীয় কাজ করার সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। তবে উত্তর বলে দেবেন না। শিক্ষার্থীরা কীভাবে দলীয় কাজ করবে ও উপস্থাপন করবে সে-ব্যাপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন।

নমুনা নির্দেশনা:

- প্রথমে প্রত্যেকে নিজের খাতায় বা বইয়ের শূন্যস্থানে 'ভাষায় মর্যাদার প্রকাশ' ছকটি এককভাবে পূরণ করবে। এ কাজের জন্য সময় ১০ মিনিট। ছকটি পূরণের সময়ে নিজেদের পরিচিত স্থান, চেনা বা অচেনা ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথন, আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক ঘটনা ইত্যাদি সকল পরিস্থিতি বিবেচনায় নেওয়ার চেষ্টা করবে।
- একক কাজ শেষে দলের সবার উত্তর মিলিয়ে একটি ছক প্রস্তুত করবে। এটি একটি বিচ্ছিন্ন কাগজে লিখবে। দলীয়ভাবে ছকটি চূড়ান্ত করার সময়ে কারো মতামতই বাদ দেওয়া যাবে না। এ কাজের জন্য সময় ১০ মিনিট।
- কাজ শেষে প্রতিটি দল থেকে একজন/দুইজন তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। দল থেকে কে/কারা প্রতিনিধিত্ব করবে তা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবে।
- এরপর একে একে অন্যদল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার পরপরই একদল অন্য দলকে কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো।
- প্রতি দলের উপস্থাপনার সময়ে পূর্ববর্তী দলগুলোর সাথে যে বিষয়গুলো মিলে যাবে, সেগুলো চিহ্নিত করে রাখবে এবং নিজেদের উপস্থাপনার সময় পূর্ববর্তী দলগুলোর চেয়ে ভিন্ন কিছু থাকলে শুধুমাত্র তা উল্লেখ করবে।

নমুনা উত্তর: ভাষায় মর্যাদার প্রকাশ

কী বলি	কাদের বলি
তুমি, তোমার, তোমাকে, তোমরা, তোমাদের	ছোটো ভাই-বোন, বন্ধু, সমবয়সী, বাবা-মা,
আপনি, আপনার, আপনাকে, আপনারা, আপনাদের	বড়োদের, অপরিচিতদের, বাবা-মা, শিক্ষক
তুই, তোর, তোকে, তোরা, তোদের	কাছের মানুষদের; ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের
সে, তার, তাকে, তারা, তাদের	বয়সে ছোটোদের; ঘনিষ্ঠদের
তিনি, তাঁর, তাঁকে, তাঁরা, তাঁদের	বয়সে বড়োদের, সম্মানিত ব্যক্তিদের
ও, ওর, ওকে, ওরা, ওদের	বয়সে ছোটোদের; ঘনিষ্ঠদের

দলীয় উপস্থাপনার উপর অন্য সহাপাঠীদের মতামত প্রদান করার ব্যাপারে উৎসাহ দেবেন। সব দলের উপস্থাপনা শেষ হলে পূর্বের করা প্রশ্নগুলো ও শিক্ষার্থীদের কাজগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন।

নমুনা প্রশ্ন	সম্ভাব্য উত্তর
১. সবাই কি নিজেদের মা-বাবা, ভাই-বোনকে তুমি ডেকে সম্বোধন করি, নাকি কেউ কেউ তুই বা আপনি ডেকেও সম্বোধন করি?	কেউ কেউ নিজের বাবা-মা ও ভাই-বোনকে আপনি বলে সম্বোধন করে, কেউ তুমি করে বলে, কেউ তুই করেও বলে। এটি নির্ভর করে তার পরিবার ও সমাজে প্রচলিত অভ্যাস ও রীতিনীতি অনুযায়ী।
২. একই বন্ধুর সঙ্গে আমরা কি স্কুলে, নিজের বাসায়, খেলার মাঠে, বা কোনো অনুষ্ঠানে একইভাবে কথা বলি, নাকি ভিন্নভাবে কথা বলি?	আমরা অনেক সময়েই পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী একই ব্যক্তিকে ভিন্নভাবে সম্বোধন করি বা তার সঙ্গে ভিন্নভাবে কথা বলি। একই বন্ধুর সাথে বিদ্যালয়ে বা নিজেদের ব্যক্তিগত আলোচনায় যেভাবে কথা বলি, কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তার চেয়ে ভিন্নভাবে কথা বলি।
৩. বয়সে ছোটো, সমান বা বড়ো মানুষের সঙ্গে কি আমরা একইভাবে কথা বলি?	ব্যক্তির বয়স, তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ভিত্তিতেও তাদের সঙ্গে আমাদের আচরণ পরিবর্তিত হয়।
৪. আমরা কি শুধু মুখে কথা বলেই আমাদের মনের কথা প্রকাশ করি, নাকি অন্য কোনোভাবেও প্রকাশ করি? কী কী উপায়ে আমরা তা প্রকাশ করি?	অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমরা মুখে কথা বলা ও লেখার পাশাপাশি ইশারা বা অঙ্গভঙ্গিও ব্যবহার করি। আমাদের প্রাত্যহিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সম্মানজনক শারীরিক ভাষার ব্যবহারও গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষক পরিস্থিতি অনুযায়ী অঙ্গভঙ্গির ব্যবহার ও ভিন্নতা বোঝাতে নিচের বাক্যগুলো ভিন্ন ভিন্ন স্বরে বলবেন ও অঙ্গভঙ্গি করে দেখাবেন।

গলার স্বর ও চাহনি: এদিকে এসো (রূঢ়ভাবে নির্দেশ), এদিকে এসো (নম্রভাবে অনুরোধ) ।

এদিকে আয় (রূঢ়), এদিকে আয় (নম্র)।

অঙ্গভঙ্গি ও চাহনি: এদিকে এসো (এক আঙুল তুলে রূঢ়ভাবে নির্দেশ), এদিকে এসো (হাত তুলে নম্রভাবে অনুরোধ)।

সার্বিক আলোচনা শেষে শিক্ষক বলবেন, যে আমরা সকলেই পরিবেশ-পরিস্থিতি, মানুষের বয়স, তার সাথে নিজেদের সম্পর্ক, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে সম্বোধন করি। সম্বোধনের ক্ষেত্রে এ ধরনের ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য খুবই স্বাভাবিক বিষয়। তবে আমরা যে-ধরনের ভাষাই ব্যবহার করি না কেন তা যেন নিজের এবং অপরের জন্য কোনোভাবে অসম্মানজনক না হয় ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে।

এরপর পাঠ্যবইয়ের ‘ভাষিক ও অভাষিক যোগাযোগ’ অনুচ্ছেদটি শিক্ষার্থীদের নীরবে পড়তে বলবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন:

- সামনাসামনি মুখে কথা বলা ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনে আর কত উপায়ে তুমি মানুষের সাথে যোগাযোগ করো? (নমুনা উত্তর: লিখে, ইশারা করে, মোবাইলে অডিও বা ভিডিও কল করে ইত্যাদি)

একইসাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাষিক যোগাযোগের পাশাপাশি ইশারা ও অঙ্গভঙ্গির যোগাযোগ কেন গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চাইবেন ও আলোচনা করবেন।

সেশন: ৮

- **মর্যাদা অনুযায়ী সর্বনাম ও ক্রিয়া শব্দের ব্যবহার অনুশীলন করা**

শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের 'মর্যাদা অনুযায়ী সর্বনাম ও ক্রিয়া', 'সর্বনামের রূপ' ও 'ক্রিয়ার রূপ' এ ৩টি অনুচ্ছেদ শিক্ষার্থীদের নীরবে পড়তে বলবেন। এরপর অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ধারণা অনুযায়ী সর্বনামের ধরন, সর্বনামের রূপ, এবং সর্বনাম অনুযায়ী ক্রিয়ার রূপ নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন। এরপর পাঠ্যবই থেকে 'সর্বনাম ও ক্রিয়া দিয়ে বাক্য তৈরি' ছকটি প্রথমে এককভাবে ও পরে দলে একে অপরের সাথে নিজেদের কাজ মিলিয়ে নেবার। কাজশেষে প্রতি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করার নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- প্রথমে প্রত্যেকে নিজেদের খাতায় বা বইয়ের শূন্যস্থানে 'সর্বনাম ও ক্রিয়া দিয়ে বাক্য তৈরি' ছকটি এককভাবে পূরণ করবে। এ কাজের জন্য সময় ৫ মিনিট।
- একক কাজ শেষে দলে একে অপরের সাথে নিজেদের উত্তরগুলো মিলিয়ে নেবে। যদি কারো বাক্য তৈরি করা হয়েছে কি হয়নি বলে সন্দেহ হয় আমাকে জানাবে। এ কাজের জন্য সময় ৫ মিনিট।
- দলীয়ভাবে মিলিয়ে নেবার কাজ শেষে প্রতিটি দল থেকে একজন/দুইজন তাদের দলের যে কোনো ৬টি বাক্য উপস্থাপন করবে। দল থেকে কে/কারা প্রতিনিধিত্ব করবে তা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবে।
- প্রতি দলের উপস্থাপনার সময়ে পূর্ববর্তী দলগুলোর সাথে যে বিষয়গুলো মিলে যাবে, সেগুলো চিহ্নিত করে রাখবে এবং নিজেদের উপস্থাপনার সময়ে পূর্ববর্তী দলগুলোর চেয়ে ভিন্ন কিছু থাকলে শুধুমাত্র তা উল্লেখ করবে।

নমুনা উত্তর: সর্বনাম ও ক্রিয়া দিয়ে বাক্য তৈরি

সর্বনাম	ক্রিয়া	বাক্য
১. তুমি/তোমরা	আসা	তুমি আমাদের বাড়িতে এসো।
২. আপনি/আপনারা	খাওয়া	আপনারা কোথায় খাবেন?
৩. তুই/তোরা	করা	তুই বাড়ির কাজ ভালোভাবে করিস।
৪. সে/তারা	লেখে	তারা চিঠি লেখে।
৫. তিনি/তাঁরা	চেনা	তিনি রাজুকে চেনেন।
৬. ও/ওরা	পড়া	ও আমার সঙ্গে পড়ে।

আরও অনুশীলনের জন্য শিক্ষক নিচের কাজটি করাতে পারেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক অনুচ্ছেদটি বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের একক/জোড়ায় কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সর্বনাম ও ক্রিয়া শব্দের পরিবর্তন করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা কাজ শেষ করলে তাদের উপস্থাপনা হতেই আলোচনার মাধ্যমে সঠিক উত্তর নির্ধারণ করে দেবেন।

সহায়ক কাজ: মর্যাদা অনুযায়ী ক্রিয়া এবং সর্বনামের ব্যবহার

মর্যাদাসূচক সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার বিবেচনায় অনুচ্ছেদটির নিচে দাগ দেওয়া শব্দগুলো পরিবর্তন করো:
অনুচ্ছেদ: আবেদ সাহেব প্রতিদিন ভোরে হাঁটতে বের হয়। হাঁটতে যাওয়ার আগে সে ভালো করে হাত-মুখ ধুয়ে নেয় এবং সামান্য নাস্তা করে। সে প্রতিদিন প্রায় ৩০ মিনিট হাঁটে। তবে হাঁটার ব্যাপারে সে একা না, তাঁর আরো কয়েকজন সঙ্গী আছে । তারাও অনেকদিন ধরে নিয়মিত হাঁটছে।

উত্তর: আবেদ সাহেব প্রতিদিন ভোরে হাঁটতে বের হন। হাঁটতে যাওয়ার আগে তিনি ভালো করে হাত-মুখ ধুয়ে নেন এবং সামান্য নাস্তা করেন। তিনি প্রতিদিন প্রায় ৩০ মিনিট হাঁটেন। তবে হাঁটার ব্যাপারে তিনি একা নন, তার আরো কয়েকজন সঙ্গী আছেন । তারাও অনেকদিন ধরে নিয়মিত হাঁটছেন।

সেশন: ৯-১০

- **ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে যোগাযোগের অনুশীলন করা**

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন । তিনি পাঠ্যবই থেকে 'যোগাযোগের অনুশীলন' থেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট শিক্ষার্থীদের পাঠ করতে বলবেন। এরপর প্রতি দলে যে কোনো একটি প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন এবং ওই পরিস্থিতিতে তারা কীভাবে মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করতে পারে তা নিয়ে ভূমিকাভিনয়ের পরিকল্পনা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন দল একই পরিস্থিতি নিয়ে পরিকল্পনা করতে পারবে। একইসাথে শিক্ষক নিজে থেকেও কিছু পরিস্থিতি শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি করে দিতে পারেন, যেখানে তাদের প্রাত্যহিক জীবনের ন্যায় বৈচিত্র্যপূর্ণ যোগাযোগের সুযোগ থাকবে।

প্রথমে তাদের একটি সংক্ষিপ্ত কথোপকথন প্রস্তুত করার নির্দেশনা দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক নমুনা প্রেক্ষাপট অনুযায়ী তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও ধারণা দিয়ে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের কাজ শেষে করলে প্রতি দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে।

শিক্ষার্থীরা কীভাবে উপস্থাপন করবে সে ব্যাপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- প্রতি দল তাদের উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ৩-৫ মিনিট।
- উপস্থাপনার পরে একদল অন্য দলকে কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে তাদের মতামত লিখে রাখতে পারো।

প্রতি দলের উপস্থাপনা শেষে অন্যান্য সহপাঠীর মতামত প্রদান করার ব্যাপারে শিক্ষক উৎসাহ দেবেন। শিক্ষার্থীদের মতামত প্রদান করাকে উৎসাহিত করার জন্য শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:

- 'পরিস্থিতি ১' নিয়ে প্রথম দল যেভাবে যোগাযোগ দেখাল সেখানে কী মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ দেখেছি আমরা?
- আর কী করা হলে পরিস্থিতি অনুযায়ী যোগাযোগটি আরো কার্যকর হতো?

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনার ভিত্তিতে শিক্ষক তাদের সাথে মর্যাদাপূর্ণ যোগাযোগ নিয়ে প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে আলোচনা করবেন। সম্মানজনক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সর্বনাম ও ক্রিয়ার ব্যবহার, শারীরিক অঙ্গভঙ্গি, পরিস্থিতি অনুযায়ী আচরণ করা ইত্যাদি বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের আবার মনে করিয়ে দেবেন। শিক্ষার্থীরা যেন তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, ধারণা এবং মতামত নির্দ্বিধায় উপস্থাপন করতে পারে তা নিশ্চিত করবেন।

সেশন: ১১-১৩

- **ভিন্ন ভিন্ন জরুরি পরিস্থিতিতে যোগাযোগের অনুশীলন করা**

১ম ধাপ

পাঠ্যবইয়ের 'জরুরি যোগাযোগ' ছকটিতে প্রদত্ত পরিস্থিতিগুলো অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা কাদের সাথে এবং কীভাবে যোগাযোগ করবে তা দলীয় কাজের মাধ্যমে প্রস্তুত করতে নির্দেশ দেবেন। একইসাথে শিক্ষক নিজে থেকেও কিছু জরুরি পরিস্থিতি শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি করে দিতে পারেন, যা তাদের জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (যেমন: সাইক্লোনপ্রবণ এলাকা সাইক্লোনের পূর্বাভাস সম্পর্কে কাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে? কীভাবে যোগাযোগ করতে হবে?)।

এ কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন এবং জানাবেন যে কাজ শেষে প্রতি দল থেকে এক/দুইজন শিক্ষার্থী মিলে তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। শিক্ষার্থীরা কীভাবে ধাপে ধাপে কাজটি করবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- দলে আলোচনা করে জরুরি পরিস্থিতি অনুযায়ী কার সঙ্গে ও কীভাবে যোগাযোগ করা যেতে পারে বলে মনে করো তা দলে আলোচনা করে একটি তালিকা প্রস্তুত করো। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।
- তালিকা প্রস্তুতের সময়ে দলের কোনো সদস্যের মতামত বাদ দেওয়া যাবে না। সবার মতামত যেন তালিকায় থাকে।
- কাজ শেষে প্রতি দল থেকে এক/দুইজন মিলে তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। দল থেকে কে/কারা প্রতিনিধিত্ব করবে তা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবে। প্রতি দল তাদের উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২ মিনিট।
- এরপর একে একে অন্যদল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার পরপরই একদল অন্য দলকে কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো।
- প্রতি দলের উপস্থাপনার সময়ে পূর্ববর্তী দলগুলোর সাথে যে বিষয়গুলো মিলে যাবে, সেগুলো চিহ্নিত করে রাখবে এবং নিজেদের উপস্থাপনার সময়ে পূর্ববর্তী দলগুলোর চেয়ে ভিন্ন কিছু থাকলে শুধুমাত্র তা উল্লেখ করবে।
- উপস্থাপন শেষে অন্যদের মতামত ও আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতিদল চাইলে তোমাদের লেখা পরিমার্জন করতে পারবে।

শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত নির্দেশনা ও ধারণা দিয়ে সাহায্য করবেন। দলীয় উপস্থাপনার উপর অন্য সহাপাঠীদের মতামত প্রদান করার ব্যাপারে উৎসাহ দেবেন।

পরবর্তী ক্লাসে আসার আগে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রতি নিম্নলিখিত নির্দেশ দেবেন:

- পরিবারের সদস্য বা অন্য যে কোনো পরিচিত ব্যক্তির সাথে জরুরি পরিস্থিতিগুলোর ধরন অনুযায়ী কার সাথে ও কীভাবে যোগাযোগ করা যেতে পারে সে ব্যাপারে আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করবে। আলোচনার ভিত্তিতে ভিত্তিতে দলে প্রস্তুত করা তালিকাটি পরিমার্জন করতে পারবে।
- যদি কোনো দল তাদের পূর্বের কাজ পরিমার্জন করো, তবে কী কী পরিবর্তন করেছ তা পরবর্তী ক্লাসে উপস্থাপন করবে।

পরবর্তী সেশনে যেসব দল তাদের তালিকায় পরিবর্তন করে আনবে তা নিয়ে তারা পূর্বের ন্যায় উপস্থাপন করবে এবং পরিবর্তনগুলো শ্রেণিকক্ষের সবার মতামত নিয়ে আলোচনা করবে।

২য় ধাপ

প্রদত্ত পরিস্থিতিগুলোতে বাস্তবিকই যাদের সাথে যোগাযোগ করতে হয়, শিক্ষার্থীরা যেন তাদের সাথে সরাসরি বা মোবাইলের মাধ্যমে কথা বলতে পারে শিক্ষক সে ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ, আগুন লাগলে ফায়ার সার্ভিসের নম্বরে কল দিতে হয়, তাই ১নং পরিস্থিতিতে স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস নম্বরে শিক্ষার্থীরা মোবাইলের মাধ্যমে কল দেবে এবং তেমন পরিস্থিতিতে তারা কী করবে তা ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষের নিকট জানতে চাইবে। শিক্ষক আগে থেকেই সেই সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে কথা বলে রাখবেন যেন শিক্ষার্থীরা যখন তাঁদের সাথে যোগাযোগ করবে তখন তাঁরা যেন সে ব্যাপারে সচেতন থাকেন। যদি কোনো ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে কথা বলা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে শিক্ষক নির্ভরযোগ্য কোনো ব্যক্তি বা অপর কোনো শিক্ষককে ওই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ভূমিকাভিনয় করার জন্য অনুরোধ করবেন। এলাকা অনুযায়ী জরুরি পরিস্থিতিগুলোতে যোগাযোগ করার জন্য নির্ধারিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ভিন্ন হতে পারে।

তাই বাস্তবতার সাথে সংগতি রেখে উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীরা যেন এমন ধারণা পায় যাতে কোনো এলাকায় ফায়ার সার্ভিস না থাকলে, সেক্ষেত্রে বিকল্প প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে পারে।

এরপর পূর্বের পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষক প্রতি দলকে একটি করে জরুরি পরিস্থিতি নির্দিষ্ট করে দেবেন এবং ওই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের সরাসরি বা মোবাইল ফোনে লাউড স্পিকারে কথা বলার সুযোগ করে দেবেন। ওই নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষার্থীরা কথা বলার মাধ্যমে জানার চেষ্টা করবে যে নির্দিষ্ট জরুরি পরিস্থিতিতে তারা কী করতে পারে।

নমুনা উত্তর: জরুরি যোগাযোগ

ক্রম	জরুরি পরিস্থিতি	কোথায় ও কীভাবে যোগাযোগ করবে?
১	তোমার এলাকায় আকস্মিক দুর্ঘটনায় আগুন লেগেছে।	কোথায়/কার সাথে: ফায়ার সার্ভিস (মোবাইল নম্বর) বিকল্প: স্থানীয় থানা, মেম্বার, চেয়ারম্যান, কমিশনার, মেয়র, ইউএনও ইত্যাদি। কীভাবে: মোবাইল কল, সরাসরি কথা বলা যা বলব: শিক্ষার্থীরা প্রস্তুত করবে
২	খেলার মাঠে এক বন্ধু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।	কোথায়/কার সাথে: বিদ্যালয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা নিকটস্থ হাসপাতাল (মোবাইল নম্বর) বিকল্প: উপজেলা স্বাস্থ্য-কমপ্লেক্স, নিকটস্থ ফার্মেসি, স্থানীয় চিকিৎসক ইত্যাদি। কীভাবে: মোবাইল কল, সরাসরি কথা বলা যা বলব: শিক্ষার্থীরা প্রস্তুত করবে
৩	ঝড়ের পরে বিদ্যুতের তার রাস্তায় পড়ে আছে ও দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে।	কোথায়/কার সাথে: পল্লী বিদ্যুৎ বা ওয়াপদা অফিস (মোবাইল নম্বর) বিকল্প: স্থানীয় থানা, মেম্বার, চেয়ারম্যান, কমিশনার, মেয়র, ইউএনও ইত্যাদি। কীভাবে: মোবাইল কল, সরাসরি কথা বলা যা বলব: শিক্ষার্থীরা প্রস্তুত করবে
৪	হারিয়ে যাওয়া কোনো শিশুকে খুঁজে পাওয়া গেছে।	কোথায়/কার সাথে: হারিয়ে-যাওয়া শিশুর পরিবারের সদস্য (মোবাইল নম্বর) বিকল্প: স্থানীয় থানা, মেম্বার, চেয়ারম্যান, মেয়র, ইউএনও ইত্যাদি। কীভাবে: মোবাইল কল, সরাসরি কথা বলা যা বলব: শিক্ষার্থীরা প্রস্তুত করবে
৫	শিশু নির্যাতন, ইভ-টিজিং বা আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে এমন একটি ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরেছ।	কোথায়/কার সাথে: জরুরি নম্বর (৯৯৯, ১০৯৮) বিকল্প: ইউএনও, মেম্বার, চেয়ারম্যান, কমিশনার, মেয়র, শ্রেণিশিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা, নারী ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা ইত্যাদি। কীভাবে: মোবাইল কল, সরাসরি কথা বলা যা বলব: শিক্ষার্থীরা প্রস্তুত করবে
৬	বন্ধুদের সাথে আলোচনায় জানতে পারলে যে ভিন্ন স্কুলের একজন শিক্ষার্থী বাল্যবিবাহের শিকার হতে যাচ্ছে।	কোথায়/কার সাথে: জরুরি নম্বর (৯৯৯, ১০৯৮) বিকল্প: ইউএনও, মেম্বার, চেয়ারম্যান, কমিশনার, মেয়র, শ্রেণিশিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা, নারী ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা ইত্যাদি। কীভাবে: মোবাইল কল, সরাসরি কথা বলা যা বলব: শিক্ষার্থীরা প্রস্তুত করবে

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিখন-অভিজ্ঞতা ২: প্রমিত ভাষা শিখি

এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যার লক্ষ হলো তারা যেন ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলা ভাষায় কথা বলার দক্ষতা অর্জন করার সুযোগ পায়।

কৌশল : প্রশ্নোত্তর, একক কাজ, দলীয় কাজ, উপস্থাপনা, কথোপকথন ।

সেশন সংখ্যা : ১০

উপকরণ : পাঠ্যবইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় (চিঠি বিলি, সুখী মানুষ); সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

দ্বিতীয় অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ: প্রমিত ভাষা

- পরিস্থিতি অনুযায়ী ঘরোয়া/আঞ্চলিক ভাষায় কথোপকথন
- মিশ্র বা আঞ্চলিক ভাষার শব্দ ও বাক্যকে প্রমিত ভাষায় রূপান্তর
- কবিতা আবৃত্তি, কবিতার অর্থ নিয়ে আলোচনা
- শব্দের প্রমিত উচ্চারণের সাথে নিজের উচ্চারণের মিল ও পার্থক্য খোঁজা
- পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত ভাষায় কথোপকথন

দ্বিতীয় অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ: শব্দের উচ্চারণ

- নাটকের সংলাপ পাঠ ও শব্দের উচ্চারণ অনুশীলন
- প্রমিত বাংলা চর্চা সুযোগ অনুসন্ধান এবং উপস্থিত বক্তৃতায় প্রমিত ভাষার চর্চা

দ্বিতীয় অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ

সেশন: ১-৩

- **পরিস্থিতি অনুযায়ী আঞ্চলিক ভাষায় কথোপকথন**
- **আঞ্চলিক ভাষার শব্দ ও বাক্যেকে প্রমিত ভাষায় রূপান্তর**

১ম ধাপ

শিক্ষক শুরুতে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন, তারা ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে সবসময়ে একইভাবে কথা বলে নাকি পরিবেশ-পরিস্থিতিভেদে তাদের ভাষায় পরিবর্তন হয়? শিক্ষকের আলোচনার সুবিধার্থে নিচে কিছু নমুনা প্রশ্ন দেওয়া হলো:

- আমরা সবাই বিদ্যালয়ে যেভাবে কথা বলি নিজেদের বাড়িতে, এলাকায় বা বন্ধুদের সাথে কি তার চেয়ে ভিন্নভাবে কথা বলি?

- আমরা কী কখনো বাড়িতে বা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ভিন্নভাবে কথা বলি?
- অন্য কোনো এলাকার মানুষকে ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে শুনি কি না?
- রেডিও-টেলিভিশনের খবর পড়ার ভাষা কি আমাদের ভাষার চেয়ে আলাদা মনে হয়?
- বাংলাদেশে সব অঞ্চলের মানুষ একই ধরনের বাংলায় কথা বলে?
- টেলিভিশনের নাটকে কী কখনো কখনো বিশেষ কিছু অঞ্চলের ভাষা শুনতে পাওয়া যায়?

শিক্ষার্থীরা নিজেদের মতো করে শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর ও মতামত একত্র করবেন। এ পর্যায়ে শিক্ষক নিজের বা পাঠ্যবইয়ের ধারণা নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন না। শুধুমাত্র তাদের ধারণা প্রকাশের সুযোগ দেবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত তিনটি পরিস্থিতি পড়তে বলবেন।

১. খেলার সময়ে কোনো একটা বিষয় নিয়ে তর্ক হচ্ছে।
২. স্কুলে কেমন পড়াশোনা হচ্ছে তা নিয়ে মা-বাবার সঙ্গে কথা হচ্ছে।
৩. সবজি কিনতে গিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দরাদরি হচ্ছে।

এমন পরিস্থিতিতে নিজেদের বাড়িতে বা এলাকায় সাধারণত যে ধরনের ভাষায় কথাবার্তা শিক্ষার্থীরা শুনতে পায়, তা নিজেদের মতো করে চিন্তা করতে বলবেন। রেডিও-টেলিভিশনে বা কোনো অনুষ্ঠান উপস্থাপনার ভাষার সাথে এই ভাষার পার্থক্য কী ধরনের তাও উল্লেখ করতে বলবেন। তিনটি পরিস্থিতির প্রতিটিতেই সে থাকলে কী বলত তা অল্প কয়েক লাইনের মধ্যে খাতায় লিখে রাখতে নির্দেশ দেবেন। এ কাজের প্রস্তুতির জন্য শিক্ষক প্রয়োজন অনুযায়ী ৫-১০ মিনিট সময় দিতে পারেন। এরপর একজন একজন করে যে কোনো একটি পরিস্থিতিতে তারা কীভাবে কথা বলতে পারত, তা শুনতে চাইবেন। শিক্ষার্থীরা যেন নিজেদের ঢঙে, সাবলীল উচ্চারণে পরিস্থিতি অনুযায়ী উপস্থাপন করে সে-ব্যাপারে শিক্ষক উৎসাহ দেবেন। এ কাজ করতে গিয়ে তারা যেন মজা পায় এবং নিজেদের সাথে অন্যদের বলার ধরন ও উচ্চারণে পার্থক্য খুঁজে পায়। শিক্ষক নিজে থেকেও কিছু পরিস্থিতি শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি করে দিতে পারেন, যেখানে তাদের প্রাত্যহিক জীবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাষায় যোগাযোগের সুযোগ থাকে।

যেমন:

১. বাড়িতে বসে আছ। তোমার মা ডাক দিলেন জামা-কাপড় গুছিয়ে রাখার কাজে তাঁকে সাহায্য করার জন্য।
২. তোমার একজন নিকটাত্মীয় মোবাইলে কল দিয়েছেন। তিনি তোমাকে অনেক দিন ধরে দেখেন না তাই তোমাকে তাদের বাড়ি বেড়াতে যেতে বলছেন।
৩. বাইরে হাঁটছ। এলাকার একজন বয়স্ক ব্যক্তির সাথে দেখা। তিনি তোমার পরিবারের কুশলাদি জানতে চাচ্ছেন।

২য় ধাপ

পরিস্থিতিগুলোতে শিক্ষার্থীরা যে-সকল শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ করেছে সেগুলো পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত নিচের ছকে তালিকা করে প্রমিত শব্দে রূপান্তর করতে বলবেন।

বাম কলাম	ডান কলাম
টাহা	টাকা

এরপর শিক্ষক নিচের ছকে শিক্ষার্থীরা নিজেরা যে-ধরনের আঞ্চলিক ভাষায় কথায় বলে এমন ৫টি বাক্য লিখতে বলবেন এবং সেগুলোকে প্রমিত বাংলায় রূপান্তর করতে নির্দেশ দেবেন।

আঞ্চলিক ভাষায় বাক্যের রূপ	প্রমিত ভাষায় বাক্যের রূপ
নমুনা: তুমি কই থেইকা আইছ?	নমুনা উত্তর: তুমি কোথা থেকে এসেছ?

এক্ষেত্রে শিক্ষক সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেবেন, কেউ যদি নির্দিষ্ট কোনো আঞ্চলিক ভাষায় কথা না বলে, তাহলে তারা ঘরে/বাইরে সাধারণত যেভাবে কথা বলে তা-ই উল্লেখ করবে। বাক্য রূপান্তরের সময় কারো যদি কোনো রূপান্তর/পরিবর্তন করার প্রয়োজন না হয়, তাহলেও কোনো সমস্যা নেই। নির্দিষ্ট সময় শেষে শিক্ষার্থীরা কাজটি সম্পন্ন করলে তারা যেন আঞ্চলিক ও রূপান্তরিত প্রমিত বাক্যগুলো শ্রেণিকক্ষে ক্রমান্বয়ে নিজেদের সাবলীল উচ্চারণে পাঠ করে, সে ব্যাপারে শিক্ষক উৎসাহ দেবেন। কাজটি করতে গিয়ে তারা যেন মজা পায়, নিজেদের সাথে অন্যদের বলার ধরন ও উচ্চারণে পার্থক্য খুঁজে পায়, এবং অন্যের বাক্য রূপান্তর কতটুকু প্রমিত হয়েছে সে ব্যাপারে মতামত দিতে পারে, তা শিক্ষক প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে নিশ্চিত করবেন।

কাজ শেষে নিচের অনুচ্ছেদের বক্তব্য সংক্ষেপে উপস্থাপন করবেন:

> ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাদের মৌখিক ভাষার বৈচিত্র্য নিয়ে লক্ষ করলে দেখব যে, আমরা সবাই বাংলা ভাষায় কথা বললেও এক জনের সাথে অন্যের কথার ধরন ও উচ্চারণে বেশ পার্থক্য রয়েছে। কখনো আবার এমন হয় যে আমরা নিজেদের ঘরে যেভাবে কথা বলি, স্কুলে তার চেয়ে ভিন্নভাবে কথা বলি। আবার স্কুলে বন্ধুদের সাথে যেভাবে কথা বলি, শিক্ষকের সাথে হয়তো তার চেয়ে কিছুটা ভিন্নভাবে কথা বলি। সময়ের সাথে সাথে ভাষায় পরিবর্তন আসে। আবার, অঞ্চলভেদে একই ভাষার উচ্চারণ ও শব্দে বৈচিত্র্য থাকে। অঞ্চলভেদে একই ভাষার এই ভিন্ন ভিন্ন রূপকে বলা হয় আঞ্চলিক ভাষা। তাই, সবার বোঝার সুবিধার্থে যে কোনো ভাষার ক্ষেত্রেই একটি মান নির্দিষ্ট করা থাকে, এই মান ভাষাকেই প্রমিত ভাষা বলে। অর্থাৎ, যেভাবে কথা বললে বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলের মানুষ সহজে বুঝতে পারে, সেটিই হলো প্রমিত বাংলা ভাষা।
>
> আমাদের অনেকেই নিয়মিত প্রমিত বাংলায় কথা বলার চর্চা করি, আবার কেউ করি না। কেউ হয়তো নিজেদের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। আবার কেউ হয়তো প্রমিত এবং আঞ্চলিক শব্দ মিশিয়ে কথা বলা বলি। ব্যক্তিগত পরিবেশে বা ঘনিষ্ঠ মানুষদের সঙ্গে প্রমিত ভাষায় কথা না বলাটা খুবই স্বাভাবিক। ভিন্ন ভিন্ন আনুষ্ঠানিক এমনকি অনানুষ্ঠানিক পরিবেশেও প্রমিত ভাষায় কথা বলতে পারাটা একটি দরকারি দক্ষতা। আমাদের মধ্যে যাদের পরিবারে বা বিভিন্ন ব্যক্তিগত পরিবেশে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলার প্রচলন রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই হয়তো প্রমিত ভাষায় কথা বলাটা সহজ নয়। তবে নিয়মিত অনুশীলন করলে অবশ্যই প্রমিত বাংলায় কথা বলা যায়।

সেশন: ৪-৫

- **কবিতা আবৃত্তি, কবিতার অর্থ নিয়ে আলোচনা**
- **শব্দের প্রমিত উচ্চারণের সাথে নিজের উচ্চারণের মিল ও পার্থক্য খোঁজা**

১ম ধাপ

শিক্ষক অনুশীলনী ছক 'ধ্বনির উচ্চারণ' থেকে জোড়াশব্দগুলো শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। জোড়ার ১ম শব্দের সাথে ২য় শব্দের উচ্চারণের পার্থ্যক্য বোঝার জন্য উচ্চারণের সময়ে মুখের সামনে এক টুকরা কাগজ ধরে পরীক্ষা করে দেখতে নির্দেশ দেবেন। তারা এমন ধরনের আর কোনো শব্দ শনাক্ত করতে পারলে তাও উল্লেখ করতে বলবেন। শিক্ষক জানিয়ে দেবেন, এখানে দেওয়া প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ যেমন আলাদা, তেমনি তাদের অর্থও আলাদা। উচ্চারণের ভিন্নতার পাশাপাশি জোড় শব্দগুলোর অর্থ নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন।

উচ্চারণের অনুশীলন শেষ হলে 'চিঠি বিলি' ছড়াটি প্রথমে নীরবে একবার পড়তে বলবেন এবং এরপর দুই লাইন করে সবাইকে শব্দ করে পড়ার নির্দেশ দেবেন। ক্লাসের সকল শিক্ষার্থী ক্রমান্বয়ে ছড়া পাঠে অংশ নেবে। এভাবে ছড়াটি ক্লাসে কয়েকবার আবৃত্তি হয়ে যাবে। আবৃত্তির সময়ে ধ্বনির উচ্চারণ ঠিক হচ্ছে কি না, তা একজন করার সময়ে অন্যদের খেয়াল রাখতে বলবেন।

এরপর নিচের প্রশ্নটি বোর্ডে লিখে বা মুখে বলে শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চাইবেন:

- 'চিঠি বিলি' ছড়াটি পড়ে তোমার কী মনে হলো তা যদি কাউকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলতে বলা হয় তুমি কী বলবে?

২য় ধাপ

এরপর শিক্ষার্থীরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে যে শব্দগুলো প্রমিত উচ্চারণ করে না বা চারপাশের মানুষকে ভিন্নভাবে উচ্চারণ করতে শোনে সেগুলোর অন্তত ১০টি শব্দ অনুশীলনী ছক 'শব্দ খুঁজি' অনুযায়ী শনাক্ত করার কাজ দেবেন। কাজটি প্রথমে এককভাবে করাতে হবে, পরে শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে সবগুলো শব্দ মিলিয়ে একটি বড়ো তালিকা প্রস্তুত করবে। পুরো কাজটি ধাপে ধাপে করার ও উপস্থাপনার জন্য নমুনা নির্দেশ:

- প্রত্যেকে দৈনন্দিন জীবনে যে শব্দগুলো প্রমিত উচ্চারণ করো না বা চারপাশের মানুষকে ভিন্নভাবে উচ্চারণ করতে শোনো সেগুলোর অন্তত ১০টি শব্দ অনুশীলনী ছক 'শব্দ খুঁজি' অনুযায়ী শনাক্ত করো। এ জন্য সময় ৫ মিনিট।
- প্রত্যেকে যে ১০টি শব্দের তালিকা করেছ সেগুলো একত্র করে দলের সবাই মিলে একটি বড়ো তালিকা করবে। এ কাজ করার জন্য সময় ১০ মিনিট। একই শব্দ একাধিক জনের তালিকায় চলে এলে বড়ো তালিকায় তা শুধুমাত্র একবার উল্লেখ করবে।
- ১০ মিনিট শেষে প্রতি দল থেকে একজন করে দলের কাজ উপস্থাপন করবে।
- প্রতি দলের উপস্থাপনার সময়ে অন্য দলগুলোর সাথে যে শব্দগুলো মিলে যাবে, সেগুলো চিহ্নিত করে রাখবে এবং নিজেদের উপস্থাপনার সময়ে পূর্ববর্তী দলগুলোর চেয়ে ভিন্ন শব্দ থাকলে শুধুমাত্র তা উল্লেখ করবে।

সকলের উপস্থাপনা শেষ হলে শিক্ষক বলবেন, প্রমিত ভাষায় কথা বলতে পারাটা যেহেতু একটি দরকারি দক্ষতা তাই শিক্ষার্থীরা যেন এখন থেকে শনাক্তকৃত শব্দগুলোর প্রমিত উচ্চারণের ব্যাপারে খেয়াল রাখে।

সেশন: ৬-৭

- **পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত ভাষায় কথোপকথন**

‘প্রমিত ভাষার চর্চা করি’ অনুশীলনীতে প্রদত্ত পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা কীভাবে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারে তা দলীয় কাজের মাধ্যমে উপস্থাপন করার নির্দেশ দেবেন। ‘সেশন: ১-৩’ -এর কার্যক্রমের ন্যায় তিনি শিক্ষার্থীদের কিছু ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী কয়েকটি বাক্যের মাধ্যমে কথোপকথন প্রস্তুতির জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন। প্রস্তুতির সময় শেষে শিক্ষার্থীরা দল অনুযায়ী উপস্থাপনা করবে। প্রতি দলের উপস্থাপনা শেষে অন্যান্য শিক্ষার্থী যেন উপস্থাপিত শব্দের প্রমিত উচ্চারণের উপর মতামত দেয়, সে ব্যাপারে শিক্ষক উৎসাহ দেবেন। একইসাথে নিজেও মতামত দেবেন। শিক্ষক নিজে থেকেও কিছু পরিস্থিতি শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি করে দিতে পারেন, যেখানে তাদের প্রাত্যহিক জীবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাষায় যোগাযোগের সুযোগ থাকে।

২য় পরিচ্ছেদ

সেশন: ৮

- **নাটকের সংলাপ পাঠ ও শব্দের উচ্চারণ অনুশীলন**

শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে ‘সুখী মানুষ’ নাটকটি প্রথমে ৫ মিনিট সময়ের মধ্যে যতখানি পারে নীরবে পাঠ করতে বলবেন। ‘সুখী মানুষ’ নাটকটির চরিত্র অনুযায়ী ৩-৪টি লাইন করে সবাইকে শব্দ করে পড়ার নির্দেশ দেবেন। শিক্ষার্থীরা যেন নাটকের চরিত্র, বাক্যের ধরন, এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী সংলাপ উচ্চারণ করে সে ব্যাপারে উৎসাহ দেবেন। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থী সংখ্যা বিবেচনায় পুরো লেখাটি একাধিকবার পড়া হয়ে যেতে পারে। শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যেন সকল শিক্ষার্থী পড়ার কাজে অংশ নিতে পারে। তবে সময় বিবেচনায় সকল শিক্ষার্থীকে সরব পাঠে অংশগ্রহণ করানো সম্ভব না হলে, যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি তাদেরক পরবর্তী পাঠে সুযোগ দেবেন এবং তা জানিয়ে রাখবেন। পাঠ শুরুর আগে শিক্ষক নিচের নির্দেশগুলো উল্লেখ করবেন:

- ‘সুখী মানুষ’ নাটকটি ৫ মিনিটের মধ্যে যতটা পড়া যায়, পড়ো।
- এরপর ক্লাসের সকল শিক্ষার্থী নিজেদের জায়গায় থেকে ‘সুখী মানুষ’ নাটকটির চরিত্র অনুযায়ী ৩-৪টি লাইন করে ক্রমান্বয়ে পড়বে। তোমার পাশের বন্ধুটি যে লাইনে এসে পাঠ শেষ করবে তুমি তার পরের লাইন থেকে শুরু করে আরো ৩-৪ লাইন পড়বে।
- জোরে পড়ার চেষ্টা করবে যেন ক্লাসের সবাই তোমার কথা শুনতে পায়।
- এক্ষেত্রে শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হচ্ছে কি না, তা একজন পড়ার সময়ে অন্যরা খেয়াল করবে। কোনো মতামত থাকলে তা জানাবে।
- কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তাও জানাবে।

সরব পাঠের সময়ে শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণের দিকে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন, কোনো উচ্চারণ সঠিক না হলে পুনরায় বলতে বলবেন এবং প্রয়োজন হলে সঠিক উচ্চারণটি বলে দেবেন। শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখবেন যে পাঠের কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে সেগুলো চিহ্নিত করে রাখতে। লেখাটিতে যেসব নতুন শব্দ তারা খুঁজে পাবে সেগুলো পাঠ্যবইয়ের 'শব্দের অর্থ' অংশ থেকে পড়তে বলবেন। 'শব্দের অর্থ' অংশে প্রদত্ত শব্দের অর্থের বাইরে আরও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা আছে কি না জানতে চাইবেন এবং সেগুলোর অর্থ বুঝতে তাদের সাহায্য করবেন।

পড়া শেষ হলে অনুশীলনী ছক 'শব্দের উচ্চারণ' থেকে নাটকের কিছু শব্দ শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণ করতে বলবেন এবং শব্দগুলোর যথাযথ উচ্চারণ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনার সুযোগ করে দেবেন এবং প্রয়োজনে দিকনির্দেশনা দেবেন।

সেশন: ৯-১০

- **উপস্থিত বক্তৃতায় প্রমিত ভাষার চর্চা এবং প্রমিত বাংলা চর্চার সুযোগ অনুসন্ধান**

এরপর একক কাজ হিসেবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তাদের পছন্দমতো যে কোনো একটি বিষয়ের উপর অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করে প্রমিত উচ্চারণে উপস্থাপন করার নির্দেশ দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- যে কোনো বিষয়ে সর্বোচ্চ ১০০ শব্দের একটি অনুচ্ছেদ প্রস্তুত কর। এটি যে কোনো বিষয়ের উপর হতে পারে। যেমন: প্রিয় খেলা, সাম্প্রতিক কালের কোনো অভিজ্ঞতা, বেড়ানো, পছন্দের মানুষ, পছন্দের বই, প্রিয় গেমস, প্রিয় নাটক/সিনেমা ইত্যাদি। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।
- অনুচ্ছেদ প্রস্তুতের কাজ শেষে সবাই ছোটো দলে বিভক্ত হবে। দলে একজন একজন করে নিজেদের প্রস্তুত করা অনুচ্ছেদটি অন্যদের পড়ে শোনাবে। দলের সদস্যরা সহপাঠীর পাঠ শুনবে ও সহপাঠীর উচ্চারণ প্রমিত হয়েছে কি না সে ব্যাপারে মতামত দেবে। এ কাজের জন্য সময় ১০ মিনিট।
- কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন থাকলে আমাকে জানাবে।

শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত নির্দেশনা ও ধারণা দিয়ে সাহায্য করবেন। দলে উপস্থাপনার উপর অন্য সহাপাঠীদের মতামত প্রদান করার ব্যাপারে উৎসাহ দেবেন।

এরপর শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে একটি করে তালিকা করতে বলবেন, যেখানে উল্লেখ করবে বিদ্যালয়ে বা বিদ্যালয়ের বাইরে কোথায় এবং কাদের সঙ্গে তারা প্রমিত বাংলায় কথা বলার চেষ্টা কর। শিক্ষার্থীদের কাজের সুবিধার্থে শিক্ষক কিছু নমুনা প্রশ্ন করতে পারেন।

নমুনা প্রশ্ন:

- বিদ্যালয়ে কীভাবে তোমরা প্রমিত বাংলায় কথা বলার অনুশীলন করতে পারো?
- ঘরে বা ঘরের বাইরে আর কোথায় তোমরা প্রমিত বাংলায় কথা বলার অনুশীলন করতে পারো?
- প্রমিত বাংলায় কথা বলতে কী কোনো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হও? চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কী করতে পারো?

শিক্ষার্থীরা যে-উপায়ে তালিকাটি প্রস্তুত করতে পারে তার একটি নমুনা নিচে দেওয়া হলো:

প্রমিত বাংলায় কথোপকথনের সুযোগ (নমুনা তালিকা)

কোথায়?	কার সাথে?
বিদ্যালয়	সহপাঠী, শিক্ষক, উপরের বা নিচের ক্লাসের শিক্ষার্থী
বাড়িতে	বাবা-মা, ভাই-বোন, চাচা-চাচি, দাদা-দাদি ইত্যাদি
খেলার মাঠ	পাড়া-প্রতিবেশী, এলাকার মানুষজন, বন্ধু, খেলার সঙ্গী
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	এলাকার মানুষজন, ইমাম, মুয়াজ্জিন, পুরোহিত, আত্মীয়-স্বজন
পারিবারিক অনুষ্ঠান	আত্মীয়-স্বজন
বিয়ে/জন্মদিন বা যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান	আত্মীয়-স্বজন, এলাকার মানুষজন, বন্ধু

প্রমিত বাংলায় কথা বলার চর্চা উৎসাহিত করার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাংলা ক্লাসের বিভিন্ন কাজে প্রমিত ভাষায় কথা বলার বিষয়টি উৎসাহিত করবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

১ম পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ৩: শব্দের শ্রেণি

এ শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা বাক্যের মধ্যকার বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ শনাক্ত করতে পারে, পদের ধারণার ভিত্তিতে শব্দের ব্যবহারে পার্থক্য বুঝতে পারে, এবং বাক্য তৈরির সময়ে বিভিন্ন ধরনের শব্দ ব্যবহার করতে পারে।

কৌশল : প্রশ্নোত্তর, একক কাজ, দলীয় কাজ, উপস্থাপনা, কথোপকথন ।

সেশন সংখ্যা : ১৬

উপকরণ : পাঠ্যবইয়ের তৃতীয় অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ ('শব্দের শ্রেণি'); সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

- প্রদত্ত অনুচ্ছেদ ও পাঠ্যবইয়ের অংশবিশেষ হতে ৮ ধরনের শব্দ (বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ, অনুসর্গ, যোজক, আবেগ) শনাক্ত করা
- নিজে থেকে অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করে ৮ ধরনের শব্দের প্রয়োগ করা

শব্দের ৮টি শ্রেণি নিয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য ৮টি নমুনার ভিত্তিতে কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। কাজগুলো একই ধরনের তাই শিক্ষার্থীরা যেন একঘেয়ে না হয়ে ওঠে তাই একটানা না করিয়ে মাঝে মাঝে অন্য অধ্যায়/ পরিচ্ছদের কার্যক্রম পরিচালনার পরামর্শ দেওয়া হলো।

নমুনা ১: বিশেষ্য শব্দ

সেশন: ১-২

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধাজনক সংখ্যক সদস্যের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং পাঠ্যবইয়ের নমুনা ১ থেকে নামবাচক শব্দগুলো আলোচনার মাধ্যমে শনাক্ত করতে নির্দেশ দেবেন। এ কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে যে কোনো একটি দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে এবং উপস্থাপনা চলাকালে অন্য দলগুলো তাদের মতামত প্রদান করতে পারবে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা ও আলোচনা শেষে শিক্ষক পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত 'বিশেষ্য' অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিশেষ্য শব্দের ধারণা দেবেন এবং নমুনা ১ এ বিশেষ্য শব্দগুলো উল্লেখ করে দেবেন।

এরপর শিক্ষক পুনরায় শিক্ষার্থীদের ছোটো দলে কাজের মাধ্যমে একটি বিচ্ছিন্ন কাগজে 'চিঠি বিলি' ছড়া এবং 'সুখী মানুষ' নাটক প্রতিটি থেকে বিশেষ্য শব্দ শনাক্ত করার কাজ দেবেন। এ কাজের জন্য তিনি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করবেন। এ জন্য শিক্ষক বলতে পারেন যে, দেখা যাক কোন দলটি এ সময়ের মধ্যে নির্ভুলভাবে সর্বাধিক বিশেষ্য শব্দগুলো শনাক্ত করতে পারে? নির্দিষ্ট সময় শেষে একে একে সকল দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনা চলাকালেই অন্যদলগুলো তাদের মতামত প্রদান করতে পারবে। যে দল নির্ভুলভাবে বেশি সংখ্যক বিশেষ্য শব্দ শনাক্ত করতে পারবে তাদেরকে আলাদাভাবে উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা ও আলোচনা শেষে শিক্ষক সঠিক বিশেষ্য শব্দগুলো উল্লেখ করে দেবেন।

নমুনা ১: উত্তর (বিশেষ্য শব্দ)

হাবিব সোমবার সকালে ঢাকায় এসে পৌঁছাল। সে রবিবার রাতের ট্রেনে তার বড়ো বোনের সাথে রাজশাহী থেকে রওনা দিয়েছিল। এই প্রথম সে ঢাকায় এসেছে। কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে বোনের বাসায় যাওয়ার পথে ফ্লাইওভার দেখে হাবিব অবাক হয়ে গেল। এটাকে তার মনে হলো দোতলা রাস্তা। বোনের বাসার কাছে রাস্তার পাশে একটি ফুলের দোকান। সেখানে রজনীগন্ধা, গোলাপ, গাঁদা-সহ নানা রকম ফুল থরে থরে সাজানো রয়েছে। তার ঠিক পাশেই একটা ফলের দোকান। সেখান থেকে বড়ো বোন কিছু পেয়ারা কিনল। ঘরে ঢোকার পর পরিবারের সবার সাথে কুশল বিনিময় হলো। টেবিলে নাশতা দেওয়া ছিল। হাতমুখ ধুয়ে সে নাশতা করতে বসল। সেদিন ছিল বাংলাদেশ দলের ক্রিকেট খেলা। তাই খাওয়া শেষ করেই টেলিভিশনের সামনে গিয়ে বসল। ভ্রমণের কারণে হাবিবের কিছুটা ক্লান্তি ছিল, তবে সব মিলিয়ে তার খুব আনন্দ হচ্ছিল।

পরবর্তী দিনের কাজ হিসেবে শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করতে বলা হবে, সেখানে বিশেষ্য শব্দগুলোর নিচে দাগ দিয়ে শনাক্ত করে রাখবে। এ কাজটি তারা ক্লাসে বসে করবে বা বাড়িতে বসে তৈরি করে আনতে পারবে। এরপর ক্লাসে শিক্ষার্থীরা ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে নিজেরাই মূল্যায়ন করবে বিশেষ্য শব্দগুলো তারা সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পেরেছে কিনা। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন, কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন।

শব্দ শনাক্ত করার কাজ অনুশীলন করার জন্য 'চিঠি বিলি' ছড়া এবং 'সুখী মানুষ' নাটক ছাড়াও পাঠ্যবইয়ের অন্য যে কোনো ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ব্যবহার করা যাবে।

নমুনা ২: সর্বনাম শব্দ

সেশন: ৩-৪

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং পাঠ্যবইয়ের নমুনা ২ থেকে বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে এমন শব্দগুলো আলোচনার মাধ্যমে শনাক্ত করতে নির্দেশ দেবেন। এ কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে যে কোনো একটি দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে এবং উপস্থাপনা চলাকালে অন্য দলগুলো তাদের মতামত প্রদান করতে পারবে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা ও আলোচনা শেষে শিক্ষক পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত 'সর্বনাম' অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সর্বনাম শব্দের ধারণা দেবেন এবং নমুনা ২-এ সর্বনাম শব্দগুলো উল্লেখ করে দেবেন।

এরপর শিক্ষক পুনরায় শিক্ষার্থীদের ছোটো ছোটো দলে ভাগ করে 'চিঠি বিলি' ছড়া এবং 'সুখী মানুষ' নাটক থেকে সর্বনাম শব্দ শনাক্ত করার কাজ দেবেন। এ কাজের জন্য তিনি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করবেন। এ জন্য শিক্ষক বলতে পারেন যে, দেখা যাক কোন দলটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ভুলভাবে সর্বাধিক সর্বনাম শব্দগুলো শনাক্ত করতে পারে। নির্দিষ্ট সময় শেষে একে একে সকল দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। উপস্থাপন চলাকালেই অন্য দলগুলো তাদের মতামত প্রদান করতে পারবে। যে দল নির্ভুলভাবে বেশি সংখ্যক সর্বনাম শব্দ শনাক্ত করতে পারবে তাদেরকে আলাদাভাবে উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা ও আলোচনা শেষে শিক্ষক সঠিক সর্বনাম শব্দগুলো নির্দিষ্ট করে দেখাবেন।

নমুনা ২: উত্তর (সর্বনাম শব্দ)

পারুল ফোন করে জানাল, তার প্রিয় একটা বই হারিয়ে গেছে। সেটি টেবিলের উপরে রাখা ছিল। শাহেদ সেখান থেকে বইটা নিয়েছে বলে তার সন্দেহ হয়। তবে ঠিক কে নিয়েছে, পারুল সে ব্যাপারেনিশ্চিত নয়। সন্দেহের তালিকায় মিনু আর চিনুর নামও আছে। পারুলের ধারণা, ওরাও বইটা নিতে পারে।

সব শুনে আমি বললাম, কোনো ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে কাউকে দোষ দেওয়া ঠিক নয়। যে নিয়েছে, সে হয়তো পড়ার জন্যই নিয়েছে। কয়েক দিন অপেক্ষা করে দেখো, বইটা পাওয়া যায় কি না!

কিছু দিন পরে পারুল নিজেই জানাল, বইটা পাওয়া গেছে। পারুলের বাবা বইটা বুকশেলফে তুলে রেখেছিলেন। তিনি বুঝতেও পারেননি, এক বই নিয়ে এত ঘটনা ঘটে যাবে। আর পারুলও না বুঝে অন্যদের দোষ দিচ্ছিল!

পরবর্তী দিনের কাজ হিসেবে শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করতে বলা হবে যেখানে তারা সর্বনাম শব্দগুলোর নিচে দাগ দেবে। কাজটি তারা ক্লাসে বসে করবে বা বাড়ি থেকে প্রাথমিক খসড়া করে নিয়ে আসতে পারবে। এরপর ক্লাসে শিক্ষার্থীরা ছোটো ছোটো দলে একে অপরের সাথে আলোচনা করবে এবং নিজেরাই মূল্যায়ন করবে সর্বনাম শব্দগুলো সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পেরেছে কিনা। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন।

শব্দ শনাক্ত করার কাজ অনুশীলন করার জন্য ‘চিঠি বিলি’ ছড়া এবং ‘সুখী মানুষ’ নাটক ছাড়াও পাঠ্যবইয়ের অন্য যে কোনো ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ব্যবহার করা যাবে।

নমুনা ৩: বিশেষণ শব্দ

সেশন: ৫-৬

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং পাঠ্যবইয়ের নমুনা ৩ থেকে যেসব শব্দ বিশেষ্য ও সর্বনামের গুণ, দোষ, সংখ্যা, পরিমাণ, অবস্থা ইত্যাদি বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে এমন শব্দগুলো আলোচনার মাধ্যমে শনাক্ত করতে নির্দেশ দেবেন। এ কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে যে কোনো একটি দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে এবং উপস্থাপনা চলাকালেই অন্য দলগুলো তাদের মতামত প্রদান করতে পারবে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা ও আলোচনা শেষে শিক্ষক পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ‘বিশেষণ’ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিশেষণ শব্দের ধারণা দেবেন এবং নমুনা ৩-এ বিশেষণ শব্দগুলো উল্লেখ করে দেবেন।

নমুনা ৩: উত্তর (বিশেষণ শব্দ)

নীল-সাদা স্কুলজামা পরে কয়েকটি মেয়ে স্কুল থেকে ফিরছিল। মেঠো পথের দুপাশে সবুজ ধানখেত। হঠাৎ সামনের মেয়েটি থমকে দাঁড়াল। বলল, ‘দ্যাখ দ্যাখ, কী সুন্দর একটা পাখি উড়ে যাচ্ছে!’

পাশের মেয়েটি উপরে তাকিয়ে কোনো পাখি দেখতে পেল না। নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে সে শুধু সাদা মেঘ ভেসে যেতে দেখল। অন্যরাও সেই পাখিটা খুঁজতে লাগল। কিন্তু ততক্ষণে উড়ন্ত পাখিটা চোখের আড়াল হয়ে গেছে।

ধানখেত পার হতেই একটা বড়ো পুকুর। সেখানকার পানি টলটলে। পুকুরের ধারে একটা বড়ো আমগাছ। সেই আমগাছের দিকে তাকিয়ে একটি মেয়ে বলল, ‘আমার মনে হচ্ছে, এবার অনেক আম ধরবে!’ সবাই তাকিয়ে দেখল, আমগাছে প্রচুর মুকুল এসেছে। সাদা মুকুলে আমগাছের সবুজ পাতা ঢাকা পড়েছে।

গাছের নিচে একজন বয়স্ক লোক পুরানো চেয়ারে বসে ছিলেন। তাঁর বয়স কম-বেশি সত্তর বছর। তিনি ওদের কথা শুনে বললেন, ‘ও ঠিকই বলেছে। যে বছর ধান ভালো হয়, সে বছর আমের ফলনও ভালো হয়।’

এরপর শিক্ষক পুনরায় শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোটো দলে ভাগ করে পৃথকভাবে বিচ্ছিন্ন কাগজে ‘চিঠি বিলি’ ছড়া এবং ‘সুখী মানুষ’ নাটক প্রতিটি থেকে বিশেষণ শব্দ শনাক্ত করার কাজ দেবেন। এ কাজের জন্য তিনি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করবেন। এজন্য শিক্ষক বলতে পারেন যে, দেখা যাক কোন দলটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ভুলভাবে সর্বাধিক বিশেষণ শব্দগুলো শনাক্ত করতে পারে। নির্দিষ্ট সময় শেষে একে একে সকল দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। উপস্থাপন চলাকালেই অন্য দলগুলো তাদের মতামত প্রদান করতে পারবে। যে দল নির্ভুলভাবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বিশেষণ শব্দ শনাক্ত করতে পারবে তাদেরকে আলাদাভাবে উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা ও আলোচনা শেষে শিক্ষক সঠিক বিশেষণ শব্দগুলো নির্দিষ্ট করে দেবেন।

পরবর্তী দিনের কাজ হিসেবে শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করবে যেখানে বিশেষণ শব্দগুলোর নিচে দাগ দিতে হবে। কাজটি তারা ক্লাসে বসে করবে বা বাড়ি থেকে করে নিয়ে আসতে পারবে। এরপর ক্লাসে শিক্ষার্থীরা ছোটো দলে একে অপরের সাথে নিজেদের কাজ নিয়ে আলোচনা করবে এবং নিজেরাই মূল্যায়ন করবে বিশেষণ শব্দগুলো তারা সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পেরেছে কিনা। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন, কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন।

শব্দ শনাক্ত করার কাজ অনুশীলন করার জন্য ‘চিঠি বিলি’ ছড়া এবং ‘সুখী মানুষ’ নাটক ছাড়াও পাঠ্যবইয়ের অন্য যে কোনো ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ব্যবহার করা যাবে।

নমুনা ৪: ক্রিয়া শব্দ

সেশন: ৭-৮

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং পাঠ্যবইয়ের নমুনা ৪ হতে কাজ করা বোঝায় এমন শব্দগুলো আলোচনার মাধ্যমে শনাক্ত করতে নির্দেশ দেবেন। এ কাজের জন্য তিনি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে যে কোনো একটি দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে এবং উপস্থাপনা চলাকালেই অন্যদলগুলো তাদের মতামত প্রদান করতে পারবে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা ও আলোচনা শেষে শিক্ষক পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ‘ক্রিয়া’ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ক্রিয়া শব্দের ধারণা দেবেন এবং নমুনা ৪-এ ক্রিয়া শব্দগুলো উল্লেখ করে দেবেন।

নমুনা ৪: উত্তর (ক্রিয়া শব্দ)

সবাই যখন খেলে, রিনার ভাই রাজীব তখন পড়তে বসে। আবার সবাই যখন পড়তে বসে, রাজীব তখন ঘুমায়। আর সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, রাজীব তখন খেলে। আজকাল কী যে করছে ছেলেটা! বয়স সবে চার বছর পূর্ণ হলো। সবকিছুতেই তার এলোমেলো আচরণ। বাবা একদিন কথায় কথায় মাকে বললেন, ‘আচ্ছা, ছেলেটার সব কাজ এমন এলোমেলো হচ্ছে কেন?’ মা হেসে বললেন, ‘কোথায়! সব কাজ তো এলোমেলো হচ্ছে না। এই যেমন, আমি খাইয়ে দিলে রাজীব সময়মতো খায়।’ মার কথা শুনে বাবা হাসলেন। বললেন, ‘আরেকটু বড়ো হলে কী করবে, সেটাই দেখার বিষয়।’ মা বললেন, ‘বড়ো হলে সব বুঝতে শিখবে। তখন সময়মতো পড়বে, ঘুমাবে, আর খেলবে।’

এরপর শিক্ষক পুনরায় শিক্ষার্থীদের ছোটো দলে ভাগ করে ‘চিঠি বিলি’ ছড়া এবং ‘সুখী মানুষ’ নাটক হতে ক্রিয়া শব্দ শনাক্ত করার কাজ দেবেন। এ কাজের জন্য তিনি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করবেন।

এজন্য শিক্ষক বলতে পারেন যে, দেখা যাক কোন দলটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ভুলভাবে সর্বাধিক ক্রিয়া শব্দগুলো শনাক্ত করতে পারে। নির্দিষ্ট সময় শেষে একে একে সকল দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনা চলাকালে অন্য দলগুলো তাদের মতামত প্রদান করতে পারবে। যে দল নির্ভুলভাবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ক্রিয়াশব্দ শনাক্ত করতে পারবে তাদের আলাদাভাবে উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা ও আলোচনা শেষে শিক্ষক সঠিক ক্রিয়া শব্দগুলো উল্লেখ করে দেবেন।

পরবর্তী দিনের কাজ হিসেবে শিক্ষার্থীরা যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করবে যেখানে ক্রিয়া শব্দগুলোর নিচে দাগ দিতে হবে। কাজটি তারা ক্লাসে বসে করতে পারে বা বাড়িতে থেকেও করে নিয়ে আসতে পারবে। এরপর ক্লাসে শিক্ষার্থীরা ছোটো দলে একে অপরের সাথে নিজেদের কাজ নিয়ে আলোচনা করবে এবং নিজেরাই মূল্যায়ন করবে তারা ক্রিয়া শব্দগুলো সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পেরেছে কিনা। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন।

শব্দ শনাক্ত করার কাজ অনুশীলন করার জন্য ‘চিঠি বিলি’ ছড়া এবং ‘সুখী মানুষ’ নাটক ছাড়াও পাঠ্যবইয়ের অন্য যে কোনো ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ব্যবহার করা যাবে।

নমুনা ৫: ক্রিয়াবিশেষণ শব্দ

সেশন: ৯-১০

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোটোদলে বিভক্ত করবেন এবং পাঠ্যবইয়ের নমুনা ৫ থেকে ক্রিয়ার গতি, সময় বোঝায় এমন শব্দগুলো আলোচনার মাধ্যমে শনাক্ত করতে নির্দেশ দেবেন। এ কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে যে কোনো একটি দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে এবং উপস্থাপনা চলাকালেই অন্য দলগুলো তাদের মতামত প্রদান করতে পারবে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা ও আলোচনা শেষে শিক্ষক পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ‘ক্রিয়াবিশেষণ’ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ক্রিয়াবিশেষণ শব্দের ধারণা দেবেন এবং নমুনা ৫ এ ক্রিয়াবিশেষণ শব্দগুলো উল্লেখ করে দেবেন।

নমুনা ৫: উত্তর (ক্রিয়াবিশেষণ শব্দ)

তুমি <u>জোরে</u> দৌড়াও, আমি <u>ধীরে</u> হাঁটি।

তুমি <u>সামনে</u> যাও, আমি <u>পিছনে</u> থাকি।

তুমি থামবে <u>না,</u> আমিও দাঁড়াব <u>না</u>।

তুমি <u>ঠিকঠাক</u> যাও, আমি <u>চুপচাপ</u> দেখি।

তোমাকে <u>কানে কানে</u> বলি, আমি <u>ভয়ে ভয়ে</u> আছি।

এরপর শিক্ষক পুনরায় শিক্ষার্থীদের ছোটো দলে ভাগ করে ‘চিঠি বিলি’ ছড়া এবং ‘সুখী মানুষ’ নাটক থেকে ক্রিয়াবিশেষণ শব্দ শনাক্ত করার কাজ দেবেন। এ কাজের জন্য তিনি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করবেন। এ জন্য শিক্ষক বলতে পারেন যে, দেখা যাক কোন দলটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ভুলভাবে সর্বাধিক ক্রিয়াবিশেষণ শব্দগুলো শনাক্ত করতে পারে। নির্দিষ্ট সময় শেষে একে একে সকল দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে।

উপস্থাপনা চলাকালে অন্য দলগুলো তাদের মতামত প্রদান করতে পারবে। যে দল নির্ভুলভাবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ক্রিয়াবিশেষণ শব্দ শনাক্ত করতে পারবে তাদের আলাদাভাবে উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা ও আলোচনা শেষে শিক্ষক সঠিক ক্রিয়াবিশেষণ শব্দগুলো নির্দিষ্ট করে দেবেন।

কাজটি তারা ক্লাসে বসে করতে পারে বা বাড়ি থেকেও করে নিয়ে আসতে পারবে

পরবর্তী দিনের কাজ হিসেবে শিক্ষার্থীরা প্রত্যেককে যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করবে, যেখানে ক্রিয়াবিশেষণ শব্দগুলোর নিচে দাগ দেবে। কাজটি তারা ক্লাসে বসে করতে পারে বা বাড়ি থেকেও করে নিয়ে আসতে পারবে। এরপর ক্লাসে শিক্ষার্থীরা ছোটো দলে একে অপরের সাথে নিজেদের কাজ নিয়ে আলোচনা করবে এবং নিজেরাই মূল্যায়ন করবে ক্রিয়াবিশেষণ শব্দগুলো সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পেরেছে কিনা। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন।

শব্দ শনাক্ত করার কাজ অনুশীলন করার জন্য ‘চিঠি বিলি’ ছড়া এবং ‘সুখী মানুষ’ নাটক ছাড়াও পাঠ্যবইয়ের অন্য যে কোনো ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ব্যবহার করা যাবে।

নমুনা ৬: অনুসর্গ শব্দ

সেশন: ১১-১২

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং পাঠ্যবইয়ের নমুনা ৬ থেকে যেসব শব্দ অন্য শব্দের পরে বসে শব্দটিকে বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে এমন শব্দগুলো আলোচনার মাধ্যমে শনাক্ত করতে নির্দেশ দেবেন। এ কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন। নির্ধারিত সময় শেষে যে কোনো একটি দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে এবং উপস্থাপনা চলাকালেই অন্য দলগুলো তাদের মতামত প্রদান করতে পারবে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা ও আলোচনা শেষে শিক্ষক পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ‘অনুসর্গ’ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অনুসর্গ শব্দের ধারণা দেবেন এবং নমুনা ৬ এ অনুসর্গ শব্দগুলো উল্লেখ করে দেবেন।

নমুনা ৬: উত্তর (অনুসর্গ শব্দ)

তিশার দাদির কাছে একটা পুরাতন সিন্দুক আছে। সেই সিন্দুক সবসময়ে তালা দিয়ে আটকানো থাকে। সিন্দুকের চাবি গেছে হারিয়ে; তাই বহুদিন ধরে ওটা খোলা হয় না। তিশা ওর দাদিকে গিয়ে বলল, ‘দাদি, এই সিন্দুকের ভেতরে কী আছে?’

দাদি অবাক চোখে তিশার দিকে তাকালেন। তারপর তিশাকে পাশে বসালেন। বললেন, ‘এর মধ্যে আমার শাশুড়ির, আমার, আর তোমার মার অনেক গয়না আছে। চাবি দিয়ে তালা খোলার পর সব দেখতে পাবে।’ এই বলে তিনি বাজার থেকে চাবি বানানোর লোক আনালেন। তিশার জন্য সিন্দুক খোলা হলো।

এরপর শিক্ষক পুনরায় শিক্ষার্থীদের ছোটো দলে ভাগ করে ‘চিঠি বিলি’ ছড়া এবং ‘সুখী মানুষ’ নাটক থেকে অনুসর্গ শব্দ শনাক্ত করার কাজ দেবেন। এ কাজের জন্য তিনি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করবেন। এজন্য শিক্ষক বলতে পারেন যে, দেখা যাক কোন দলটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ভুলভাবে সর্বাধিক অনুসর্গ শব্দগুলো শনাক্ত করতে পারে। নির্দিষ্ট সময় শেষে একে একে সকল দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনা চলাকালে অন্য দলগুলো তাদের মতামত প্রদান করতে পারবে। যে দল নির্ভুলভাবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অনুসর্গ শব্দ শনাক্ত করতে পারবে তাদেরকে আলাদাভাবে উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা ও আলোচনা শেষে শিক্ষক সঠিক অনুসর্গ শব্দগুলো নির্দিষ্ট করে দেবেন।

পরবর্তী দিনের কাজ হিসেবে শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করবে যেখানে অনুসর্গ শব্দগুলোর নিচে দাগ দিতে হবে। কাজটি তারা ক্লাসে বসে করতে পারে বা বাড়ি থেকেও করে নিয়ে আসতে পারবে। এরপর ক্লাসে শিক্ষার্থীরা ছোটো ছোটো দলে একে অপরের সাথে নিজেদের কাজ নিয়ে আলোচনা করবে এবং নিজেরাই মূল্যায়ন করবে অনুসর্গ শব্দগুলো সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পেরেছে কিনা। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন।

শব্দ শনাক্ত করার কাজ অনুশীলন করার জন্য 'চিঠি বিলি' ছড়া এবং 'সুখী মানুষ' নাটক ছাড়াও পাঠ্যবইয়ের অন্য যে কোনো ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ব্যবহার করা যাবে।

নমুনা ৭: যোজক শব্দ

সেশন ১৩-১৪

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং পাঠ্যবইয়ের নমুনা ৭ থেকে যেসব শব্দ অন্য শব্দের পরে বসে শব্দটিকে বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে এমন শব্দগুলো আলোচনার মাধ্যমে শনাক্ত করতে নির্দেশ দেবেন। এ কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন। নির্ধারিত সময় শেষে যে কোনো একটি দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে এবং উপস্থাপনা চলাকালে অন্য দলগুলো তাদের মতামত প্রদান করতে পারবে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা ও আলোচনা শেষে শিক্ষক পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত 'যোজক' অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যোজক শব্দের ধারণা দেবেন এবং নমুনা ৭ এ যোজক শব্দগুলো উল্লেখ করে দেবেন।

নমুনা ৭: উত্তর (যোজক শব্দ)

পলাশের নানা ও নানি একইদিনে মারা যান। নানার কঠিন অসুখ হয়েছিল এবং ওই অসুখে তিনি কয়েক বছর ভুগেছিলেন। নানা মারা যাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর পলাশের নানির হার্টঅ্যাটাক হয়। তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল; কিন্তু বাঁচানো যায়নি। সেদিন থেকে বেশ কয়েকদিন পলাশের মন খুব খারাপ ছিল; তাই তখন সে কারও সাথে কথা বলত না। পলাশ একসময়ে বুঝতে পারে, মানুষের বার্ধক্য আর মৃত্যুকে ঠেকানো যায় না। তবু প্রতিটি মৃত্যু মানুষকে কষ্ট দেয়। পলাশদের বাড়িতে যখন নানা বা নানি বেড়াতে আসতেন, তখন পলাশের খুব ভালো লাগত। কারণ, তাঁরা পলাশকে খুব আদর করতেন। তাছাড়া তাঁরা পলাশের সঙ্গে অনেক মজার মজার গল্পও করতেন।

এরপর শিক্ষক পুনরায় শিক্ষার্থীদের ছোটো ছোটো দলে ভাগ করে 'চিঠি বিলি' ছড়া এবং 'সুখী মানুষ' নাটক থেকে যোজক শব্দ শনাক্ত করার কাজ দেবেন। এ কাজের জন্য তিনি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করবেন। এ জন্য শিক্ষক বলতে পারেন যে, দেখা যাক কোন দলটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ভুলভাবে সর্বাধিক যোজক শব্দগুলো শনাক্ত করতে পারে। নির্দিষ্ট সময় শেষে একে একে সকল দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনা চলাকালেই অন্য দলগুলো তাদের মতামত প্রদান করতে পারবে। যে দল নির্ভুলভাবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক যোজক শব্দ শনাক্ত করতে পারবে তাদেরকে আলাদাভাবে উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা ও আলোচনা শেষে শিক্ষক সঠিক যোজক শব্দগুলো নির্দিষ্ট করে দেবেন। পরবর্তী দিনের কাজ হিসেবে শিক্ষার্থীরা যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করবে, যেখানে যোজক শব্দগুলোর নিচে দাগ দিয়ে শনাক্ত করে রাখতে বলবেন। এ কাজটি তারা ক্লাসে বসে করতে পারে বা বাড়ি থেকেও করে নিয়ে আসতে পারবে। এরপর ক্লাসে শিক্ষার্থীরা ছোটো দলে একে অপরের সাথে নিজেদের কাজ নিয়ে আলোচনা করবে এবং নিজেরাই মূল্যায়ন করবে যোজক শব্দগুলো সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পেরেছে কিনা।

শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন।

শব্দ শনাক্ত করার কাজ অনুশীলন করার জন্য 'চিঠি বিলি' ছড়া এবং 'সুখী মানুষ' নাটক ছাড়াও পাঠ্যবইয়ের অন্য যে কোনো ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ব্যবহার করা যাবে।

নমুনা ৮: আবেগ শব্দ

সেশন: ১৫-১৬

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং পাঠ্যবইয়ের নমুনা ৮ থেকে যেসব শব্দ মনের নানা ভাব বা আবেগকে প্রকাশ করে সেগুলো আলোচনার মাধ্যমে শনাক্ত করতে নির্দেশ দেবেন। এ কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে যে কোনো একটি দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে এবং উপস্থাপনা চলাকালেই অন্য দলগুলো তাদের মতামত প্রদান করতে পারবে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা ও আলোচনা শেষে শিক্ষক পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত 'আবেগ শব্দ' অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আবেগ শব্দের ধারণা দেবেন এবং নমুনা ৮ এ আবেগ শব্দগুলো উল্লেখ করে দেবেন।

নমুনা ৮: উত্তর (আবেগ শব্দ)

শেষ বলে ছয় মেরে বাংলাদেশ জিতে গেল। আমি বললাম, 'আহ্! কী চমৎকার খেলাই না দেখলাম!'

ছোটো বোন চিৎকার দিয়ে উঠল, 'দারুণ! আমরা জিতে গেছি।' ওর চোখে-মুখে খুশির ঝিলিক।

মা বললেন, 'বাহ্, এমন খেলা বহুদিন দেখিনি। ছেলেরা ভালোই খেলেছে।'

বাবা বললেন, 'শাবাশ! এই না হলে বাঘের বাচ্চা!'

'আহা! যারা হেরে গেলো, ওদের মনে অনেক কষ্ট। তাই না?' ছোটো বোন একটা ফোড়ন কাটল।

বাবা হাসলেন। বললেন, 'দুর! এতে কষ্টের কী আছে? এটা তো একটা খেলা। খেলায় হারজিত থাকতেই পারে।'

মা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললেন, 'আরে! এর মধ্যেই দেখি বিজয় মিছিল শুরু হয়ে গেছে।'

বোন সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'বাপরে বাপ! কত বড়ো মিছিল!'

এরপর শিক্ষক পুনরায় শিক্ষার্থীদের ছোটো ছোটো দলে ভাগ করে 'চিঠি বিলি' ছড়া এবং 'সুখী মানুষ' নাটক থেকে আবেগ শব্দ শনাক্ত করার কাজ দেবেন। এ কাজের জন্য তিনি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করবেন। এ জন্য শিক্ষক বলতে পারেন যে, দেখা যাক কোন দলটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ভুলভাবে সর্বাধিক আবেগ শব্দগুলো শনাক্ত করতে পারে। নির্দিষ্ট সময় শেষে একে একে সকল দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনা চলাকালে অন্য দলগুলো তাদের মতামত প্রদান করতে পারবে। যে দল নির্ভুলভাবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক আবেগ শব্দ শনাক্ত করতে পারবে তাদেরকে আলাদাভাবে উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা ও আলোচনা শেষে শিক্ষক সঠিক আবেগবাচক শব্দগুলো নির্দিষ্ট করে দেবেন।

পরবর্তী দিনের কাজ হিসেবে শিক্ষার্থীরা যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করবে, যেখানে আবেগ শব্দগুলোর নিচে দাগ দেবে। কাজটি তারা ক্লাসে বসে করতে পারে বা বাড়ি থেকেও করে নিয়ে আসতে পারবে। এরপর ক্লাসে শিক্ষার্থীরা ছোটো দলে একে অপরের সাথে নিজেদের কাজ নিয়ে আলোচনা করবে এবং নিজেরাই মূল্যায়ন করবে আবেগ শব্দগুলো সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পেরেছে কিনা। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন।

শব্দ শনাক্ত করার কাজ অনুশীলন করার জন্য 'চিঠি বিলি' ছড়া এবং 'সুখী মানুষ' নাটক ছাড়াও পাঠ্যবইয়ের অন্য যে কোনো ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ব্যবহার করা যাবে।

২য় পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ৪: শব্দের অর্থ

এ শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা একই শব্দের ভিন্নার্থ, প্রতিশব্দ, বিপরীত শব্দ সম্পর্কে ধারণা পায় এবং বাক্যে এগুলোর প্রয়োগ করতে পারে।

কৌশল : প্রশ্নোত্তর, একক কাজ, দলীয় কাজ, উপস্থাপনা, কথোপকথন ।

সেশন সংখ্যা : ৬

উপকরণ : পাঠ্যবইয়ের তৃতীয় অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ (শব্দের অর্থ); সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

অর্থ ও অর্থান্তর

- ‘পাকাপাকি’ ছড়া নীরবে পাঠ ও সরবে আবৃত্তি
- ‘পাকাপাকি’ ছড়ায় ‘পাকা’ শব্দটির ভিন্নার্থে প্রয়োগ শনাক্ত করা
- শব্দের মুখ্য অর্থ ও গৌণ অর্থ নিয়ে আলোচনা এবং বাক্যে একই শব্দের ভিন্নার্থক প্রয়োগ করা

প্রতিশব্দ

- প্রদত্ত ছক হতে প্রতিশব্দ আলাদা করা
- প্রতিশব্দের তালিকা নিয়ে আলোচনা এবং অনুচ্ছেদে প্রতিশব্দের প্রয়োগ

বিপরীত শব্দ

- বাক্যের অর্থ পরিবর্তন করে বিপরীত শব্দের প্রয়োগ এবং বিপরীত শব্দের তালিকা নিয়ে আলোচনা
- বাক্যের অর্থ পরিবর্তন না করে বিপরীত শব্দের প্রয়োগ

অর্থ ও অর্থান্তর

সেশন: ১-২

- ‘পাকাপাকি’ ছড়া নীরবে পাঠ ও সরবে আবৃত্তি
- ‘পাকাপাকি’ ছড়ায় ‘পাকা’ শব্দটির ভিন্নার্থে প্রয়োগ শনাক্ত করা
- শব্দের মুখ্য অর্থ ও গৌণ অর্থ নিয়ে আলোচনা এবং বাক্যে একই শব্দের ভিন্নার্থক প্রয়োগ করা

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ‘পাকাপাকি’ ছড়াটি একবার নীরবে পড়তে বলবেন এবং এরপর কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পুরো ছড়া আবৃত্তি করে শোনাতে বলবেন। এরপর পুরো ক্লাস মিলে কোরাসে আবৃত্তি করবেন এবং শিক্ষক নিজেও তাতে অংশগ্রহণ করবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের ৪-৬ জনের ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত করে পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ছক থেকে ছড়ায় ‘পাকা’ শব্দের কয়টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়েছে তা আলোচনার মাধ্যমে শনাক্ত করতে বলবেন। এ কাজের জন্য তিনি নির্দিষ্ট সময় দেবেন এবং সময় শেষে একটি দল উপস্থাপন করবে। দলটি যখন প্রতিটি শব্দ নিয়ে তাদের ধারণা উপস্থাপন করবে তখন অন্য দলের সদস্যরা তা মিলিয়ে নেবে এবং ভিন্ন কোনো মতামত থাকলে তা নিয়ে আলোচনার সুযোগ তৈরি করবেন। এরপর শিক্ষক ছড়ায় ‘পাকা’ শব্দটি কী কী ভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়েছে তা নির্দেশ করবেন ও শিক্ষার্থীরা তা মিলিয়ে নেবে।

উত্তর: ‘পাকাপাকি’ ছড়ায় পাকা শব্দের ভিন্নার্থে প্রয়োগ

বাক্যে প্রয়োগ	পাকা শব্দের অর্থ
আম পাকে বৈশাখে কুল পাকে ফাগুনে	পরিপক্ব
কাঁচা ইট পাকা হয় পোড়ালে তা আগুনে	শক্ত
রোদে জলে টিকে রং, পাকা কই তাহারে	স্থায়ী
ফলারটি পাকা হয় লুচি দই আহারে	পরিপূর্ণ
হাত পাকে লিখে লিখে	দক্ষ
চুল পাকে বয়সে	সাদা হওয়া
জ্যাঠামিতে পাকা ছেলে বেশি কথা কয় সে	পটু
কাঁঠাল সে পাকে নাকি কিলিয়ে	পরিপক্ব
বুদ্ধি পাকিয়ে তোলে লেখাপড়া গিলিয়ে	পরিণত
কান পাকে ফোঁড়া পাকে	পুঁজ হওয়া
কথা যার পাকা নয় কাজে তার ঠনঠন	স্থায়ী
রাঁধুনি বসিয়া পাকে পাক দেয় হাঁড়িতে	রান্না করা
সজোরে পাকালে চোখ ছেলে কাঁদে	রাগান্বিত
পাকায়ে পাকায়ে দড়ি টান হয়ে থাকে সে	মোচড়ানো
দুহাতে পাকালে গোঁফ তবু নাহি পাকে সে	তা দেওয়া

এরপর পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে শব্দের মুখ্য অর্থ ও গৌণ অর্থ নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন। পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত শব্দগুলোর (কথা, কাজ, পাগল, বড়ো, মুখ, শেষ) আর কোনো গৌণ অর্থ হয় কিনা তাদের কাছে জানতে চাইবেন। পরবর্তী দিনের কাজ হিসেবে শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে ‘অর্থ বুঝে বাক্য লিখি’ ছকটি পূরণ করার কাজ দেবেন এবং একইসাথে অপর যে কোনো একটি শব্দ খুঁজে বের করে বাক্যে মুখ্য অর্থ এবং গৌণ অর্থের প্রয়োগ দেখাতে বলবেন। এ কাজটি তারা ক্লাসে বসে করতে পারে বা বাড়ি থেকেও করে নিয়ে আসতে পারবে। এরপর ক্লাসে শিক্ষার্থীরা ছোটো ছোটো দলে একে অপরের সাথে নিজেদের কাজ আলোচনা করবে। নিজেরাই মূল্যায়ন করবে ‘অর্থ বুঝে বাক্য লিখি’ ছকে প্রদত্ত শব্দগুলোর মুখ্য অর্থ ও গৌণ অর্থ সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছে কিনা। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন।

প্রতিশব্দ

সেশন: ৩-৪

- প্রদত্ত ছক হতে প্রতিশব্দ আলাদা করা
- প্রতিশব্দের তালিকা নিয়ে আলোচনা এবং অনুচ্ছেদে প্রতিশব্দের প্রয়োগ

শিক্ষক পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ছক থেকে একই রকম অর্থ প্রকাশ করে এমন শব্দগুলো শিক্ষার্থীদের ছোটো দলে আলাদা করতে নির্দেশ দেবেন। এ কাজের জন্য তিনি সময় নির্ধারণ করে দেবেন এবং নির্ধারিত সময় শেষে পর্যায়ক্রমে এক একটি দল উপস্থাপন করবে। একটি দল যখন তাদের ধারণা উপস্থাপন করবে তখন অন্য দলের সদস্যরা তা মিলিয়ে নেবে এবং ভিন্ন কোনো মতামত থাকলে তা নিয়ে আলোচনার সুযোগ তৈরি করবেন। এরপর শিক্ষক সঠিক উত্তরগুলো উল্লেখ করবেন ও শিক্ষার্থীরা মিলিয়ে নেবে।

উত্তর:

১. রাত, রাত্রি, রজনী

২. বাড়ি, ঘর, ভবন

৩. কপোত, পায়রা, কবুতর

৪. আনন্দ, খুশি, হর্ষ

৫. চোখ, নেত্র, নয়ন

৬. ইচ্ছা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা

৭. বায়ু, হাওয়া, বাতাস

৮. আকাশ, গগন, আসমান

৯. কপাল, ভাগ্য, ললাট

১০. খবর, বার্তা, সংবাদ

এরপর পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত প্রতিশব্দের তালিকা নিয়ে আলোচনা করবেন। পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত শব্দগুলোর (অনেক, আগুন, কন্যা, তৈরি ইত্যাদি) আর কোনো প্রতিশব্দ তারা জানে কিনা জানতে চাইবেন।

পরবর্তী দিনের কাজ হিসেবে শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে 'প্রতিশব্দ বসিয়ে আবার লিখি' অনুচ্ছেদটিতে যে কোনো ১০টি শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহার করে পরিবর্তন করে আনার কাজ দেবেন। এ কাজটি তারা ক্লাসে বসে করতে পারে বা বাড়ি থেকেও করে নিয়ে আসতে পারবে। এরপর ক্লাসে শিক্ষার্থীরা ছোটো ছোটো দলে একে অপরের সাথে নিজেদের কাজ নিয়ে আলোচনা করবে এবং নিজেরাই মূল্যায়ন করবে অনুচ্ছেদে প্রদত্ত শব্দগুলোর সঠিক প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে পেরেছে কিনা। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন।

নমুনা উত্তর:

আমার কনিষ্ঠ মামা নগরে থাকেন। একদিন সংবাদ পেলেন, রূপখালী গাঁয়ে মানুষ একটা নূতন বিদ্যালয় চালু করবে। তাঁর সাধ হলো, তিনিও এই কর্মের সঙ্গে যুক্ত হবেন। সেজন্য এক আঁধার রাতে তিনি ব্যাগপত্র গুছিয়ে রওনা দিলেন। বহু দূরের রাস্তা। গাড়িতে করেই তাঁকে রওনা দিতে হলো। গাড়ি থেকে যখন নামলেন, তখন প্রভাত হয়ে গেছে। পুব আসমানে রবি উদিত হয়েছে রক্তিম বর্ণের। কনিষ্ঠ মামার মনে হলো, এবার তিনি আসলেই একটা উত্তম কর্ম করতে পারবেন।

বিপরীত শব্দ

সেশন: ৫-৬

- বাক্যের অর্থ পরিবর্তন করে বিপরীত শব্দের প্রয়োগ এবং বিপরীত শব্দের তালিকা নিয়ে আলোচনা
- বাক্যের অর্থ পরিবর্তন না করে বিপরীত শব্দের প্রয়োগ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত বাক্যগুলোর নিচে দাগ দেওয়া শব্দের পরিবর্তে বিপরীত শব্দ লেখার নির্দেশনা দেবেন। এ কাজের জন্য শিক্ষক সময় নির্ধারণ করে দেবেন এবং সময় শেষে শিক্ষার্থীরা উপস্থাপন করবে। কাজটি তারা জোড়ায় জোড়ায় বা দলগতভাবে করতে পারে। শিক্ষার্থীরা যখন তাদের ধারণা উপস্থাপন করবে তখন অন্য শিক্ষার্থীরা তা মিলিয়ে নেবে এবং ভিন্ন কোনো মতামত থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করবে। এরপর শিক্ষক সঠিক উত্তরগুলো নির্দেশ করবেন ও শিক্ষার্থীরা তা মিলিয়ে নেবে।

উত্তর:

এই শহরে অনেক মানুষ বাস করে।	বাক্য: এই শহরে অল্প মানুষ বাস করে।
বীথির বাড়ি দূরে।	বাক্য: বীথির বাড়ি কাছে।
শুকনো খাবার আমার পছন্দ।	বাক্য: শুকনো খাবার আমার অপছন্দ।
আজ গরম পড়েছে।	বাক্য: আজ ঠান্ডা পড়েছে।
তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন।	বাক্য: তিনি জেগে ছিলেন।
এ জমি উর্বর।	বাক্য: এ জমি অনুর্বর।
ভালো কাজ করব।	বাক্য: খারাপ কাজ করব।
তুমি যাও।	বাক্য: তুমি এসো।
ছেলেটি চালাক।	বাক্য: ছেলেটি বোকা।
কুকুর বিশ্বাসী প্রাণী।	বাক্য: কুকুর অবিশ্বাসী প্রাণী।

এরপর শিক্ষক পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত বিপরীত শব্দের তালিকা নিয়ে আলোচনা করবেন। পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত শব্দগুলোর বাইরে আরো অন্তত ৫টি শব্দ ও তাদের বিপরীত শব্দ তৈরি করার কাজ দেবেন।

পরবর্তী দিনের কাজ হিসেবে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের 'বাক্যের অর্থ ঠিক রেখে বিপরীত শব্দ'-ছকে প্রদত্ত বাক্যগুলোর নিচে দাগ দেওয়া শব্দের পরিবর্তে এমনভাবে বিপরীত শব্দ লিখে আনার নির্দেশনা দেবেন, যাতে বাক্যের অর্থে পরিবর্তন না হয়। কাজটি তারা ক্লাসে বসে করতে পারে বা বাড়ি থেকেও করে নিয়ে আসতে পারবে। এরপর ক্লাসে শিক্ষার্থীরা ছোটো ছোটো দলে একে অপরের সাথে নিজেদের কাজ নিয়ে আলোচনা করবে এবং নিজেরাই মূল্যায়ন করবে বাক্যের অর্থ পরিবর্তন না করে বিপরীত শব্দ ব্যবহার করতে পেরেছে কিনা। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন।

উত্তর:

এই শহরে অনেক মানুষ থাকে।	বাক্য: এই শহরে অল্প মানুষ থাকে না।
বীথির বাড়ি দূরে।	বাক্য: বীথির বাড়ি কাছে নয়।
শুকনো খাবার আমার পছন্দ।	বাক্য: শুকনো খাবার আমার অপছন্দ নয়।
আজ গরম পড়েছে।	বাক্য: আজ ঠান্ডা পড়েনি।
তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন।	বাক্য: তিনি জেগে ছিলেন না।
এ জমি উর্বর।	বাক্য: এ জমি অনুর্বর নয়।
ভালো কাজ করব।	বাক্য: খারাপ কাজ করব না।
তুমি যাও।	বাক্য: তুমি এসো না।
ছেলেটি চালাক।	বাক্য: ছেলেটি বোকা নয়।
কুকুর বিশ্বাসী প্রাণী।	বাক্য: কুকুর অবিশ্বাসী প্রাণী নয়।

৩য় পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ৫: যতিচিহ্ন

এ শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা বাক্যে উপযুক্ত যতিচিহ্ন শনাক্ত করতে পারে ও প্রয়োগ করতে পারে।

কৌশল : প্রশ্নোত্তর, একক কাজ, দলীয় কাজ, উপস্থাপনা ।

সেশন সংখ্যা : ৩

উপকরণ : পাঠ্যবইয়ের তৃতীয় অধ্যায় ৩য় পরিচ্ছেদ (যতিচিহ্ন); সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

- যতিচিহ্ন নেই এমন অনুচ্ছেদে যতিচিহ্নের প্রয়োগ
- যতিচিহ্নের ধারণা নিয়ে আলোচনা
- পূর্বের অনুচ্ছেদে যতিচিহ্নের প্রয়োগ পর্যালোচনা
- বিভিন্ন প্রকার যতিচিহ্নের ব্যবহার রয়েছে এমন একটি অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করা

সেশন: ১-২

- **যতিচিহ্ন নেই এমন অনুচ্ছেদে যতিচিহ্নের প্রয়োগ**
- **যতিচিহ্নের ধারণা নিয়ে আলোচনা**
- **বিভিন্ন প্রকার যতিচিহ্নের ব্যবহার রয়েছে এমন একটি অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করা**

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত যতিচিহ্ন নেই এমন অনুচ্ছেদটি পড়তে বলবেন এবং এটি পড়তে গিয়ে তাদের কী ধরনের সমস্যা হচ্ছে তা জানতে চাইবেন। এ ব্যাপারে ‘বুঝতে চেষ্টা করি’ ছক অনুযায়ী তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন।

এরপর যতিচিহ্ন নেই অনুচ্ছেদটির উপযুক্ত স্থানে যতিচিহ্ন প্রয়োগ করার নির্দেশনা দেবেন। কাজটি তারা জোড়ায় জোড়ায় বা ছোটো ছোটো দলে করবে এবং অন্তত ১০ মিনিট সময় পাবে কাজটি করার জন্য। নির্ধারিত সময় শেষে জোড়ার বা দলের কেউ তাদের কাজটি উপস্থাপন করবে। অন্য শিক্ষার্থীরা এটা মিলিয়ে নেবে এবং ভিন্ন কোনো মতামত থাকলে তা নিয়ে আলোচনার সুযোগ পাবে। এ পর্যায়ে শিক্ষক অনুচ্ছেদটির কোথায় কোন যতিচিহ্ন বসবে তা বলে দেবেন না।

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে, শিক্ষক পাঠ্যবইয়ে যতিচিহ্ন সম্পর্কে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে যতিচিহ্নের ধারণা এবং কোন যতিচিহ্নের কী কাজ তা নিয়ে আলোচনা করবেন। এরপর পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ‘কোথায় কোন যতিচিহ্ন বসে’ ছকটি পুনরায় জোড়ায় বা ছোটো ছোটো দলে পূরণ করতে দেবেন। নির্ধারিত সময় শেষে দলের বা জোড়ার কেউ তাদের ধারণা উপস্থাপন করবে। এ সময়ে অন্য শিক্ষার্থীরা তা মিলিয়ে নেবে এবং ভিন্নমত থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পাবে। এরপর শিক্ষক সঠিক উত্তরগুলো নির্দেশ করবেন এবং শিক্ষার্থীরা তা মিলিয়ে নেবে।

নমুনা উত্তর: কোথায় কোন যতিচিহ্ন বসে

উদাহরণ উপস্থাপনের সময়ে	ড্যাশ
এক বাক্যের ব্যাখ্যা পরের বাক্যে করা হলে দুই বাক্যের মাঝে	ড্যাশ
কারো কথা সরাসরি বোঝাতে	উদ্ধৃতি
কোনো বাক্যে যখন কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়	প্রশ্নচিহ্ন
ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক আছে এমন দুটি বাক্যের মাঝখানে	সেমিকোলন
দুটি শব্দকে এক করতে	হাইফেন
বাক্যে বিভিন্ন ধরনের আবেগ বোঝাতে	বিস্ময়চিহ্ন
বাক্যের বিবরণ সাধারণভাবে শেষ হলে	দাঁড়ি
বাক্যের মধ্যে যখন একটু থামতে হয়	কমা

সেশন: ৩

- **পূর্বের অনুচ্ছেদে যতিচিহ্নের প্রয়োগ পর্যালোচনা**
- **বিভিন্ন প্রকার যতিচিহ্নের ব্যবহার রয়েছে এমন একটি অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করা**

শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে যতিচিহ্নবিহীন অনুচ্ছেদটিতে তারা যে-সকল যতিচিহ্ন বসিয়েছিল তা আরেকবার পর্যালোচনা করতে বলবেন এবং প্রয়োজনবোধে তারা যেন পরিবর্তন করে তাও বলে দেবেন। একইসাথে তাদেরকে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করে আনতে বলবেন যাতে অন্তত ৬ ধরনের যতিচিহ্নের প্রয়োগ থাকে। কাজটি তারা ক্লাসে বসে করতে পারে বা বাড়ি থেকেও করে নিয়ে আসতে পারবে। এরপর ক্লাসে যতিচিহ্নবিহীন অনুচ্ছেদটিতে সঠিক যতিচিহ্নের ব্যবহার শিক্ষক বলে দেবেন। একইসাথে এটাও উল্লেখ করবেন যে, এ ধরনের যতিচিহ্নবিহীন অনুচ্ছেদে সঠিক যতিচিহ্নের প্রয়োগ একটু কঠিন কাজ, তাই সকল উত্তর না মিললেও শিক্ষার্থীরা যেন নিরুৎসাহিত না হয়।

নমুনা উত্তর:

> জানি, কথাটি শুনলে তোমাদের কারো বিশ্বাস হবে না। সেই লেখক একদিন বিকালে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। তাঁর হাতে অনেক নতুন বই। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আপনি কি আমাদের বাড়িতে এসেছেন?' তিনি আমার কথার জবাবে ছোটো করে বললেন, 'হ্যাঁ।' আমি অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারছিলাম না। শুধু তাঁর হাতের বইগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। এক সময়ে বললাম, 'কিন্তু কেন, তা কি জানতে পারি?' তিনি বললেন, 'বারে! তুমি বই পড়তে ভালোবাসো; তাই বই নিয়ে এসেছি।'

এরপর শিক্ষার্থীরা যে অনুচ্ছেদটি তৈরি করে এনেছে ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে তা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করবে এবং নিজেরাই মূল্যায়ন করবে অনুচ্ছেদে সঠিক যতিচিহ্নের ব্যবহার করতে পেরেছে কি না। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন-অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে-অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ৬: বাক্য

এ শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা বাক্যকে অর্থ অনুযায়ী পার্থক্য করতে পারে, চাহিদা অনুযায়ী ভিন্ন ধরনের বাক্য তৈরি করতে পারে।

কৌশল : প্রশ্নোত্তর, একক কাজ, দলীয় কাজ, উপস্থাপনা ।

সেশন সংখ্যা : ৪

উপকরণ : পাঠ্যবইয়ের তৃতীয় অধ্যায় ৪র্থ পরিচ্ছেদ (বাক্য); সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

- বাক্য দেখে অর্থ-অনুযায়ী পার্থক্য করা
- অনুচ্ছেদে চার ধরনের বাক্যের প্রয়োগ করা

সেশন: ১-২

- **বাক্য দেখে অর্থ-অনুযায়ী পার্থক্য করা**
- **অনুচ্ছেদে চার ধরনের বাক্যের প্রয়োগ করা**

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত চারটি বাক্যের কোনটি কী ধরনের অর্থ প্রকাশ করছে জানতে চাইবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিলে তাদের নিরুৎসাহিত করবেন না বরং আলোচনার সুযোগ দেবেন। আলোচনা শেষে তিনি সারমর্ম করবেন যে প্রদত্ত বাক্যগুলোতে নিচের অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে:

১. আমি বাজারে যাচ্ছি।	একটি সাধারণ বক্তব্য বোঝানো হচ্ছে।
২. তুমি কোথায় যাচ্ছ?	জানতে চাওয়া হচ্ছে।
৩. তুমি বাজারে যাও।	নির্দেশ বোঝানো হচ্ছে।
৪. ওরে বাবা! কত বড়ো বাজার!	অবাক হয়েছে এমন অনুভূতি বোঝানো হচ্ছে।

শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের আলোকে অর্থ-অনুযায়ী বাক্যের প্রকারভেদের ধারণা এবং বিভিন্ন ধরনের বাক্য নিয়ে আলোচনা করবেন। এরপর 'সুখী মানুষ' নাটক থেকে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ৪ ধরনের বাক্যের অন্তত একটি করে শনাক্ত করতে বলবেন। নির্ধারিত সময় শেষে একজন শিক্ষার্থী তার কাজ উপস্থাপন করবে। যদি সে বিবৃতিমূলক বাক্য শনাক্ত করে থাকে তাহলে অন্য শিক্ষার্থীরা তা মিলিয়ে নেবে। ভিন্নমত থাকলে উল্লেখ করবে, এবং বিবৃতিমূলক বাক্য হিসেবে যদি ভিন্ন কোনো বাক্য শনাক্ত করে তাও উল্লেখ করবে। একইভাবে বাকি তিন ধরনের বাক্য শনাক্ত করা নিয়েও শিক্ষক আলোচনার সুযোগ তৈরি করবেন।

পরবর্তী দিনের কাজ হিসেবে শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে চার ধরনের বাক্য ব্যবহার করে যে কোনো বিষয়ের উপর একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করে আনতে বলবেন। কাজটি তারা ক্লাসে বসে করতে পারে বা বাড়ি থেকেও করে নিয়ে আসতে পারবে। এরপর ক্লাসে শিক্ষার্থীরা ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে এবং নিজেরাই মূল্যায়ন করবে অনুচ্ছেদটিতে চার ধরনের বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে কি না। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন। শিক্ষার্থীদের এও জানিয়ে রাখবেন, কোথাও বিভ্রান্তি দেখা দিলে তাকে জানাতে এবং সে অনুযায়ী সহায়তা করবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

শিখন-অভিজ্ঞতা ৭: চারপাশের লেখার সাথে পরিচিত হই

এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে যাবে যেন তারা দৈনন্দিন জীবনে দেখা বিভিন্ন লেখা ও সাহিত্যের প্রায়োগিক দিকগুলো শনাক্ত করতে পারে, প্রায়োগিক লেখা পড়ে বুঝতে পারে, বাস্তব জীবনে এসব লেখার প্রয়োগ খুঁজে বের করতে পারে, প্রায়োগিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করতে পারে এবং এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হিসেবে অন্তত এক ধরনের প্রায়োগিক লেখা প্রস্তুত করতে পারে।

কৌশল : প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রদর্শন, বিশ্লেষণ, তথ্য অনুসন্ধান, উপস্থাপনা।

সেশন সংখ্যা : ৪

উপকরণ : পাঠ্যবইয়ের চতুর্থ অধ্যায়; সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী; বাস্তব নমুনা।

কার্যক্রম:

- দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বইপত্রের বাইরের বিভিন্ন রকম প্রায়োগিক লেখা শনাক্তকরণ
- প্রায়োগিক লেখার ধারণা নিয়ে আলোচনা ও আরো প্রায়োগিক লেখা অনুসন্ধান করা
- প্রায়োগিক লেখা প্রস্তুত করা

সেশন: ১-২

- **দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বইপত্রের বাইরের বিভিন্ন রকম প্রায়োগিক লেখা শনাক্তকরণ**
- **প্রায়োগিক লেখার ধারণা নিয়ে আলোচনা ও আরো প্রায়োগিক লেখা অনুসন্ধান করা**

১ম ধাপ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বইপত্রের বাইরেও আমাদের চারপাশে যে অনেক রকম লেখা দেখা যায় তা নিয়ে আলোচনা করবেন এবং তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাইবেন। আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:

- পাঠ্যবই বা গল্পের বইয়ের লেখা বাদে তোমরা দৈনন্দিন জীবনে আর কত রকমের লেখা দেখো বলতে পারো?
- সম্প্রতি পাঠ্যবই বা গল্পের বইয়ের বাইরে কেউ কি এমন কোনো লেখা দেখেছ যা বিশেষভাবে আছে বা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে?
- পড়াশোনার কাজের বাইরে আর কি কোনো ধরনের কাজে কেউ কিছু লেখো? কোন ধরনের লেখা লিখে থাকো?

এ পর্যায়ে শিক্ষক নিজের ধারণা বা মতামত শিক্ষার্থীদের জানাবেন না, তারা যেন নিজেদের মতো করে উত্তর দেয় এবং নিজেদের মধ্যেই এ ব্যাপারে আলোচনা করতে পারে। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ উত্তর খুঁজে বের করে আনার চেষ্টা করবেন এবং একইসাথে তারা যেন একে অপরের উত্তরের সাথে মিল-অমিল লক্ষ করতে পারে সে ব্যাপারে উৎসাহ দেবেন।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধাজনক সংখ্যক সদস্যের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং চতুর্থ অধ্যায়ে প্রদত্ত ৬টি নমুনা ছবি দেখে সংশ্লিষ্ট ছকগুলো দলীয় আলোচনার মাধ্যমে পূরণ করতে বলবেন। শিক্ষক প্রতি দলকে যে কোনো একটি ছবি নিয়ে কাজ করতে বলবেন, তবে নিশ্চিত করবেন ভিন্ন ভিন্ন দল মিলিয়ে যেন ছয়টি ছবি নিয়েই পৃথকভাবে কাজ হয়। একই ছবি নিয়ে একাধিক দল কাজ করতে পারবে। দলীয় কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। দলীয় কাজ চলাকালীন সময়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, ছবির ধরন অনুযায়ী তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের কাজ শেষ করলে একে একে সকল দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। শিক্ষার্থীরা কীভাবে কাজটি করবে ও উপস্থাপন করবে সে ব্যাপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে দেওয়া ৬টি ছবির মধ্যে যে কোনো একটি বেছে নাও। এরপর দলীয় আলোচনার মাধ্যমে ছবি অনুযায়ী প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- কোন দল কী ছবি নিয়ে কাজ করছ তা জানিয়ে রাখো।
- প্রতি দল তাদের উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২ মিনিট।
- উপস্থাপনার পর একদল অন্য দলকে কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো।
- যদি একই ছবি নিয়ে একাধিক দল কাজ করো, তবে পূর্বের দল ছবিটি নিয়ে যে-বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছে তার চেয়ে ভিন্ন কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে শুধু তা তুলে ধরবে। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করবে না।

সময় বিবেচনায় প্রস্তুতির জন্য ১টি সেশন বরাদ্দ রাখতে পারেন এবং পরবর্তী সেশনে উপস্থাপনা ও উপস্থাপনা পরবর্তী আলোচনা করতে পারেন।

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে পাঠ্যবইয়ের ‘চারপাশের নানা রকম লেখা’ অনুচ্ছেদটি নীরবে পড়তে বলবেন। দলীয় উপস্থাপনায় তারা প্রতিটি ছবির যে নাম ও ব্যবহার উল্লেখ করেছিল তার সাথে অনুচ্ছেদের বক্তব্য মিলিয়ে নিতে বলবেন। যদি কোনো দলের কাজের সাথে ছবির বক্তব্য না মেলে তবে তা নিয়ে আলোচনা করবেন। এরপর শিক্ষক সঠিক উত্তরগুলো বলে দেবেন ও শিক্ষার্থীদের মিলিয়ে নেবার নির্দেশ দেবেন।

নমুনা উত্তর

ছবি	উপরের লেখাটি কী নামে পরিচিত	লেখাটি পড়ে কী বুঝলাম	এর ব্যবহার কী
১. সবুজ ফার্মেসি	সাইনবোর্ড	এটি একটি ওষুধের দোকান এবং এখানে ওষুধ পাওয়া যায়	প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ওষুধ কেনার জন্য এখানে আসা যাবে।
২. হাফিজ ভাইকে ফুলকপি মার্কায় ভোট দিন।	পোস্টার	এটি নির্বাচনী প্রচারণা। হাফিজ ভাইকে ফুলকপি মার্কায় ভোট দিতে বলা হচ্ছে।	নির্বাচনী প্রচারণার কাজে
৩. শুভ নববর্ষ ১৪৩০	ব্যানার	বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে	শোভাযাত্রার সামনে
৪. গ্রন্থাগারের তিন বছর পূর্তিতে বইমেলা	আমন্ত্রণপত্র	গ্রন্থাগারের তিন বছর পূর্তিতে বইমেলার আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।	কোনো অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ জানাতে
৫. নিমপাতা টুথপেস্ট	পত্রিকার বিজ্ঞাপন/ বিজ্ঞাপন	নিমপাতা টুথপেস্ট ব্যবহার করা ভালো	বিজ্ঞাপনী প্রচারণার কাজে
৬. বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের এশিয়া কাপ জয়।	স্ক্রল/ টিভির স্ক্রল/ টিভির সংবাদ	বাংলাদেশ ক্রিকেট দল এশিয়া কাপ জয় করেছে	জরুরি ও জনগুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রচার কাজে

শিক্ষার্থীরা যদি নির্দিষ্ট নাম ব্যবহার না করে একই অর্থ প্রকাশ করে সেটিকেও শিক্ষক উৎসাহ দেবেন। যেমন: ‘সাইনবোর্ড’-এর পরিবর্তে ‘দোকানের নাম’ বলতে পারে।

২য় ধাপ

এরপর শিক্ষক নিচের অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে প্রায়োগিক লেখার মূল ধারণা শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করবেন এবং তাদের কোনো মতামত থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

লেখালেখির বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্য থাকে। কোনো কোনোটি পড়ালেখার স্বার্থে লেখা হয়, কিছু করা হয় ব্যক্তিগত বিনোদন ও তথ্য জানানোর জন্য, আবার কোনো কোনো লেখা ব্যবসায়িক ও অন্যান্য প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে লেখা হয়। উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে লেখার বেশ কিছু প্রকারভেদ ও ব্যবহারে ভিন্নতা দেখা যায়। তাই যে কোনো ধরনের লেখা লিখতে গেলে অবশ্যই মূল উদ্দেশ্যের কথা মাথায় রেখে লিখতে হবে।

অনেকক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখার চর্চা শুধুমাত্র লেখাপড়া সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে থাকে এবং বাস্তবজীবনে প্রয়োজনীয় অন্যান্য লেখা চর্চার সুযোগ খুব কম পায়। অথচ বাস্তব জীবনে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত ভাষাগত দক্ষতার বিকাশের জন্য সাহিত্যের বাইরের বিভিন্ন ভাষাগত কাজের অনুশীলনী গুরুত্বপূর্ণ। মূলত কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য প্রায়োগিক লেখার প্রয়োজন হয়। আরো সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, যে লেখাগুলো প্রতিদিনের কাজগুলো সহজভাবে, সফলতার সাথে করার জন্য ব্যবহার করা হয় সেগুলোই প্রায়োগিক লেখা। বাজারের তালিকা থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রীর নিকট কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য আবেদনপত্র সবই এই প্রায়োগিক লেখার তালিকাভুক্ত।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বের দলেই পাঠ্যবইয়ে উল্লেখিত ৬ ধরনের প্রায়োগিক লেখা ছাড়া আরো প্রায়োগিক লেখার নমুনা বের করার কাজ দেবেন। আলোচনার সুবিধার্থে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:

- পাঠ্যবইয়ে আমরা যে ছয় ধরনের প্রায়োগিক লেখা পেলাম তার বাইরে আর কী কী প্রায়োগিক লেখা থাকতে পারে?
- এটি হবে পাঠ্যবই বা গল্পের বইয়ের লেখা বাদে অন্য যে কোনো লেখা। এটি হতে পারে তুমি কোথাও শুনেছ বা দেখেছ বা নিজে তৈরি করেছ।
- এ ধরনের লেখা কী কী কাজে লাগে?

পাঠ্যবই বা গল্পের বইয়ের লেখা বাদে শিক্ষার্থীরা যত ধরনের লেখার কথা উল্লেখ করবে, শিক্ষক তার একটি তালিকা করবেন। তালিকা অনুযায়ী মোট যতগুলো উদাহরণ এসেছে, আলোচনার শেষে তা পুনরায় উল্লেখ করবেন। (নমুনা উত্তর: স্কুলের নোটিশ বোর্ডে টাঙানো কোনো লেখা, সংবাদপত্রের লেখা, ঔষধের কাগজ, লিফলেট, পণ্যের মূল্য তালিকা, চিঠি, আবেদনপত্র, সতর্কতা নির্দেশনা, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি)

সেশন: ৩-৪

- **প্রায়োগিক লেখা প্রস্তুত করা**

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জানাবেন যে, তারা 'নিজেরা করি' অনুশীলনী অনুযায়ী এখন একটি মজার কাজ শুরু করতে যাচ্ছে এবং সেটি হচ্ছে নিজেদের জন্য ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান খোলা। অর্থাৎ তারা সবাই মিলে তাদের বিদ্যালয়ের ভেতরে একটি দোকান খুলবে। এখন শিক্ষার্থীদের কাজ হবে দোকানটি খোলা থেকে শুরু করে সবার কাছে পরিচিত করে তুলতে, দোকানের পসার বৃদ্ধি করতে লেখালেখির সম্পর্কযুক্ত যত ধরনের কাজ আছে সেগুলোর একটি তালিকা করা। এরপর তালিকা অনুযায়ী একেক দল একেক কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব নেবে। তবে শিক্ষক জানিয়ে রাখবেন, তারা সত্যি সত্যি দোকান খুলবে না বরং শুধুমাত্র পরিকল্পনা করবে এবং লেখার কাজগুলো প্রস্তুত করবে।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধাজনক সংখ্যায় কয়েকটি দলে ভাগ করে দেবেন। প্রতি দলকেই দোকান খোলা থেকে পসার বৃদ্ধির জন্য লিখে করতে হবে এমন কত ধরনের কাজ আছে তার একটি তালিকা করার নির্দেশনা দেবেন। এ কাজ সম্পন্ন করার জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। দলীয় কাজ চলাকালে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন এবং প্রয়োজন-অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে প্রতি দলের শিক্ষার্থীরা তাদের তালিকা উপস্থাপন করবে। শিক্ষার্থীরা কীভাবে কাজটি করবে ও উপস্থাপন করবে সে ব্যাপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- ‘সততা স্টোর’ দোকান খোলার থেকে শুরু করে এর পসার বৃদ্ধির জন্য লেখালেখির সম্পর্ক আছে এমন যত ধরনের কাজ আছে তার একটি তালিকা কর। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- কাজ শেষে প্রতি দল তাদের উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২ মিনিট।
- উপস্থাপনার পর একদল অন্য দলকে কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো।
- একটি দল তাদের তালিকায় যে-বিষয়গুলো উপস্থাপন করবে, পরবর্তী দল তাদের উপস্থাপনার সময় ভিন্ন কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে শুধু তা তুলে ধরবে। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করবে না।
- অন্য দলের তালিকায় যদি এমন কোনো বিষয় আসে যা তোমার দলের তালিকায় আসে নি তবে তা লিখে রাখবে। যেন সকল দলের উপস্থাপনা শেষে দোকান খোলার জন্য লেখালেখির সাথে সম্পর্কযুক্ত মোট যতগুলো বিষয় উঠে আসবে সে ব্যাপারে প্রতিটি দল জানে।

শিক্ষার্থীদের চিন্তার সুবিধার্থে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:

- দোকান খুলতে কী তোমাদের কারো কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে? অনুমতি নিতে হলে কীভাবে নেবে?
- দোকানের নাম, ঠিকানা এটা কোথায় লিখবে? কীভাবে লিখবে?
- দোকান যে নতুন খুললে তা কীভাবে মানুষজনকে জানাবে?
- দোকানে কী ধরনের পণ্য পাওয়া যাবে তা কীভাবে জানাবে?
- কোন পণ্যের দাম কত কীভাবে জানাবে?

সম্ভাব্য উত্তর: প্রধান শিক্ষকের অনুমতি, দোকানের সাইনবোর্ড, মিলাদ বা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রণপত্র, প্রচারের জন্য ব্যানার/ পোস্টার/ টিভি বা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ইত্যাদি, পণ্য তালিকা, পণ্যের মূল্য তালিকা, ইত্যাদি।

সব দলের উপস্থাপনা শেষে সর্বশেষ যে তালিকা চূড়ান্ত হয়েছে সেখান থেকে প্রতি দলকে অন্তত একটি বিষয় বেছে নিতে বলবেন। এরপর তার উপর লেখা প্রস্তুত করার নির্দেশ দেবেন ও এ কাজ সম্পন্ন করার জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন। তবে শিক্ষক নিশ্চিত করবেন যেন ভিন্ন ভিন্ন দল মিলিয়ে তালিকার সবগুলো বিষয় নিয়েই পৃথকভাবে কাজ হয়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বিবেচনায় একই নমুনা প্রায়োগিক লেখা প্রস্তুত করার কাজ একাধিক দল করতে পারে। শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজ থেকে প্রাপ্ত তালিকায় পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বাইরে কোনো নমুনা এলে, শিক্ষার্থীরা তা নিয়েও কাজ করতে পারবে।

নমুনা-লেখা নিয়ে শিক্ষার্থীরা দলীয় কাজ শেষ করলে পূর্বের ন্যায় দল-অনুযায়ী উপস্থাপন করবে এবং অন্য দলগুলো তাদের মতামত দেবে। একইসাথে শিক্ষকও দলীয় কাজের উপর তার মতামত দিতে পারবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

১ম পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ৮: প্রায়োগিক লেখা

এ শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীরা এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে যাবে যেখানে প্রায়োগিক সাহিত্যের নমুনা হিসেবে তারা রোজনামচার বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করবে, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করবে, এবং এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হিসেবে নিজেরা রোজনামচা লেখার অনুশীলনী করবে।

কৌশল : প্রশ্নোত্তর, একক কাজ, দলীয় কাজ, আলোচনা, বিশ্লেষণ, তথ্য অনুসন্ধান, উপস্থাপনা ।

সেশন সংখ্যা : ০৫

উপকরণ : পাঠ্যবইয়ের পঞ্চম অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ; সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

- প্রায়োগিক লেখার ধারণা নিয়ে পুনরালোচনা
- 'একাত্তরের দিনগুলি' পাঠ
- 'একাত্তরের দিনগুলি' লেখার ধারণা ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা
- রোজনামচার ধারণা নিয়ে আলোচনা
- রোজনামচা লেখা

সেশন: ১

- **প্রায়োগিক লেখার ধারণা নিয়ে পুনরালোচনা**
- **'একাত্তরের দিনগুলি' পাঠ**

১ম ধাপ

শিক্ষক পূর্ববর্তী শিখন অভিজ্ঞতায় আলোচনার আলোকে যে বিভিন্ন ধরনের প্রায়োগিক লেখার উদাহরণ এসেছিল সেগুলো পুনরায় উল্লেখ করবেন। শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন তারা কী আর কোনো নতুন ধরনের প্রায়োগিক লেখার উদাহরণ বলতে চায় কি না। এ ব্যাপারে কথোপকথন শেষে 'রোজনামচা' নিয়ে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন। কিছু নমুনা প্রশ্ন নিচে দেওয়া হলো:

- তোমাদের কেউ কী কখনো দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজ ও ঘটনা লিখে রাখো?
- নিজে না লিখলেও অন্যের এ ধরনের কোনো লেখা কী নিজেরা পড়েছ বা শুনেছ?
- এ ধরনের ব্যক্তিগত ঘটনা ও অনুভূতি লিখে রাখার বিষয়টি 'ডায়েরি, দিনলিপি, দিনপঞ্জিকা, রোজনামচা' ইত্যাদি নামে পরিচিত।
- যারা এ ধরনের লেখার সাথে পরিচিত তারা তাদের অভিজ্ঞতা অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করো।

২য় ধাপ

পাঠ্যবইয়ের ‘একাত্তরের দিনগুলি’ লেখাটি প্রথমে ৫ মিনিট সময়ের মধ্যে যে যতটা পারে নীরবে পাঠ করতে বলবেন। এরপর রচনাটি ৩ লাইন করে সবাইকে শব্দ করে পড়ার নির্দেশ দেবেন। সরব পাঠের কাজটি শ্রেণিকক্ষের প্রত্যেক শিক্ষার্থী ৩ লাইন পাঠ করে করে পুরো লেখা পাঠ সম্পন্ন করবে। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থী সংখ্যা বিবেচনায় পুরো লেখাটি একাধিকবার পাঠ হতে পারে। শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যেন সকল শিক্ষার্থী পাঠের কাজে অংশ নিতে পারে। পাঠ শুরুর আগে শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- ‘একাত্তরের দিনগুলি’ লেখাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এজন্য সময় ৫ মিনিট। পুরো রচনা এ সময়ের মধ্যে পড়া শেষ করতে না পারলেও সমস্যা নেই।
- এরপর ক্লাসের সকল শিক্ষার্থী নিজেদের জায়গায় থেকে ‘একাত্তরের দিনগুলি’ রচনাটি ৩ লাইন করে ক্রমান্বয়ে পড়বে। তোমার পাশের বন্ধুটি যে লাইনে এসে পাঠ শেষ করবে তুমি তার পরের লাইন থেকে শুরু করে আরো ৩ লাইন পড়বে।
- জোরে পড়ার চেষ্টা করবে যেন ক্লাসের সবাই তোমার কথা শুনতে পায়।
- এক্ষেত্রে শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হচ্ছে কি না, তা একজন পড়ার সময়ে অন্যরা খেয়াল করবে। কোনো মতামত থাকলে তা জানাবে।
- কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তাও জানাবে। চেষ্টা করবে সবাই সরব পাঠে অংশ নিতে।

সরব পাঠের সময়ে শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণের দিকে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন, কোনো উচ্চারণ সঠিক না হলে পুনরায় বলতে বলবেন এবং প্রয়োজন হলে সঠিক উচ্চারণটি বলে দেবেন। শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখবেন, পাঠের কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে সেগুলো যেন চিহ্নিত করে রাখে। লেখাটিতে যেসব নতুন শব্দ তারা খুঁজে পাবে সেগুলো পাঠ্যবইয়ের ‘শব্দের অর্থ’ অংশ থেকে পড়তে বলবেন। ‘শব্দের অর্থ’ অংশে প্রদত্ত শব্দের অর্থের বাইরে আরও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা আছে কি না জানতে চাইবেন এবং সেগুলোর অর্থ বুঝতে তাদের সাহায্য করবেন।

সেশন: ২ -৩

- **‘একাত্তরের দিনগুলি’ লেখার ধারণা ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা**
- **রোজনামচার ধারণা নিয়ে আলোচনা**

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং পাঠ্যবইয়ের ‘পড়ে কী বুঝলাম’ অনুশীলনীতে প্রদত্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে দলে আলোচনা করে উত্তর প্রস্তুত করার নির্দেশনা দেবেন। দলীয় কাজ করার সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। তবে উত্তর বলে দেবেন না। শিক্ষার্থীরা কীভাবে দলীয় কাজ করবে ও উপস্থাপন করবে সে ব্যাপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন।

নমুনা নির্দেশনা:

- ‘পড়ে কী বুঝলাম’ অনুশীলনীতে প্রদত্ত ৫টি নমুনা প্রশ্ন অনুযায়ী কী ধরনের উত্তর হবে তা নিয়ে দলে আলোচনা করবে ও কাগজে উত্তরগুলো লিখবে। এ কাজ করার জন্য সময় ২০ মিনিট।

- এক্ষেত্রে দলের সদস্যদের থেকে যে কোনো ধরনের মতামত আসুক না কেন তা উত্তরে সংযুক্ত করতে হবে। কোনো ধারণাই বাদ দেওয়া যাবে না।
- প্রতি দল সবকটি প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করলেও শুধুমাত্র ১টি প্রশ্নের উত্তর উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২ মিনিট।
- যে প্রশ্নের উপর উপস্থাপন করা হয়েছে, তোমার দল তার চেয়ে ভিন্ন কোনো বক্তব্য প্রস্তুত করলে হাত তুলে জানাবে ও মুখে বলবে। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করবে না।
- উপস্থাপনার পরপরই একদল অন্য দলকে কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো।

প্রতি দলের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকও তাঁর মতামত প্রদান করতে পারবেন।

নমুনা উত্তর: 'পড়ে কী বুঝলাম'

প্রশ্ন	উত্তর
ক. এটি কোন বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছে?	মুক্তিযুদ্ধের পূর্বকালীন উত্তেজনা, আন্দোলন ও আতঙ্কের বিষয় নিয়ে লেখা।
খ.লেখাটি কোন সময়ের ও কয়দিনের ঘটনা?	উনিশ শ একাত্তর সালের তিন দিনের ঘটনা।
গ. লেখক কী কী কাজের উল্লেখ করেছেন?	নাশতা বানানো, স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন পতাকা ওড়ানো, শহিদ মিনারে গিয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ ইত্যাদি কাজ।
ঘ. লেখার তিন অংশের শুরুতে তারিখ দেওয়া কেন?	রোজনামচা বা দিনপঞ্জিমূলক রচনা বলে।
ঙ. এই লেখা থেকে নতুন কী কী জানতে পারলে বা কোন বিষয়টি তোমার কাছে বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় মনে হয়েছে?	এই লেখা থেকে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। যেমন মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে সকলশ্রেণি-পেশা ও সকল মানুষ কীভাবে আতঙ্কিত ও উত্তেজিত ছিলেন; কীভাবে ছোট্ট রুমী গাড়ির কাচে স্টিকার লাগিয়ে নিজের আবেগ ও সাহস প্রকাশ করছে। ২৩ মার্চ যে প্রতিরোধ দিবস এবং শাপলা ফুল যে সংগ্রামী বাংলার প্রতীক তাও এখান থেকে জানতে পেরেছি। বিশেষভাবে লক্ষণীয় মনে হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামে জনমনে বিপুল সাড়া ও উত্তেজনার ঘটনা।

এরপর 'বলি ও লিখি' অনুশীলনী অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থী অল্প কিছু বাক্যে 'একাত্তরের দিনগুলি' লেখাটিতে লেখকের মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লিখবে। এ কাজের জন্য শিক্ষক ৫-১০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এরপর পূর্বের ছোটো দলে শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাথে নিজেদের কাজ শেয়ার করবে এবং নিজেরাই মূল্যায়ন করবে লেখকের মূল বক্তব্য তারা কতটা ভালোভাবে তুলে আনতে পেরেছে। কাজ শুরুর পূর্বে শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করতে পারেন:

- 'একাত্তরের দিনগুলি' লেখাটিতে লেখকের কথা প্রত্যেকে এখন একটি বিচ্ছিন্ন কাগজে ১০/১৫ বাক্যের মধ্যে নিজেদের ভাষায় লিখবে।
- এ কাজের জন্য সময় পাবে ১০/১৫ মিনিট।
- লেখা শেষ হলে দলে নিজেদের লেখা শেয়ার করবে। নিজের লেখা দলের সকলকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যরা তার উপর নিজেদের মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে।

- যে কোনো জিজ্ঞাসা বা ভিন্ন মত থাকলে আমাকে জানাবে এবং পরিমার্জন শেষে লেখাটি আমার কাছে জমা দেবে।

শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন, কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে তাকে জানাতে এবং সে-অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন।

সেশন: ৪-৫

- **রোজনামচা লেখা**

'রোজনামচা লিখতে শিখি' অনুশীলনী অনুযায়ী রোজনামচা লেখার জন্য কী কী বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে তা শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন। তাদের কাছে জানতে চাইবেন, পাঠ্যবইয়ের ৪টি বাক্যে প্রদত্ত বক্তব্যের সাথে তাদের যদি ভিন্নমত থাকে তা উপস্থাপন করতে এবং একইসাথে কোনো অতিরিক্ত বিষয় যদি বিবেচনায় আনা উচিত বলে তারা মনে করে তবে তাও উল্লেখ করতে বলবেন। একইসাথে শিক্ষকও তার মতামত যুক্ত করতে পারেন। এরপর তাদের কাছে জানতে চাইবেন, 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনাতে এ ধারণাগুলোর প্রতিফলন হয়েছে কি না। কীভাবে হয়েছে বা কোথায় কোথায় হয়নি। আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:

- রোজনামচা লেখার ব্যাপারে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে বলে পাঠ্যবই ও আমাদের আলোচনায় এসেছে তার সবকিছুর প্রতিফলন কী 'একাত্তরের দিনগুলি' রচনাতে হয়েছে?
- যদি হয়ে থাকে, কীভাবে প্রতিফলন হয়েছে?
- যদি না হয়ে থাকে, কোথায় কোথায় হয়নি?

শিক্ষার্থীদের সাথে এ বিষয়ক আলোচনা শেষে নিচের নোট অনুযায়ী রোজনামচার ধারণা উপস্থাপন করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন।

রোজনামচা এক ধরনের ব্যক্তিগত লেখা। প্রাত্যহিক জীবনের কোনোও নতুন বিষয়, তথ্য, ঘটনা, প্রতিদিনের রুটিন, নতুন রেসিপি, কাজের কোনো বিষয়, অনুভূতির কথা ইত্যাদি আমরা রোজনামচায় লিখে রাখতে পারি। এছাড়াও ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অর্থাৎ নতুন কোথাও বেড়াতে গেলে সেই অভিজ্ঞতাও রোজনামচায় লিখে রাখা যায়। যেহেতু রোজনামচা একটি ব্যক্তিগত লেখা তাই অনুমতি ছাড়া অন্যের রোজনামচা পাঠ করতে নেই এবং অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ যেন নিজের রোজনামচা না পড়ে সে ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হয়। আবার রোজনামচা যদি অন্যকে পড়ানোর উদ্দেশ্যে লেখা হয়, সেক্ষেত্রেও লক্ষ রাখতে হয় যেন এমন কোনো ব্যক্তিগত বিষয় লেখা না হয় যা পরবর্তীতে নিজের জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতি বা সমস্যা তৈরি করতে পারে।

এ পর্যায়ে শিক্ষক একক কাজ হিসেবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আগামী ৩-৪ দিনের দৈনন্দিন ঘটনা রোজনামচা আকারে লিখে রাখার নির্দেশনা দেবেন। একইসাথে উল্লেখ করবেন যে, পরবর্তী সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে তারা শিক্ষকের কাছে লেখাটি জমা দেবে। যেহেতু তারা লেখাটি জমা দেবে, তাই এমন কোনো ব্যক্তিগত বিষয় এতে না লেখে যা তারা শিক্ষক বা অন্য কাউকে জানাতে চায় না। শিক্ষার্থীদের কাজের সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো দেবেন:

- তোমরা প্রত্যেকে আগামী ৩-৪ দিনের দৈনন্দিন ঘটনা, অনুভূতির, বা বিশেষ কোনো অভিজ্ঞতা সংক্ষিপ্তভাবে রোজনামচা আকারে লিখবে।
- এ লেখাটি তোমরা নিজে নিজে, অন্য কারো সাথে আলোচনা ছাড়া করবে।
- লেখাটি এক পৃষ্ঠা বা সর্বোচ্চ ২ পৃষ্ঠার মধ্যে হবে।
- আগামী ....তারিখের মধ্যে লেখাটি সবাই জমা দেবে।

শিক্ষার্থীরা নিজেদের রোজনামচা তৈরি করে জমা দিলে তা দেখে শিক্ষক তার সাধারণ পর্যবেক্ষণ সকল শিক্ষার্থীর সাথে শেয়ার করবেন এবং প্রয়োজন হলে কোনো শিক্ষার্থীর সাথে আলাদাভাবে কথা বলে ফলাবর্তন দেবেন।

২য় পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ৯: বিবরণমূলক লেখা

এ শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা বিবরণমূলক লেখার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারে; ব্যক্তি, বস্তু, ঘটনা, অনুভূতি ইত্যাদি বর্ণনামূলক ভাষায় উপস্থাপন করতে পারে; বিবরণমূলক লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে পারে এবং এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হিসেবে নিজেরা বিবরণমূলক লেখা প্রস্তুত করতে পারে।

কৌশল : প্রশ্নোত্তর, একক কাজ, দলীয় কাজ, বিশ্লেষণ, তথ্য অনুসন্ধান, উপস্থাপনা ।

সেশন সংখ্যা : ৮

উপকরণ : পাঠ্যবইয়ের পঞ্চম অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ; সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

- ছবি দেখে অনুভূতি শনাক্তকরণ
- অনুভূতিকে বর্ণনামূলক ভাষায় প্রকাশ
- 'আমার দেখা নয়াচীন' লেখাটি পাঠ
- 'আমার দেখা নয়াচীন' লেখার ধারণা ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা
- বিবরণমূলক লেখার ধারণা নিয়ে আলোচনা
- বিবরণমূলক লেখা প্রস্তুত করার জন্য বিষয় নির্ধারণ এবং বিবরণমূলক লেখা প্রস্তুত করা

সেশন: ১

- **ছবি দেখে অনুভূতি শনাক্তকরণ নমুনা উত্তর**

শিক্ষক নিচের ছবিগুলোর অন্তত ৩টি ছবি শিক্ষার্থীদের দেখাবেন বা এসব ছবির আলোকে আবেগ প্রকাশ করে এমন অন্তত ৩টি মুখভঙ্গি বোর্ডে আঁকবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দেবেন, তারা যেন ছবিগুলোতে প্রকাশিত অনুভূতি তাদের খাতায় লিখে রাখে। নমুনা উত্তর হিসেবে একটি ছবি কী অনুভূতি প্রকাশ করছে তা শিক্ষক বলে দিতে পারেন। এ কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। তবে উত্তর বলে দেবেন না। শিক্ষার্থীরা তাদের কাজ শেষ করলে তারা উপস্থাপন করবে এবং উপস্থাপনা শেষে আলোচনার সারমর্ম করবেন। শিক্ষার্থীরা কীভাবে পুরো কাজটি করবে সে-ব্যাপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- প্রতিটি ছবি কী ধরনের অনুভূতি বোঝাচ্ছে বলে তাদের মনে হচ্ছে তা ছবি অনুযায়ী খাতায় লিখে রাখবে। যেমন, আমার কাছে মনে হচ্ছে ১ নং ছবি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ পাচ্ছে।
- এটি একক কাজ। অন্যের সাথে আলোচনা না করে প্রত্যেকে নিজেদের খাতায় ছবি অনুযায়ী অনুভূতির নাম লিখবে। এ জন্য সময় পাবে ৫ মিনিট।
- কাজ শেষে কয়েকজন মিলে নিজেদের কাজ উপস্থাপন করবে এবং বাকিরা নিজেদের কাজের সঙ্গে মিলিয়ে নেবে। সহপাঠীর উত্তরের সাথে নিজের উত্তরের পার্থক্য হলে তা সহপাঠীর সঙ্গে শেয়ার করবে।

নমুনা অনুশীলনী: ছবি দেখে অনুভূতি শনাক্তকরণ

নং	ছবি	আবেগের নাম
১		
২	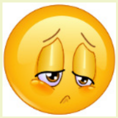	
৩	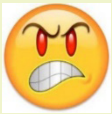	
৪	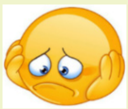	
৫	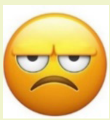	
৬	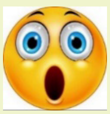	

নমুনা উত্তর:

ছবি ১	আনন্দ
ছবি ২	দুঃখ, কষ্ট, বেদনা
ছবি ৩	রাগ, বিরক্তি
ছবি ৪	দুঃশ্চিন্তা, হতাশা, কষ্ট
ছবি ৫	বিরক্তি, রাগ
ছবি ৬	অবাক, বিস্ময়

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনায় একই ছবি দেখে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতির নাম আসতে পারে। শিক্ষক এটিকে নিরুৎসাহিত করবেন না। বরং উল্লেখ করবেন যে একই ছবি দেখে একেকজনের একেক ধরনের অনুভূতি মনে হতে পারে এবং এটি কোনো ভুল নয়। বাস্তব জীবনেও একই পরিস্থিতিতে আমাদের সকলের একই রকম অনুভূতি না হতে পারে।

সেশন: ২-৩

- **অনুভূতিকে বর্ণনামূলক ভাষায় প্রকাশ**

১ম ধাপ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে জানতে চাইবেন, 'আমরা অনুভূতিকে কীভাবে প্রকাশ করি?' আলোচনা সুবিধার্থে শিক্ষক ধাপে ধাপে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:

- কখন আমাদের মধ্যে অনুভূতি তৈরি হয়?
- আমরা কীভাবে নিজের ও অন্যের অনুভূতি বুঝতে পারি?
- অনুভূতির কথা কী আমরা সবসময়ে মুখে বলি?
- অনুভূতির কথা মুখে না বলেও কী অন্য কোনোভাবে প্রকাশ করা যায়?
- কেউ কী কখনো অনুভূতির কথা লিখে প্রকাশ করেছ?
- কেউ কী রোজনামচায় অনুভূতির কথা লিখেছ? যদি লিখে থাকো, কীভাবে লিখেছ আমাদের সাথে শেয়ার করো।

অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ নিয়ে আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষকের জন্য নোট:

যে কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে আমাদের মধ্যে অনুভূতি তৈরি হয়। এ ঘটনা হতে পারে কারো সাথে কথা বলা, কোনো কার্যক্রম দেখা, গল্প-কবিতা পড়া, নাটক-সিনেমা দেখা ইত্যাদি। নিজের ও অন্যের অনুভূতি বোঝাটা সবসময়ে সহজ নয়। বিশেষ করে অন্য ব্যক্তি কেমন অনুভূতি বোধ করছেন তা তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না করলে জানাটা মুশকিল। আমরা যা করি তা হলো, তার আচরণ দেখি ও তার অনুভূতি অনুমান করার চেষ্টা করি। অন্যরাও আমাদের আচরণ দেখেই আমাদের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করে। অনুভূতির কথা সুস্পষ্টভাবে মুখে না বললে বা না লিখলে, আমাদের আচরণ ও অভাষিক যোগাযোগ দেখে অনুভূতিটি অনুমান করা যেতে পারে। অর্থাৎ, নিজের বা অন্যের অনুভূতি কখনোই চোখে দেখা যায় না, তবে আচরণ দেখে আমরা অনুভূতি অনুমান করতে পারি। যেমন: কেউ যদি কান্না করে তাহলে আমরা অনুমান করতে পারি 'কান্না' আচরণটি করছে কারণ তার এখন অনুভূতি হলো 'কষ্ট'। তবে একই অনুভূতি একেকজন একেভাবে প্রকাশ করতে পারে। তাই, কেউ খুশিতেও কান্না করতে পারে। এজন্য কোনো ঘটনা যদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা যায় তখন ঐ ঘটনার কারণে যে ধরনের অনুভূতি হতে পারে তা অনুমান করা সহজ হয়।

অনুভূতি (দেখা যায় না) : আনন্দ, খুশি, রাগ, বিরক্তি, দুঃখ, বেদনা, প্রেম, অবাক, বিস্ময়, দুঃশ্চিন্তা, হতাশা ইত্যাদি।

আচরণ (দেখা যায়) : হাসি, কান্না, চোখ বড় করা, লাফালাফি, দৌড়াদৌড়ি, মুখ গোমড়া করা, চিৎকার করা ইত্যাদি।

কীভাবে ঘটনা থেকে আমাদের মধ্যে অনুভূতি তৈরি হয় এবং বিভিন্ন আচরণের মাধ্যমে আমরা সে অনুভূতি প্রকাশ করি শিক্ষক তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করবেন। তাই অনুভূতিকে ভাষায় প্রকাশের ক্ষেত্রে ঘটনা ও আচরণকে উপযুক্ত উপায়ে বর্ণনা করতে পারাটা গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যিকগণ যেভাবে তাদের গল্প, উপন্যাস, কবিতাসহ বিভিন্ন রচনায় ঘটনা ও আচরণের বর্ণনা লেখেন তা পাঠকের মনে বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি সৃষ্টি করে। এজন্য সাহিত্য পাঠ করে কখনো আনন্দ লাগে, কখনো কষ্ট লাগে এবং নানা রকম অনুভূতি হয়।

২য় ধাপ

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং প্রতি দলকে ১৫০-৩০০ শব্দের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের একটি করে ঘটনা প্রস্তুত করতে বলবেন। যেখানে তারা চেষ্টা করবে যেন সে ঘটনায় অন্তত একটি অনুভূতি প্রকাশ পায়। এ কাজটি তারা ক্লাসে বসে করবে। এরপর ক্লাসে শিক্ষার্থীরা ছোটো ছোটো দলে একে অপরের সাথে নিজেদের লেখা নিয়ে আলোচনা করবে এবং নিজেরাই মূল্যায়ন করবে লেখাটিতে অনুভূতি প্রকাশ পাচ্ছে কি না। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন। কাজ শেষে প্রতি দল তাদের ঘটনা উপস্থাপন করবে এবং অন্যদল মতামত দেবে এ ঘটনায় কী ধরনের অনুভূতি প্রকাশ পাচ্ছে।

কাজের সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- যে কোনো ধরনের এক বা একাধিক অনুভূতি (আনন্দ, খুশি, রাগ, বিরক্তি, দুঃখ, বেদনা, প্রেম, অবাক, বিস্ময়, দুশ্চিন্তা, হতাশা ইত্যাদি) প্রকাশ পায় এমন একটি ঘটনা দলের সবাই মিলে কাগজে লিখবে। এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যে কোনো ঘটনা হতে পারে।
- দলে সবাই প্রথমে যে কোনো একটা নির্দিষ্ট ধরনের অনুভূতির কথা চিন্তা কর। এটা হতে পারে আনন্দ, কষ্ট, রাগ, বিরক্তি ইত্যাদি। এরপর চিন্তা কর যে ঐ অনুভূতিটি কোন পরিস্থিতিতে তোমার মধ্যে তৈরি হয়েছে বা হয়।
- এরপর দলের সবাই মিলে আলোচনা করে যে কোনো একটি ঘটনার কথা ৫০-১৫০ শব্দের মধ্যে লেখো। অনেকগুলো ঘটনা মিলিয়েও নিজেরা একটি ঘটনা তৈরি করতে পার।
- এ কাজের জন্য সময় পাবে ৩০ মিনিট/ ১ ক্লাস।
- কাজ শেষে প্রতি দল তাদের প্রস্তুতকৃত ঘটনা উপস্থাপন করবে এবং অন্যদল মতামত দেবে এ ঘটনায় কী ধরনের অনুভূতি প্রকাশ পাচ্ছে। একইসাথে প্রস্তুতকারী দল ঘটনায় যে ধরনের অনুভূতি প্রকাশের কথা বলেছে তা বর্ণনায় প্রকাশ পেয়েছে কি না।
- সকল দলের উপস্থাপন শেষে দলগুলো চাইলে নিজেদের লেখায় পরিমার্জন করতে পারবে এবং পরিমার্জন শেষে কাগজটি আমার কাছে জমা দেবে।

সেশন: ৪-৫

- **‘আমার দেখা নয়াচীন’ পাঠ**
- **‘আমার দেখা নয়াচীন’ লেখার ধারণা ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা**

১ম ধাপ

শিক্ষক পাঠ্যবই হতে ‘আমার দেখা নয়াচীন’ লেখাটি প্রথমে ৫ মিনিট সময়ের মধ্যে যতখানি পারে নীরবে পাঠ করতে বলবেন। এরপর রচনাটির ৩ লাইন করে সবাইকে শব্দ করে পড়ার নির্দেশ দেবেন। সরব পাঠের কাজটি শ্রেণিকক্ষের প্রত্যেক শিক্ষার্থী ৩ লাইন করে পাঠ করবে। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থী সংখ্যা বিবেচনায় পুরো লেখাটি একাধিকবার পাঠ হতে পারে। শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যেন সকল শিক্ষার্থী পাঠ কাজে অংশ নিতে পারে।

তবে সময় বিবেচনায় সকল শিক্ষার্থীকে সরব পাঠে অংশগ্রহণ করানো সম্ভব না হলে, যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি তাদের পরবর্তী পাঠে সুযোগ দেবেন এবং তা জানিয়ে রাখবেন। পাঠ শুরুর আগেই শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- 'আমার দেখা নয়াচীন' লেখাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এজন্য সময় ৫ মিনিট। পুরো রচনা এ সময়ের মধ্যে পড়া শেষ করতে না পারলেও সমস্যা নেই।
- এরপর ক্লাসের সকল শিক্ষার্থী নিজেদের জায়গায় থেকে 'আমার দেখা নয়াচীন' রচনাটি ৩ লাইন করে ক্রমান্বয়ে পড়বে। তোমার পাশের বন্ধুটি যে লাইনে এসে পাঠ শেষ করবে তুমি তার পরের লাইন থেকে শুরু করে আরো ৩ লাইন পড়বে।
- জোরে পড়ার চেষ্টা করবে যেন ক্লাসের সবাই তোমার কথা শুনতে পায়।
- এক্ষেত্রে শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হচ্ছে কি না, তা একজন পড়ার সময়ে অন্যরা খেয়াল করবে। কোনো মতামত থাকলে তা জানাবে।
- কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তাও জানাবে।

সরব পাঠের সময়ে শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণের দিকে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন, কোনো উচ্চারণ সঠিক না হলে পুনরায় বলতে বলবেন এবং প্রয়োজন হলে সঠিক উচ্চারণটি বলে দেবেন। শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখবেন যে পাঠের কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে সেগুলো চিহ্নিত করে রাখতে। লেখাটিতে যেসব নতুন শব্দ তারা খুঁজে পাবে সেগুলো পাঠ্যবইয়ের 'শব্দের অর্থ' অংশ থেকে পড়তে বলবেন। 'শব্দের অর্থ' অংশে প্রদত্ত শব্দের অর্থের বাইরে আরও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা আছে কি না জানতে চাইবেন এবং সেগুলোর অর্থ বুঝতে তাদের সাহায্য করবেন।

২য় ধাপ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং পাঠ্যবইয়ের 'পড়ে কী বুঝলাম' অনুশীলনীতে প্রদত্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা করে উত্তর প্রস্তুত করার নির্দেশনা দেবেন। দলীয় কাজ করার সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। তবে উত্তর বলে দেবেন না। শিক্ষার্থীরা কীভাবে দলীয় কাজ করবে ও উপস্থাপন করবে সে-ব্যাপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- 'পড়ে কী বুঝলাম' অনুশীলনীতে প্রদত্ত ৫টি নমুনা প্রশ্ন অনুযায়ী কী ধরনের উত্তর হবে তা নিয়ে দলে আলোচনা করবে ও কাগজে উত্তরগুলো লিখবে। এ কাজ করার জন্য সময় ২০ মিনিট।
- এক্ষেত্রে দলের সদস্যদের থেকে যে কোনো ধরনের মতামত আসুক না কেন তা উত্তরে সংযুক্ত করতে হবে। কোনো ধারণাই বাদ দেওয়া যাবে না।
- প্রতি দল সবকটি প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করলেও শুধুমাত্র ১টি প্রশ্নের উত্তর উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২ মিনিট।
- যে প্রশ্নের উপর উপস্থাপন করা হয়েছে, তোমার দল তার চেয়ে ভিন্ন কোনো বক্তব্য প্রস্তুত করলে হাত তুলে জানাবে ও মুখে বলবে। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করবে না।
- উপস্থাপনার পরপরই একদল অন্য দলকে কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো।

প্রতি দলের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকও তাঁর মতামত প্রদান করতে পারবেন।

নমুনা উত্তর: ‘পড়ে কী বুঝলাম’

প্রশ্ন	উত্তর
ক. লেখক এখানে কীসের বিবরণ দিয়েছেন?	লেখক এখানে ভ্রমণের বিবরণ দিয়েছেন।
খ. বিবরণটি কোন সময়ের ও কোন দেশের?	১৯৫২ সালের ও চীন দেশের।
গ. লেখক কী কী কাজের উল্লেখ করেছেন?	মিউজিয়াম দেখা, লাইব্রেরি দেখা, অ্যাকজিবিশন দেখা ও স্থানীয় বাজার দেখার কথা উল্লেখ করেছেন।
ঘ. এই বিবরণে বাংলাদেশের সাথে কী কী মিল-অমিল আছে?	বাংলাদেশের সঙ্গে যে মিল রয়েছে তা হলো আমাদের দেশের মতোই চীনদেশের নদীতে নৌকা, লঞ্চ চলে এদিক ওদিক। নৌকা বাদাম দিয়ে চলে। অমিল হচ্ছে চীনেরা দেশি মাল বাজারে থাকলে বিদেশি মাল কেনে না।
ঙ. এই লেখা থেকে নতুন কী কী জানতে পারলে বা কোন বিষয়টি তোমার কাছে বিশেষভাবে লক্ষণীয় মনে হয়েছে?	এই লেখা থেকে চীন বিষয়ে নতুন অনেক কিছু জানতে পেরেছি। যেমন চীনের লাইব্রেরি, খেলার মাঠ, মিউজিয়াম, বাজারব্যাবস্থা ইত্যাদি। সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে চীনাদের দেশপ্রেম। এছাড়া খেলার মাঠে পড়ার ব্যবস্থা ও ছাত্র-শিক্ষকের সুন্দর সম্পর্কও মেনে দাগ কাটার মতো বিষয়।

এরপর ‘বলি ও লিখি’ অনুশীলনী অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থী অল্প কিছু বাক্যে ‘আমার দেখা নয়াচীন’ লেখাটিতে লেখকের মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লিখবে। এ কাজের জন্য শিক্ষক ৫-১০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এরপর পূর্বের ছোটো দলে শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাথে নিজেদের কাজ শেয়ার করবে এবং নিজেরাই মূল্যায়ন করবে লেখকের মূল বক্তব্য তারা কতটা ভালোভাবে তুলে আনতে পেরেছে। কাজ শুরুর পূর্বে শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করতে পারেন:

- ‘আমার দেখা নয়াচীন’ লেখাটিতে লেখকের কথা প্রত্যেকে ১০/১৫ বাক্যের মধ্যে নিজেদের ভাষায় লিখবে।
- এ কাজের জন্য সময় পাবে ১০-১৫ মিনিট।
- লেখা শেষ হলে দলে নিজেদের লেখা শেয়ার করবে। নিজের লেখা দলের সকলকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যরা তার উপর নিজেদের মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে।
- যে কোনো জিজ্ঞাসা বা ভিন্ন মত থাকলে আমাকে জানাবে এবং পরিমার্জন শেষে লেখাটি আমার কাছে জমা দেবে।

শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন, কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে-অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন।

সেশন: ৬-৮

- **বিবরণমূলক লেখার ধারণা নিয়ে আলোচনা**
- **বিবরণমূলক লেখা প্রস্তুত করার জন্য বিষয় নির্ধারণ এবং বিবরণমূলক লেখা প্রস্তুত করা**

১ম ধাপ

পাঠ্যবইয়ের 'কীভাবে লিখব বিবরণ' অনুশীলনী অনুযায়ী বিবরণমূলক লেখার জন্য কী কী বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে তা শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন। তাদের কাছে জানতে চাইবেন, পাঠ্যবইয়ের ৬টি বাক্যে প্রদত্ত বক্তব্যের সাথে তাদের যদি ভিন্নমত থাকে তা উপস্থাপন করতে এবং একইসাথে কোনো অতিরিক্ত বিষয় যদি বিবেচনায় আনা উচিত বলে তারা মনে করে তবে তাও উল্লেখ করতে বলবেন। একইসাথে শিক্ষকও তার মতামত যুক্ত করতে পারেন। এরপর তাদের কাছে জানতে চাইবেন, 'আমার দেখা নয়াচীন' রচনাতে এ ধারণাগুলোর প্রতিফলন হয়েছে কি না। কীভাবে হয়েছে বা কোথায় কোথায় হয়নি। আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:

- বিবরণমূলক লেখার ব্যাপারে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে বলে পাঠ্যবই ও আমাদের আলোচনায় এসেছে তার সবকিছুর প্রতিফলন কী 'আমার দেখা নয়াচীন' রচনাতে হয়েছে?
- যদি হয়ে থাকে, কীভাবে প্রতিফলন হয়েছে?
- যদি না হয়ে থাকে, কোথায় কোথায় হয়নি?

শিক্ষার্থীদের সাথে এ বিষয়ক আলোচনা শেষে নিচের নোট অনুযায়ী বিবরণমূলক লেখার ধারণা উপস্থাপন করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন।

যখন একজন লেখক তার দৃশ্যমান অথবা অদৃশ্যমান কোনো কিছুর লিখিত বর্ণনা দেয়, সেই লেখাকে বিবরণমূলক লেখা বলা হয়। লেখক বিভিন্ন রূপকল্প, উপমা ইত্যাদি তার বর্ণনার জন্যে ব্যবহার করতে পারেন যা লেখকের বর্ণনাকে সমৃদ্ধ করে। লেখক তার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করে কোনো দৃশ্য, বস্তু, ঘটনা অথবা একজন মানুষের বর্ণনা দিতে পারেন। এই বর্ণনা যে কোনো ঘ্রাণ, শব্দ, স্বাদ, অনুভূতি ইত্যাদি নিয়েও হতে পারে। এ ধরনের লেখা সাধারণত লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি-নিরপেক্ষ হয়। অর্থাৎ, যে বিষয় নিয়ে লেখা হচ্ছে তা বাস্তবে যেমন ঠিক তেমন বর্ণনা লেখায় প্রকাশ পাবে।

২য় ধাপ

বিবরণমূলক লেখার ধারণা বিষয়ক আলোচনা শেষে একক কাজ হিসেবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে যে কোনো একটি বিষয় নির্ধারণ করে তার উপর ২০০-৩০০ শব্দের একটি বর্ণনা প্রস্তুত করতে বলবেন। কাজটি তারা ক্লাসে বসে করতে পারে বা বাড়ি থেকেও করে নিয়ে আসতে পারবে। এরপর ক্লাসে শিক্ষার্থীরা ছোটো ছোটো দলে একে অপরের সাথে নিজেদের লেখা নিয়ে আলোচনা করবে এবং নিজেরাই মূল্যায়ন করবে লেখাটি বিবরণমূলক লেখার বৈশিষ্ট্য পূরণ করতে পেরেছে কিনা। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের কাজের সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো দেবেন:

- তোমরা প্রত্যেকে যে কোনো ১টি বিষয় নির্ধারণ করবে এবং তার উপর একটি বর্ণনামূলক লেখা প্রস্তুত করবে। এটি হতে পারে যে কোনো ব্যক্তি, বস্তু, বা ঘটনা নিয়ে। যেমন: কোনো প্রাণী, উদ্ভিদ, খাবার, অভ্যাস, শখ, অনুভূতি, ভ্রমণ, খেলা, পাহাড়, নদী, সাগর ইত্যাদি যে কোনো ধরনের বিষয়ের বিবরণ হতে পারে।
- লেখাটিতে বিষয়ের বিবরণ যেভাবে প্রস্তুত করবে তাতে নিজের মতামত বা ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রাধান্য পাবে না। অর্থাৎ, তুমি যদি একটি স্থানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখো তবে ঐ ঘটনায় যা ঘটেছে শুধুমাত্র তার ধারাবাহিক বিবরণ থাকবে। কীভাবে ভ্রমণের পরিকল্পনা করেছ, কখন রওনা করেছ, কার কার সাথে গিয়েছ, কী কী দেখেছ, কী খেয়েছ, কীভাবে ফিরেছ ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করবে। তবে ভ্রমণে গিয়ে তোমার বা অন্যের কেমন লেগেছে সে অনুভূতি ও মতামতের কথা কম গুরুত্ব পাবে।
- লেখাটি ২০০-৩০০ শব্দের মধ্যে লিখবে। ১ পৃষ্ঠা থেকে সর্বোচ্চ ২ পৃষ্ঠা।
- লেখা শেষ হলে পূর্বের ছোটো দলে নিজেদের লেখা শেয়ার করবে। নিজের লেখা দলের সকলকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং লেখাটি বিবরণমূলক লেখার বৈশিষ্ট্য পূরণ করতে পেরেছে কিনা সে ব্যাপারে বাকিরা মতামত দেবে। প্রত্যেকেই নিজের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং এরপর চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে।
- যে কোনো জিজ্ঞাসা বা ভিন্ন মত থাকলে আমাকে জানাবে এবং পরিমার্জন শেষে লেখাটি আমার কাছে জমা দেবে।

শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন, কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে-অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন।

মনে রাখবেন: সকল শিক্ষার্থীর জন্য বিবরণমূলক রচনা লেখার কাজটি সহজ হবে না। একইসাথে যারা লিখবে, সাহিত্যমান বিবেচনায় তা ভালো রচনা নাও হতে পারে। শিক্ষার্থীদের নিজে নিজে বিবরণমূলক রচনা লিখতে দেবার উদ্দেশ্য হলো, নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের পর্যবেক্ষণ, অনুভূতি, মতামত ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে ভাষায় রূপ দেবার কাজে তাদের হাতেখড়ি দেওয়া। তারা যেন নিজে থেকে বিবরণমূলক রচনা প্রস্তুত করার চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করতে গিয়ে হতাশ না হয়ে পড়ে সেটিই এ কাজের মূল লক্ষ্য। তাই, এ কাজের নির্দেশনা প্রদানের সময়ে শিক্ষার্থীদের বয়স, আগ্রহ ও চাহিদা, পারিপার্শ্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রাখবেন। তারা যে ধরনের লেখাই তৈরি করুক না কেন তাদের উৎসাহ দেবেন। যদি এমনটি ঘটে, যেখানে একজন শিক্ষার্থী চেষ্টা করার পরেও কিছুই প্রস্তুত করতে পারেনি, তবে চেষ্টা করার জন্যই তাকে মূল্যায়ন করবেন। একইসাথে সে যেন নিজে থেকে লেখার চেষ্টা অব্যাহত রাখে, সে ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে যাবেন। তিনি তার অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবেন, তবে তাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও প্রকাশ করার সুযোগ যেন ব্যাহত না হয়।

৩য় পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১০: তথ্যমূলক লেখা

এ শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা তথ্যমূলক লেখার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারে, কোনো লেখা পড়ে এর তথ্যগুলো শনাক্ত করতে পারে ও উপস্থাপন করতে পারে, লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে পারে, প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্যসংগ্রহ করার কৌশল জানতে পারে এবং এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হিসেবে নিজেরা তথ্যমূলক লেখা প্রস্তুত করতে পারে।

কৌশল : প্রশ্নোত্তর, একক কাজ, দলীয় কাজ, আলোচনা, বিশ্লেষণ, তথ্য অনুসন্ধান, উপস্থাপনা ।

সেশন সংখ্যা : ৭

উপকরণ : পাঠ্যবইয়ের পঞ্চম অধ্যায় ৩য় পরিচ্ছেদ; সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

- ‘রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন’ রচনাটি পাঠ
- ‘রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন’ রচনার ধারণা ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা
- তথ্যমূলক লেখার ধারণা নিয়ে আলোচনা
- দলীয় কাজের মাধ্যমে তথ্যমূলক লেখা প্রস্তুত করা
- এককভাবে তথ্যমূলক লেখা প্রস্তুত করার জন্য বিষয় নির্ধারণ এবং লেখা প্রস্তুত করা

সেশন: ১-২

- **‘রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন’ রচনাটি পাঠ**
- **‘রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন’ রচনার ধারণা ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা**

১ম ধাপ

শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে ‘রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন’ লেখাটি প্রথমে ৫ মিনিট সময়ের মধ্যে যতখানি পারে নীরবে পাঠ করতে বলবেন। এরপর রচনাটি ৩ লাইন করে সবাইকে শব্দ করে পড়ার নির্দেশ দেবেন। সরব পাঠের কাজটি শ্রেণিকক্ষের প্রত্যেক শিক্ষার্থী ৩ লাইন পাঠ করে করে পুরো রচনাটি পাঠ সম্পন্ন করবে। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থী সংখ্যা বিবেচনায় পুরো লেখাটি একাধিকবার পাঠ হতে পারে। শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যেন সকল শিক্ষার্থী পাঠ কাজে অংশ নিতে পারে। তবে সময় বিবেচনায় সকল শিক্ষার্থীকে সরব পাঠে অংশগ্রহণ করানো সম্ভব না হলে, যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি তাদের পরবর্তী পাঠে সুযোগ দেবেন এবং তা জানিয়ে রাখবেন। পাঠ শুরুর আগেই শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- ‘রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন’লেখাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এ জন্য সময় ৫ মিনিট। পুরো রচনা এ সময়ের মধ্যে পড়া শেষ করতে না পারলেও সমস্যা নেই।
- ক্লাসের সকল শিক্ষার্থী নিজেদের জায়গায় থেকেই ‘রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন’ রচনাটি ৩ লাইন করে ক্রমান্বয়ে পড়বে। তোমার পাশের সহপাঠী যে লাইনে এসে পাঠ শেষ করবে তুমি তার পরের লাইন থেকে শুরু করে আরো ৩ লাইন পড়বে।
- জোরে পড়ার চেষ্টা করবে যেন ক্লাসের সবাই তোমার কথা শুনতে পায়।

- এক্ষেত্রে শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হচ্ছে কি না, তা একজন পড়ার সময়ে অন্যরা খেয়াল করবে। কোনো মতামত থাকলে তা জানাবে।
- কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তাও জানাবে।

সরব পাঠের সময়ে শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণের দিকে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন, কোনো উচ্চারণ সঠিক না হলে পুনরায় বলতে বলবেন এবং প্রয়োজন হলে সঠিক উচ্চারণটি বলে দেবেন। শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখবেন যে পাঠের কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে সেগুলো চিহ্নিত করে রাখতে। লেখাটিতে যেসব নতুন শব্দ তারা খুঁজে পাবে সেগুলো পাঠ্যবইয়ের 'শব্দের অর্থ' অংশ থেকে পড়তে বলবেন। 'শব্দের অর্থ' অংশে প্রদত্ত শব্দের অর্থের বাইরে আরও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা আছে কি না জানতে চাইবেন এবং সেগুলোর অর্থ বুঝতে তাদের সাহায্য করবেন।

২য় ধাপ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধাজনক সংখ্যক সদস্যের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং পাঠ্যবইয়ের 'পড়ে কী বুঝলাম' অনুশীলনীতে প্রদত্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা করে উত্তর প্রস্তুত করার নির্দেশনা দেবেন। দলীয় কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। দলীয় কাজ করার সময় শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। তবে উত্তর বলে দেবেন না। শিক্ষার্থীরা কীভাবে দলীয় কাজ করবে ও উপস্থাপন করবে সে-ব্যাপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- 'পড়ে কী বুঝলাম' অনুশীলনীতে প্রদত্ত ৫টি নমুনা প্রশ্ন অনুযায়ী কী ধরনের উত্তর হবে তা নিয়ে দলে আলোচনা করবে ও একটি বিচ্ছিন্ন কাগজে উত্তরগুলো লিখবে। এ কাজ করার জন্য সময় ২০ মিনিট।
- এক্ষেত্রে দলের সদস্যদের থেকে যে কোনো ধরনের মতামত আসুক না কেন তা উত্তরে সংযুক্ত করতে হবে। কোনো ধারণাই বাদ দেওয়া যাবে না।
- প্রতি দল সবকটি প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করলেও শুধুমাত্র ১টি প্রশ্নের উত্তর উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২ মিনিট।
- যে প্রশ্নের উপর উপস্থাপন করা হয়েছে, তোমার দল তার চেয়ে ভিন্ন কোনো বক্তব্য প্রস্তুত করলে হাত তুলে জানাবে ও মুখে বলবে। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করবে না।
- উপস্থাপনার পরপরই একদল অন্য দলকে কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো।

প্রতি দলের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকও তাঁর মতামত প্রদান করতে পারবেন। সকল দলের উপস্থাপনা শেষে নমুনা উত্তরের আলোকে শিক্ষক আলোচনার সারমর্ম করবেন।

নমুনা উত্তর: ‘পড়ে কী বুঝলাম’

প্রশ্ন	উত্তর
ক. এই লেখায় কী ধরনের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে?	এই লেখায় একজন মহীয়সী নারীর জীবনভিত্তিক বিভিন্ন তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।
খ. এই লেখার কোন তথ্যটি তোমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে?	সবচেয়ে ভালো লেগেছে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ ও অনুরাগ। মেয়েদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য জীবনভর প্রচেষ্টা।
গ. এ ধরনের আর কী কী রচনা তুমি আগে পড়েছ?	এর আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে এ ধরনের লেখা পড়েছি।
ঘ. কাদের নিয়ে এ ধরনের লেখা তৈরি করা হয়?	যারা বিখ্যাত মানুষ, মানুষের জন্য অনেক কিছু করে গেছেন, এমন সুপরিচিত ব্যক্তিদের নিয়ে এ ধরনের লেখা তৈরি হয়।
ঙ. এই লেখা থেকে নতুন কী কী জানতে পারলে বা কোন বিষয়টি তোমার কাছে বিশেষভাবে লক্ষণীয় মনে হয়েছে?	এই লেখা থেকে রোকেয়ার জীবন-সংগ্রামের কাহিনি জানতে পরেছি। তার লেখা বিভিন্ন বইয়ের কথা জানতে পেরেছি। তার নানা মহৎ কাজ সম্পর্কে জানতে পেরেছি। বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় মনে হয়েছে প্রতিকূল সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে রোকেয়ার নানারূপ লড়াই।

এরপর ‘বলি ও লিখি’ অনুশীলনী অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থী অল্প কিছু বাক্যে ‘রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন’ লেখাটিতে লেখকের মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লিখবে। এ কাজের জন্য শিক্ষক ৫-১০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এরপর পূর্বের ছোটো দলে শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাথে নিজেদের কাজ শেয়ার করবে এবং নিজেরাই মূল্যায়ন করবে লেখকের মূল বক্তব্য তারা কতটা ভালোভাবে তুলে আনতে পেরেছে। কাজ শুরুর পূর্বে শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করতে পারেন:

- ‘রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন’ লেখাটিতে লেখকের কথা প্রত্যেকে ১০/১৫ বাক্যের মধ্যে নিজেদের ভাষায় লিখবে।
- এ কাজের জন্য সময় পাবে ১০/১৫ মিনিট।
- লেখা শেষ হলে দলে নিজেদের লেখা শেয়ার করবে। নিজের লেখা দলের সকলকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যরা তার উপর নিজেদের মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে।
- যে কোনো জিজ্ঞাসা বা ভিন্ন মত থাকলে আমাকে জানাবে এবং পরিমার্জন শেষে লেখাটি আমার কাছে জমা দেবে।

শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন, কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে-অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন।

সেশন: ৩

- **তথ্যমূলক লেখার ধারণা নিয়ে আলোচনা**

‘কীভাবে লিখব তথ্যমূলক লেখা’ অনুশীলনী অনুযায়ী তথ্যমূলক লেখার জন্য কী কী বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে তা শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন। তাদের কাছে জানতে চাইবেন, পাঠ্যবইয়ের ৬টি বাক্যে তথ্যমূলক লেখা সম্পর্কে যে ধারণা দেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে তাদের যদি ভিন্নমত থাকে তা উপস্থাপন করতে এবং একইসাথে কোনো অতিরিক্ত বিষয় যদি বিবেচনায় আনা উচিত বলে তারা মনে করে তবে তাও উল্লেখ করতে বলবেন। একইসাথে শিক্ষকও তার মতামত যুক্ত করতে পারেন। এরপর তাদের কাছে জানতে চাইবেন, ‘রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন’ রচনাতে এ ধারণাগুলোর প্রতিফলন হয়েছে কি না। কীভাবে হয়েছে বা কোথায় কোথায় হয়নি। আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:

- যে কোনো বিষয়ে কীভাবে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়?
- (নমুনা উত্তর: নির্ভরযোগ্য বই, সংবাদপত্র, গবেষণাপত্র, প্রবন্ধ, সরকারি পরিপত্র ইত্যাদি লেখা পড়ে; উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে জানতে চেয়ে; ইন্টারনেটে নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে লেখা-ছবি-ভিডিও দেখে, নিজে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করে ইত্যাদি)
- তথ্য কীভাবে সংরক্ষণ করতে হয়?
- (নমুনা উত্তর: বর্ণনামূলক লেখা লিখে, ছক-ছবি-সারণি আকারে প্রকাশ করে, অডিও-ভিডিও আকারে প্রকাশ করে ইত্যাদি)
- তথ্য কী মুখস্থ রাখা জরুরি?
- (নমুনা উত্তর: প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবনে অসংখ্য তথ্য ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। এত তথ্য সবসময় মনে রাখা প্রায় অসম্ভব। তাই, যে ধরনের তথ্য প্রায়ই প্রয়োজন হয় সেগুলো মনে রাখাটা দরকারি দক্ষতা। যেমন: বিভিন্ন নাম, ঠিকানা, জরুরি মোবাইল নম্বর, জন্ম তারিখ ও সাল, পাসওয়ার্ড ইত্যাদি। তবে ব্যক্তিগত, শিক্ষাগত ও পেশাগত জীবনের প্রয়োজনভেদে আরো অনেক ধরনের তথ্য মনে রাখতে পারতে হতে পারে।)
- তথ্যমূলক লেখার ব্যাপারে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে বলে পাঠ্যবই ও আমাদের আলোচনায় এসেছে তার সবকিছুর প্রতিফলন কী ‘রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন’ রচনাতে হয়েছে?
- যদি হয়ে থাকে, কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?
- যদি না হয়ে থাকে, কোথায় কোথায় হয়নি?

শিক্ষার্থীদের সাথে এ বিষয়ক আলোচনা শেষে নিচের অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তথ্যমূলক লেখার ধারণা উপস্থাপন করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন।

যে কোনো ধরনের লেখাতেই বিভিন্ন ধরনের তথ্য থাকে। তবে একজন লেখক যখন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে লেখায় বিভিন্ন ধরনের তথ্য সন্নিবেশ করেন তখন তাকে তথ্যমূলক লেখা বলে। এক্ষেত্রে তথ্যগুলো সংখ্যা, নাম, স্থান, সময়, বস্তু বা ব্যক্তি বা প্রাণীর বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তথ্যমূলক লেখা সাধারণত বর্ণনামূলক ভাষায় লেখা হয় এবং লেখক ব্যক্তিনিরপেক্ষ থেকে তার লেখায় তথ্যগুলো প্রকাশ করেন।

সেশন: ৪-৫

- **দলীয় কাজের মাধ্যমে তথ্যমূলক লেখা প্রস্তুত করা**

তথ্যমূলক লেখার ধারণা নিয়ে আলোচনা শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং পাঠ্যবইয়ের ‘তথ্যমূলক রচনার প্রস্তুতি’ অনুশীলনী অনুযায়ী নিজেদের বিদ্যালয় সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করবে। শিক্ষার্থীরা চাইলে অনুশীলনীতে প্রদত্ত বিষয়গুলোর সাথে আরো বিষয় যুক্ত করতে পারবে এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ অন্য যে কোনো ব্যক্তির সাথে যেন কথা বলতে পারে সে ব্যবস্থা শিক্ষক করবেন। শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা করে বা প্রয়োজন হলে শ্রেণিকক্ষের বাইরের মানুষ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে নিজেদের বিদ্যালয়ের উপর ১০০-৩০০ শব্দের একটি রচনা প্রস্তুত করবে।

দলীয় কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা অনুযায়ী তথ্য দিয়ে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের কাজ শেষ করলে একে একে সকল দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। শিক্ষার্থীরা কীভাবে দলীয় কাজ করবে ও উপস্থাপন করবে সে-ব্যাপারে শিক্ষক নিম্নলিখিত নির্দেশনা দেবেন।

- ‘তথ্যমূলক রচনার প্রস্তুতি’ অনুশীলনীটিতে বিদ্যালয় নিয়ে যে ৬টি বিষয় উল্লেখ করা আছে তার ভিত্তিতে তোমাদের বিদ্যালয় নিয়ে একটি লেখা প্রস্তুত করো।
- তোমরা চাইলে অনুশীলনীতে প্রদত্ত বিষয়গুলোর সাথে আরো বিষয় যুক্ত করতে পারবে এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য আমাকে বা বিদ্যালয়ের অন্য যে কোনো ব্যক্তির সাথে কথা বলতে পারো। বই, ইন্টারনেট ইত্যাদি থেকেও তথ্য সংগ্রহ করতে পারো।
- এ কাজের জন্য তোমাদের সময় ৩০ মিনিট। প্রয়োজন হলে তথ্য সংগ্রহের জন্য পুরো একটি ক্লাস বরাদ্দ রেখে পরবর্তী ক্লাসে লেখা প্রস্তুত ও উপস্থাপনে বরাদ্দ করা যেতে পারে
- প্রতি দল তাদের উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২ মিনিট।
- উপস্থাপনার পরপরই একদল অন্য দলকে কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো।
- পূর্বের দল তাদের প্রশ্নের উত্তরে যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছে তার চেয়ে ভিন্ন কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে শুধু তা তুলে ধরবে। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করবে না।
- উপস্থাপন শেষে কাগজটি আমার কাছে জমা দেবে।

প্রতি দলের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকও তাঁর মতামত প্রদান করতে পারবেন।

সেশন: ৬-৭

- **এককভাবে তথ্যমূলক লেখা প্রস্তুত করার জন্য বিষয় নির্ধারণ এবং লেখা প্রস্তুত করা**

এই পর্যায়ে একক কাজ হিসেবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে যে কোনো একটি বিষয় নির্ধারণ করে তার উপর ২০০-৩০০ শব্দের একটি তথ্যমূলক লেখা প্রস্তুত করতে বলবেন। এ কাজটি তারা ক্লাসে বসে করতে পারে বা বাড়ি থেকেও করে নিয়ে আসতে পারবে। এরপর ক্লাসে শিক্ষার্থীরা ছোটো ছোটো দলে একে অপরের সাথে নিজেদের লেখা নিয়ে আলোচনা করবে এবং নিজেরাই মূল্যায়ন করবে লেখাটি তথ্যমূলক লেখার বৈশিষ্ট্য পূরণ করতে পেরেছে কিনা।

শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে-অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের কাজের সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো দেবেন:

- তোমরা প্রত্যেকে যে কোনো ১টি বিষয় নির্ধারণ করবে এবং তার উপর একটি তথ্যমূলক লেখা প্রস্তুত করবে। এটি হতে পারে যে কোনো ব্যক্তি, বস্তু, বা ঘটনা নিয়ে। যেমন: কোনো প্রাণী, উদ্ভিদ, খাবারের বৈশিষ্ট্য ও উপকরণ; ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কবে, কোথায়, কখন, কাদের সাথে; খেলার ম্যাচ–কাদের খেলা, স্কোর, সময়, স্থান এর বর্ণনা; বিশেষ কোনো স্থান–কোথায়, কবে প্রতিষ্ঠা হয়েছে, কারা করেছে, ব্যবহার কী; বই, গল্প, কবিতা, সাহিত্যিক ইত্যাদি যে কোনো ধরনের বিষয়ের উপর তথ্যমূলক লেখা হতে পারে।
- লেখাটিতে বিষয়ের বিবরণ যেভাবে প্রস্তুত করবে তাতে নিজের মতামত বা ব্যক্তিগত অনুভূতি যেন প্রধান না হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, তুমি যদি একটি স্থানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখো তবে ঐ ঘটনায় যা ঘটেছে শুধুমাত্র তার ধারাবাহিক বিবরণ থাকবে। কীভাবে ভ্রমণের পরিকল্পনা করেছ, কখন রওনা করেছ, কার কার সাথে গিয়েছ, কী কী দেখেছ, কী খেয়েছ, কীভাবে ফিরেছ ইত্যাদির উল্লেখ করবে। তবে ভ্রমণে গিয়ে তোমার বা অন্যের কেমন লেগেছে সে অনুভূতি ও মতামতের কথা এ বর্ণনায় কম গুরুত্ব পাবে।
- লেখাটি ২০০-৩০০ শব্দের মধ্যে লিখবে। ১ পৃষ্ঠা থেকে সর্বোচ্চ ২ পৃষ্ঠা।
- লেখা শেষ হলে পূর্বের ছোটো দলে নিজেদের লেখা শেয়ার করবে। নিজের লেখা দলের সকলকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং লেখাটি বিবরণমূলক লেখার বৈশিষ্ট্য পূরণ করতে পেরেছে কিনা সে ব্যাপারে বাকিরা মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে।
- যে কোনো জিজ্ঞাসা বা ভিন্ন মত থাকলে আমাকে জানাবে এবং পরিমার্জন শেষে লেখাটি আমার কাছে জমা দেবে।

শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন, কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন।

মনে রাখবেন: সকল শিক্ষার্থীর জন্য তথ্যমূলক রচনা লেখার কাজটি সহজ হবে না। একইসাথে যারা লিখবে, সাহিত্যমান বিবেচনায় তা ভালো রচনা নাও হতে পারে। শিক্ষার্থীদের নিজে নিজে তথ্যমূলক রচনা লিখতে দেবার উদ্দেশ্য হলো, নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের পর্যবেক্ষণ বিভিন্ন ধরনের তথ্যের সমন্বয়ে ভাষায় রূপ দেবার কাজে তাদের হাতেখড়ি দেওয়া। তারা যেন নিজে থেকে তথ্যমূলক রচনা প্রস্তুত করার চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করতে গিয়ে হতাশ না হয়ে পড়ে সেটিই এ কাজের মূল লক্ষ্য। তাই, এ কাজের নির্দেশনা প্রদানের সময়ে শিক্ষার্থীদের বয়স, আগ্রহ ও চাহিদা, পারিপার্শ্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রাখবেন। তারা যে ধরনের লেখাই তৈরি করুক না কেন তাদের উৎসাহ দেবেন। যদি এমনটি ঘটে, যেখানে একজন শিক্ষার্থী চেষ্টা করার পরেও কিছুই প্রস্তুত করতে পারেনি, তবে চেষ্টা করার জন্যই তাকে মূল্যায়ন করবেন। একইসাথে সে যেন নিজে থেকে লেখার চেষ্টা অব্যাহত রাখে, সে ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে যাবেন। তিনি তার অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবেন, তবে তাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও প্রকাশ করার সুযোগ যেন ব্যাহত না হয়।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১১: বিশ্লেষণমূলক লেখা

এ শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা বিশ্লেষণমূলক লেখার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারে, লেখা থেকে তথ্য শনাক্ত করে তা বিশ্লেষণ করতে পারে, বিশ্লেষণমূলক লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে পারে, এবং অন্যান্য রচনা, ছক, সারণি,ছবি ইত্যাদির তথ্য বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করতে পারে।

কৌশল : প্রশ্নোত্তর, একক কাজ, দলীয় কাজ, আলোচনা, বিশ্লেষণ, তথ্য অনুসন্ধান, উপস্থাপনা ।

সেশন সংখ্যা : ৭

উপকরণ : পাঠ্যবইয়ের পঞ্চম অধ্যায় ৪র্থ পরিচ্ছেদ; সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

- 'কীটপতঙ্গের সঙ্গে বসবাস' রচনাটি পাঠ
- 'কীটপতঙ্গের সঙ্গে বসবাস' রচনার ধারণা ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা
- বিশ্লেষণমূলক লেখার ধারণা নিয়ে আলোচনা
- দলীয় কাজের মাধ্যমে ছক বিশ্লেষণ করা ও বিশ্লেষণমূলক লেখা প্রস্তুত করা
- দলীয় কাজের মাধ্যমে ছবি বিশ্লেষণ করা ও বিশ্লেষণমূলক লেখা প্রস্তুত করা

সেশন: ১-২

- **'কীটপতঙ্গের সঙ্গে বসবাস' রচনাটি পাঠ**
- **'কীটপতঙ্গের সঙ্গে বসবাস' রচনার ধারণা ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা**

১ম ধাপ

শিক্ষক পাঠ্যবই হতে 'কীটপতঙ্গের সঙ্গে বসবাস' লেখাটি প্রথমে ৫ মিনিট সময়ের মধ্যে যতখানি পারে নীরবে পাঠ করতে বলবেন। এরপর রচনাটি ৩ লাইন করে সবাইকে শব্দ করে পড়ার নির্দেশ দেবেন। সরব পাঠের কাজটি শ্রেণিকক্ষের প্রত্যেক শিক্ষার্থী ৩ লাইন পাঠ করে করে পুরো রচনাটি পাঠ সম্পন্ন করবে। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থী সংখ্যা বিবেচনায় পুরো লেখাটি একাধিকবার পাঠ হতে পারে। শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যেন সকল শিক্ষার্থী পাঠের কাজে অংশ নিতে পারে। তবে সময় বিবেচনায় সকল শিক্ষার্থীকে সরব পাঠে অংশগ্রহণ করানো সম্ভব না হলে, যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি তাদের পরবর্তী পাঠে সুযোগ দেবেন এবং তা জানিয়ে রাখবেন। পাঠ শুরুর আগেই শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- ‘কীটপতঙ্গের সঙ্গে বসবাস’ লেখাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এজন্য সময় ৫ মিনিট। পুরো রচনা এ সময়ের মধ্যে পড়া শেষ করতে না পারলেও সমস্যা নেই।
- এরপর ক্লাসের সকল শিক্ষার্থী নিজেদের জায়গায় থেকে ‘কীটপতঙ্গের সঙ্গে বসবাস’ রচনাটি ৩ লাইন করে ক্রমান্বয়ে পড়বে। তোমার পাশের সহপাঠী যে লাইনে এসে পাঠ শেষ করবে তুমি তার পরের লাইন থেকে শুরু করে আরো ৩ লাইন পড়বে।
- জোরে পড়ার চেষ্টা করবে যেন ক্লাসের সবাই তোমার কথা শুনতে পায়।
- এক্ষেত্রে শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হচ্ছে কি না, তা একজন পড়ার সময়ে অন্যরা খেয়াল করবে। কোনো মতামত থাকলে তা জানাবে।
- কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তাও জানাবে।

সরব পাঠের সময়ে শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণের দিকে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন, কোনো উচ্চারণ সঠিক না হলে পুনরায় বলতে বলবেন এবং প্রয়োজন হলে সঠিক উচ্চারণটি বলে দেবেন। শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখবেন পাঠের কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে সেগুলো চিহ্নিত করে রাখতে। লেখাটিতে যেসব নতুন শব্দ তারা খুঁজে পাবে সেগুলো পাঠ্যবইয়ের ‘শব্দের অর্থ’ অংশ থেকে পড়তে বলবেন। ‘শব্দের অর্থ’ অংশে প্রদত্ত শব্দের অর্থের বাইরে আরও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা আছে কি না জানতে চাইবেন এবং সেগুলোর অর্থ বুঝতে তাদের সাহায্য করবেন।

২য় ধাপ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধাজনক সংখ্যক সদস্যের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং পাঠ্যবইয়ের ‘পড়ে কী বুঝলাম’ অনুশীলনীতে প্রদত্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা করে উত্তর প্রস্তুত করার নির্দেশনা দেবেন। দলীয় কাজ করার সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। তবে উত্তর বলে দেবেন না। শিক্ষার্থীরা কীভাবে দলীয় কাজ করবে ও উপস্থাপন করবে সে-ব্যাপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- ‘পড়ে কী বুঝলাম’ অনুশীলনীটি নিয়ে দলে কাজ করার জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- প্রতিটি প্রশ্নের জন্য সংক্ষিপ্তভাবে কিছু উত্তর লিখিত আকারে প্রস্তুত রাখবে। এক্ষেত্রে দলের সদস্যদের থেকে যে কোনো ধরনের মতামত আসুক না কেন তা সংযুক্ত করতে হবে। কোনো ধারণাই বাদ দেওয়া যাবে না।
- প্রতি দল তাদের উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২ মিনিট এবং শুধুমাত্র একটি প্রশ্নের উত্তর উপস্থাপন করবে।
- উপস্থাপনার পরপরই একদল অন্য দলকে কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো।
- পূর্বের দল তাদের প্রশ্নের উত্তরে যে-বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছে তার চেয়ে ভিন্ন কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে শুধু তা তুলে ধরবে। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করবে না।
- উপস্থাপনার পরপরই একদল অন্য দলকে কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো।

প্রতি দলের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকও তাঁর মতামত প্রদান করতে পারবেন।

নমুনা উত্তর: 'পড়ে কী বুঝলাম'

প্রশ্ন	উত্তর
ক. এই রচনাটি কোন বিষয় নিয়ে লেখা?	রচনাটি কীটনাশকের সুফল ও কুফল নিয়ে লেখা।
খ. লেখাটির মধ্যে কী কী বিশ্লেষণ আছে?	কীটনাশক ব্যবহারের ফলে কীটপতঙ্গের সাথে পাখি ও মাছের মৃত্যু শুধু নয় পরিবেশেরও ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে।
গ. বিবরণমূলক লেখার সাথে এই লেখাটির কী কী মিল বা পার্থক্য আছে?	বিবরণের সঙ্গে তথ্যগত মিল রয়েছে। পার্থক্য রয়েছে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে। এখানে বর্ণনার পাশাপাশি বিষয়ের বিশ্লেষণধর্মিতা প্রাধান্য পেয়েছে।
ঘ. তথ্যমূলক লেখার সাথে এই লেখাটির কী কী মিল বা পার্থক্য আছে?	তথ্যমূলক লেখার সঙ্গে মিল খুঁজে পাই তথ্য ও বিষয়ের বর্ণনায়। পার্থক্য হচ্ছে তথ্যমূলক রচনায় বিশ্লেষণ কম থাকে; এক্ষেত্রে বেশি থাকে।
ঙ. এই লেখা থেকে নতুন কী কী জানতে পারলে বা কোন বিষয়টি তোমার কাছে বিশেষভাবে লক্ষণীয় মনে হয়েছে?	কীটপতঙ্গ যে শুধু ক্ষতি করে তা নয়, এরা উদ্ভিদ ও মানুষের নানা উপকারেও আসে। আবার ঢালাওভাবে কীটনাশকের ব্যবহারে পরিবেশ ও জীবনের ভারসাম্য নষ্টও হতে পারে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে ক্ষতিকর রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহারের পরিবর্তে অন্যভাবে কীটনাশকের নিধন করা সম্ভব।

এরপর 'বলি ও লিখি' অনুশীলনী অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থী অল্প কিছু বাক্যে 'কীটপতঙ্গের সঙ্গে বসবাস' লেখাটিতে লেখকের মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লিখবে। এ কাজের জন্য শিক্ষক ৫-১০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এরপর পূর্বের ছোটো দলে শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাথে নিজেদের কাজ শেয়ার করবে এবং নিজেরাই মূল্যায়ন করবে লেখকের মূল বক্তব্য তারা কতটা ভালোভাবে তুলে আনতে পেরেছে। কাজ শুরুর পূর্বে শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করতে পারেন:

- 'কীটপতঙ্গের সঙ্গে বসবাস' লেখাটিতে লেখকের কথা প্রত্যেকে এখন একটি বিচ্ছিন্ন কাগজে ১০/১৫ বাক্যের মধ্যে নিজেদের ভাষায় লিখবে।
- এ কাজের জন্য সময় পাবে ১০/১৫ মিনিট।
- লেখা শেষ হলে দলে নিজেদের লেখা শেয়ার করবে। নিজের লেখা দলের সকলকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যরা তার উপর নিজেদের মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে।
- যে কোনো জিজ্ঞাসা বা ভিন্নমত থাকলে আমাকে জানাবে এবং পরিমার্জন শেষে লেখাটি আমার কাছে জমা দেবে।

শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন, কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে-অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন।

সেশন: ৩

- **বিশ্লেষণমূলক লেখার ধারণা নিয়ে আলোচনা**

'কীভাবে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়' অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিশ্লেষণমূলক লেখার জন্য কী কী বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে তা শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন। তাদের কাছে জানতে চাইবেন, বিশ্লেষণমূলক লেখা সম্পর্কে যে ধারণা দেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে তাদের যদি ভিন্নমত থাকে তা উপস্থাপন করতে এবং একইসাথে কোনো অতিরিক্ত বিষয় যদি বিবেচনায় আনা উচিত বলে তারা মনে করে তবে তাও উল্লেখ করতে বলবেন। একইসাথে শিক্ষকও তার মতামত যুক্ত করতে পারেন। এরপর তাদের কাছে জানতে চাইবেন, 'কীটপতঙ্গের সঙ্গে বসবাস' রচনাতে এ ধারণাগুলোর প্রতিফলন হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে কীভাবে হয়েছে বা কোথায় কোথায় হয়নি। আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:

- বিশ্লেষণমূলক লেখায় কী করা হয়?
- (নমুনা উত্তর: বিশ্লেষণমূলক লেখায় যে কোনো ধরনের বর্ণনানির্ভর, উপাত্তনির্ভর, বা ছক-সারণি-ছবির তথ্য পর্যবেক্ষণ করে তথ্যগুলো মূলত যে ধারণা প্রকাশ করছে তা সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ, এ ধরনের লেখায় বিভিন্ন ধরনের তথ্য বিশ্লেষণ করে এক বা একাধিক সিদ্ধান্তে বা অনুমানে আসা হয়।)
- বিশ্লেষণমূলক লেখার কোনো উদাহরণ কি কেউ দিতে পারবে?
- (নমুনা উত্তর: মতামতধর্মী যে কোনো লেখা, পাঠক প্রতিক্রিয়া, খেলার উপর মতামত, সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় লেখা, ছক-সারণি-ছবি সম্পর্কে মতামত ইত্যাদি)
- বিশ্লেষণমূলক লেখায় কী ব্যক্তিগত মতামত দেবার সুযোগ থাকে?
- (নমুনা উত্তর: উপাত্তনির্ভর তথ্যপূর্ণ লেখা বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে সাধারণত ব্যক্তিগত মতামতের সুযোগ খুব কম। যেমন: ক্রিকেট খেলার স্কোর দেখে জয়-পরাজয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মতামতের সুযোগ নেই, তবে আংশিক স্কোর জেনে সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে অনুমান করা যায়।)
- লেখা বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে বলে পাঠ্যবই ও আমাদের আলোচনায় এসেছে তার সবকিছুর প্রতিফলন কী 'কীটপতঙ্গের সঙ্গে বসবাস' রচনাতে হয়েছে?
- যদি হয়ে থাকে, কীভাবে প্রতিফলন হয়েছে?
- যদি না হয়ে থাকে, কোথায় কোথায় হয়নি?

শিক্ষার্থীদের সাথে এ বিষয়ের আলোচনা শেষে নিচের অনুচ্ছেদের বক্তব্য অনুযায়ী বিশ্লেষণমূলক লেখার ধারণা উপস্থাপন করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন।

> তথ্যসংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণ করতে পারাটা একটি জরুরি দক্ষতা। এতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সমস্যা বা পরিস্থিতি দেখার সুযোগ তৈরি হয় এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত বা অনুমানে উপনীত হওয়া যায়। বিষয়ভেদে তথ্যবিশ্লেষণ করে তা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয়। যেমন: উপাত্তনির্ভর তথ্যপূর্ণ লেখা বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে সাধারণত ব্যক্তিগত মতামতের সুযোগ সীমিত থাকে। তবে তথ্যের ধরনভেদে লেখকের নিজের বোধগম্যতা ও অনুভূতি প্রকাশ পেতে পারে। বিশ্লেষণধর্মী লেখায় বিভিন্ন তথ্যের মধ্যকার সম্পর্ক, তুলনা, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য প্রকাশ করা যায়। আবার একই লেখার বিশ্লেষণ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

সেশন: ৪-৫

- **দলীয় কাজের মাধ্যমে ছক বিশ্লেষণ করা ও বিশ্লেষণমূলক লেখা প্রস্তুত করা**

বিশ্লেষণমূলক লেখার ধারণা নিয়ে আলোচনা শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধাজনক সংখ্যক সদস্যের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং পাঠ্যবইয়ের 'কীভাবে উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়' অনুশীলনীতে প্রদত্ত ছক ও নমুনা উত্তর অনুযায়ী নতুন করে কমপক্ষে ১০টি বিশ্লেষণমূলক বাক্য রচনা করার নির্দেশ দেবেন। দলীয় কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা অনুযায়ী তথ্য দিয়ে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের কাজ শেষ করলে একে একে সকল দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। শিক্ষার্থীরা কীভাবে দলীয় কাজ করবে ও উপস্থাপন করবে সে-ব্যাপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- 'কীভাবে উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়' অনুশীলনীটিতে যে ছক দেওয়া আছে তা ভালো করে পড়ো। এ ছকের তথ্য বিশ্লেষণ করে কীভাবে তা বাক্যে প্রকাশ করতে হবে তা নিয়ে ২টি নমুনা বাক্য দেওয়া আছে। (ভিয়েতনামে পাঁচ বছরের মধ্যে বাঘের সংখ্যা চার ভাগের এক ভাগে নেমে গিয়েছে, ছকে প্রদত্ত ৮টি দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাঘ আছে ভারতে)। এ দুটি নমুনা-বাক্যের মতো করে নতুন অন্তত ৫টি নমুনা-বাক্য প্রস্তুত করো।
- বিদ্যালয় নিয়ে যে ৬টি বিষয় উল্লেখ করা আছে তার ভিত্তিতে তোমাদের বিদ্যালয় নিয়ে একটি লেখা প্রস্তুত করো।
- এ কাজের জন্য তোমাদের সময় ২০-৩০ মিনিট।
- প্রতি দল তাদের উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২ মিনিট।
- উপস্থাপনার পরপরই একদল অন্য দলকে কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো। মতামতের প্রদানের সময়ে এটা লক্ষ রাখবে যে বন্ধুরা যে ধরনের বিশ্লেষণমূলক বাক্য তৈরি করেছে তা আসলেই ছকে প্রদত্ত তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।
- পূর্বের দল যে ধরনের বাক্য তৈরি করেছে তার চেয়ে ভিন্ন কোনো বাক্য থাকলে শুধু তা তুলে ধরবে। একই বাক্য পুনরাবৃত্তি করবে না।
- উপস্থাপন শেষে কাগজটি আমার কাছে জমা দেবে।

প্রতি দলের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকও তাঁর মতামত প্রদান করতে পারবেন।

ছক থেকে নমুনা বিশ্লেষণমূলক বাক্য

১. ছকে বাংলাদেশ, ভুটান, কম্বোডিয়া, ভারত, মিয়ানমার, নেপাল, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনাম সহ মোট ৮টি দেশের ২০১০ এবং ২০১৫ সালে আলাদাভাবে বাঘের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।
২. ২০১০ সালে সবচেয়ে বেশি বাঘ ছিল ভারতে এবং সংখ্যাটি হলো ১৭০৬।
৩. বাঘের সংখ্যা বিবেচনায় ২০১০ সালে দেশগুলোর মধ্যে ২য় অবস্থানে হলো বাংলাদেশ।
৪. ২০১০ সালে সবচেয়ে কম বাঘ ছিল ভিয়েতনামে এবং সংখ্যাটি হলো ২০।
৫. ২০১৫ সালে সবচেয়ে বেশি বাঘ ছিল ভারতে এবং সংখ্যাটি হলো ২২২৬।
৬. বাঘের সংখ্যা বিবেচনায় ২০১৫ সালে দেশগুলোর মধ্যে ২য় অবস্থানে হলো নেপাল।
৭. ২০১০ সালে দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম বাঘ ছিল ভিয়েতনামে এবং কম্বোডিয়া তখন একেবারেই বাঘশূন্য হয়ে যায়।
৮. ৮টির মধ্য মিয়ানমার হলো একমাত্র দেশ যেখানে দুটি জরিপেই বাঘের সংখ্যা অপরিবর্তিত।
৯. ৫ বছর ব্যাবধানে করা ২য় জরিপে শুধুমাত্র ৩টি দেশে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেগুলো হলো: ভুটান, ভারত ও নেপাল।
১০. ৫ বছর ব্যবধানে বাংলাদেশে বাঘের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ৪ গুণের বেশি।

শিক্ষার্থীদের কাজের জন্য বা মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক নিচের সারণি বা অনুরূপ আরো সারণি ব্যবহার করতে পারেন।

নিচের ছকে একটি বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে দিবা শাখা ও প্রভাতী শাখায় শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা দেওয়া আছে। তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে ছকটির উপর একটি অনুচ্ছেদ লেখো:

সাল	প্রভাতী শাখার শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা	দিবা শাখায় শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা
২০২২	৭২	৮৫
২০২১	৫৫	৬১
২০২০	৬৭	৭৯
২০১৯	৭০	৭০
২০১৮	৪০	৮০
২০১৭	৭০	৭৮
২০১৬	৬৫	৬৩

নিচের ছকে বিভিন্ন খাতে ৪ সদস্যের একটি পরিবারের মাসিক ব্যয়ের হার দেওয়া হলো। তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে ছকটির উপর একটি অনুচ্ছেদ লেখো:

খরচের খাত	শতকার হার (%)
খাদ্য	৩৭%
বাসা ভাড়া	২২%
গ্যাস-বিদ্যুৎ বিল	৫%
চিকিৎসা	১১%
যাতায়ত	৭%
শিক্ষা	১৫%
মোবাইল বিল	৩%

সেশন: ৬-৭

- **দলীয় কাজের মাধ্যমে ছবি বিশ্লেষণ করা ও বিশ্লেষণমূলক লেখা প্রস্তুত করা**

শিক্ষক বাংলা বা ভিন্ন কোনো পাঠ্যবইয়ের কিছু ছবি আগে থেকেই শনাক্ত করে রাখবেন। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের শনাক্তকৃত নমুনা ছবিগুলো দেখে ছবিতে কী প্রকাশ পাচ্ছে তা বিশ্লেষণ আকারে প্রস্তুত করতে বলবেন। এক্ষেত্রে একই ছবি নিয়ে যেন অন্তত ২টি দল কাজ করে সে ব্যাপারে লক্ষ রাখবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধাজনক সংখ্যক সদস্যের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং কাজটি তারা ক্লাসে বসে করতে পারে বা বাড়ি থেকেও করে নিয়ে আসতে পারবে। এরপর ক্লাসে শিক্ষার্থীরা ছোটো দলে নির্দিষ্ট ছবির উপর প্রস্তুত করা বিশ্লেষণমূলক লেখা নিয়ে আলোচনা করবে, পরিমার্জন করে নিজেরাই চূড়ান্ত করবে। দলীয় কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা অনুযায়ী তথ্য দিয়ে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের কাজ শেষ করলে একে একে সকল দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। শিক্ষার্থীরা কীভাবে দলীয় কাজ করবে ও উপস্থাপন করবে সে-ব্যাপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- প্রতি দুই দল একই ছবি নিয়ে বিশ্লেষণমূলক অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করবে।
- এ কাজের জন্য সময় ২০-৩০ মিনিট। লেখাটি ১০০-২০০ শব্দের মধ্যে লিখবে। ১ পৃষ্ঠা থেকে সর্বোচ্চ ২ পৃষ্ঠা।
- প্রতি দল তাদের উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২ মিনিট। একই ছবি নিয়ে যে দুই দল কাজ করেছে তারা পরপর উপস্থাপন করবে এবং ছবিটি নিয়ে তাদের বিশ্লেষণে মিল-অমিল কী কী এসেছে তা আমরা লক্ষ করব।
- দুই দলের উপস্থাপনা শেষে আমরা বাকিরা একসাথে মতামত দেব। আলোচনার সুবিধার্থে সবাই আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো। মতামতের প্রদানের সময়ে এটা লক্ষ রাখবে যে বন্ধুরা যে ধরনের বিশ্লেষণমূলক বক্তব্য তৈরি করেছে তা আসলেই ছবির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।
- যে কোনো জিজ্ঞাসা বা ভিন্নমত থাকলে আমাকে জানাবে এবং উপস্থাপন শেষে কাগজটি আমার কাছে জমা দেবে।

শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন, কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে-অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন।

বিশ্লেষণ করার জন্য বাংলা বই থেকে শিক্ষক যে ছবিগুলো শনাক্ত করতে পারেন:

কবিতা: 'বাঁচতে দাও', 'আমি সাগর পাড়ি দেব', 'আমরা সবাই রাজা'

প্রবন্ধ: 'কীটপতঙ্গের সঙ্গে বসবাস'।

৫ম পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১২: কল্পনানির্ভর লেখা

এ শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা কল্পনানির্ভর লেখার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারে, অন্যান্য ধরনের লেখার সাথে কল্পনানির্ভর লেখার পার্থক্য করতে পারে, কল্পনানির্ভর লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে পারে এবং এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হিসেবে নিজেরা কল্পনানির্ভর লেখা প্রস্তুত করতে পারে।

কৌশল : প্রশ্নোত্তর, একক কাজ, দলীয় কাজ, আলোচনা, বিশ্লেষণ, তথ্য অনুসন্ধান, উপস্থাপনা ।

সেশন সংখ্যা : ৫

উপকরণ : পাঠ্যবইয়ের পঞ্চম অধ্যায় ৫ম পরিচ্ছেদ; সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

- কল্পনানির্ভর বিষয়ের ধারণা নিয়ে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা ও মতামত নিয়ে আলোচনা
- ‘সাত ভাই চম্পা’ রচনাটি পাঠ
- ‘সাত ভাই চম্পা’ রচনার ধারণা ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা
- কল্পনানির্ভর লেখার ধারণা নিয়ে আলোচনা
- কল্পনানির্ভর লেখার বিষয়বস্তু নির্ধারণ এবং কল্পনানির্ভর লেখা প্রস্তুত করা

সেশন: ১

- **কল্পনানির্ভর বিষয়ের ধারণা নিয়ে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা ও মতামত নিয়ে আলোচনা**
- **‘সাত ভাই চম্পা’ রচনাটি সরব পাঠ**

১ম ধাপ

ক্লাসের শুরুতেই শিক্ষক শিক্ষার্থীদের চোখ বন্ধ করে নিচের কথাগুলো ভাবতে বলবেন। যদি ব্যাপারগুলো আসলেই হতো তাহলে তা দেখতে কেমন হতো:

- ধরো আমাদের সবার পাখির মতো ডানা আছে। স্কুলে আগে যেমন সবাই হেঁটে বা বিভিন্ন যানবাহনে আসতাম এখন আর সেভাবে না এসে সবাই উড়ে উড়ে আসছি।
- আবার গাছেরা মানুষের মতো কথা বলতে পারে এবং এখন আমরা যেভাবে হাঁটি তারাও সেভাবেই হাঁটতে পারে।

কিছু সময় পরে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের চোখ খুলতে বলবেন এবং তাদের মতামত জানতে চাইবেন। তাদের জিজ্ঞাসা করবেন:

- এমন অদ্ভুত ব্যাপার কী কেউ কখনো দেখেছে কি না। না দেখলেও কোথা শুনেছে বা পড়েছে?
- শুনলে কোথায় শুনেছে বা এমন কী ধরনের লেখা পড়েছ?
- এটা হতে পারে তোমরা বইয়ে পড়েছ, অন্যের মুখে শুনেছ বা টিভি-মোবাইল-ইন্টারনেটে দেখেছ।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে কারো কারো ঠাকুরমার ঝুলি, প্রচলিত ভৌতিক কাহিনী, দেশি-বিদেশি রূপকথা, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী, কমিকস ইত্যাদি পড়ার অভিজ্ঞতা থাকতে পারে বা কার্টুন, কমিকস, সিনেমা, নাটক দেখার অভিজ্ঞতা থাকতে পারে, যেখানে বিভিন্ন ধরনের কাল্পনিক বিষয় আছে। শিক্ষক চেষ্টা করবেন যেন এ ধরনের অভিজ্ঞতাগুলো শিক্ষার্থীরা আলোচনায় শেয়ার করে। যদি শিক্ষার্থীরা বিদেশি সুপারহিরো সিনেমা সম্পর্কে জানে, তবে সে বিষয়গুলো বাস্তব না মিছেমিছি তা জানতে চাইতে পারেন। তবে আলোচনায় যে কোনো ধরনের ধর্মীয় উপকথা চলে এলে, এ ব্যাপারে সংবেদনশীলতার কথা বিবেচনা করে আলোচনা করবেন। যে ব্যাপারগুলো মানবসৃষ্ট কাল্পনিক ধারণা বলে সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত শুধুমাত্র তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

এভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষক কল্পনানির্ভর লেখা, কার্টুন, কমিকস, সিনেমা, নাটক ইত্যাদি নিয়ে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা ও মতামত নিয়ে আলোচনা করবেন। এরপর উল্লেখ করবেন যে পাঠ্যবইয়ের ‘সাত ভাই চম্পা’ লেখাটিও অমন একটি কাল্পনিক রচনা।

২য় ধাপ

শিক্ষক পাঠ্যবই হতে ‘সাত ভাই চম্পা’ লেখাটি প্রথমে ৫ মিনিট সময়ের মধ্যে যতখানি পারে নীরবে পাঠ করতে বলবেন। এরপর রচনাটির ৩ লাইন করে সবাইকে শব্দ করে পড়ার নির্দেশ দেবেন। সরব পাঠের কাজটি শ্রেণিকক্ষের প্রত্যেক শিক্ষার্থী ৩ লাইন করে পাঠ করে পুরো রচনাটি পড়ে ফেলবে। শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যেন সকল শিক্ষার্থী পাঠের কাজে অংশ নিতে পারে। পাঠ শুরুর আগেই শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- ‘সাত ভাই চম্পা’ লেখাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এ জন্য সময় ৫ মিনিট। পুরো রচনা এ সময়ের মধ্যে পড়া শেষ করতে না পারলেও সমস্যা নেই।
- এরপর ক্লাসের সকল শিক্ষার্থী নিজেদের জায়গায় থেকেই ‘সাত ভাই চম্পা’ রচনাটি ৩ লাইন করে ক্রমান্বয়ে পড়বে। তোমার পাশের বন্ধুটি যে লাইনে এসে পাঠ শেষ করবে তুমি তার পরের লাইন থেকে শুরু করে আরো ৩ লাইন পড়বে।
- জোরে পড়ার চেষ্টা করবে যেন ক্লাসের সবাই তোমার কথা শুনতে পায়।
- এক্ষেত্রে শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হচ্ছে কি না, তা একজন পড়ার সময়ে অন্যরা খেয়াল করবে। কোনো মতামত থাকলে তা জানাবে।
- কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তাও জানাবে।

সরব পাঠের সময়ে শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণের দিকে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন, কোনো উচ্চারণ সঠিক না হলে পুনরায় বলতে বলবেন এবং প্রয়োজন হলে সঠিক উচ্চারণটি বলে দেবেন। শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখবেন, পাঠের কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে তা যেন সে চিহ্নিত করে রাখে। লেখাটিতে যেসব নতুন শব্দ তারা খুঁজে পাবে সেগুলো পাঠ্যবইয়ের ‘শব্দের অর্থ’ অংশ থেকে পড়তে বলবেন। ‘শব্দের অর্থ’ অংশে প্রদত্ত শব্দের অর্থের বাইরে আরও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা আছে কি না, জানতে চাইবেন এবং সেগুলোর অর্থ বুঝতে তাদের সাহায্য করবেন।

সেশন: ২

- **‘সাত ভাই চম্পা’ রচনার ধারণা ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা**

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং পাঠ্যবইয়ের ‘পড়ে কী বুঝলাম’ অনুশীলনীতে প্রদত্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে শিক্ষার্থীদের দলে আলোচনা করে উত্তর প্রস্তুত করার নির্দেশ দেবেন। দলীয় কাজ করার সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। তবে উত্তর বলে দেবেন না। শিক্ষার্থীরা কীভাবে দলীয় কাজ করবে ও উপস্থাপন করবে সে-ব্যপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- ‘সাত ভাই চম্পা’র সাথে পাঠ্যবইয়ের অন্যান্য লেখার মূল পার্থক্য কী?
- ‘পড়ে কী বুঝলাম’ অনুশীলনীতে প্রদত্ত ৫টি নমুনা প্রশ্ন অনুযায়ী কী ধরনের উত্তর হবে তা নিয়ে দলে আলোচনা করবে ও উত্তরগুলো লিখবে। এ কাজ করার জন্য সময় ২০ মিনিট।
- এক্ষেত্রে দলের সদস্যদের থেকে যে কোনো ধরনের মতামত আসুক না কেন তা উত্তরে সংযুক্ত করতে হবে। কোনো ধারণাই বাদ দেওয়া যাবে না।
- প্রতি দল সবকটি প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করলেও শুধুমাত্র ১টি প্রশ্নের উত্তর উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২ মিনিট।
- যে প্রশ্নের উপর উপস্থাপন করা হয়েছে, তোমার দল তার চেয়ে ভিন্ন কোনো ধারণা প্রস্তুত করলে হাত তুলে জানাবে ও মুখে বলবে। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করবে না।
- উপস্থাপনার পরপরই একদল অন্য দলকে কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো।

প্রতি দলের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকও তাঁর মতামত প্রদান করতে পারবেন।

নমুনা উত্তর: ‘পড়ে কী বুঝলাম’

প্রশ্ন	উত্তর
ক. আগে এ ধরনের আর কী কোনো গল্প পড়েছ? পড়লে তা কী নিয়ে?	পড়েছি। রূপকথার গল্প, সিন্দাবাদের কাহিনি, আলিফ লায়লার কাহিনি, পরিদের গল্প, পশুপাখির কাহিনি ইত্যাদি।
খ. ‘সাত ভাই চম্পা’ গল্পে কী কী চরিত্র আছে?	রাজা, বড়ো রানি, মেজো রানি, সেজো রানি, নোয়া রানি, কনে রানি, ছোটো রানি, দুয়োরানি, মালি, ঘুঁটে-কুড়ানি দাসী, রাজপুত্র, রাজকন্যা ইত্যাদি।
গ. এখানকার কোন কোন ঘটনা বাস্তবে হয় না?	রাজা ও রানির কোমরে সোনার শিকল বেঁধে রাখা হয় না, মানুষের ঘরে ইঁদুর, ব্যাঙ আর কাঁকড়ার জন্ম হয় না, পারুল ফুল আর চাপার ফুল কথা বলে না।
ঘ. এখানকার কোন কোন ঘটনা বাস্তবেও ঘটতে পারে?	রাজার ছেলে নাও হতে পারে, মানুষ মানুষকে হিংসা করতে পারে, রাজার মনে দুঃখ থাকতে পারে ইত্যাদি।
ঙ. এই গল্প পড়ে আমরা কী বুঝলাম? বা গল্পের কোন বিষয়টি তোমার কাছে বিশেষভাবে লক্ষণীয় মনে হয়েছে?	হিংসা করা ভালো নয়; হিংসা নিজের অমঙ্গল ডেকে আনে।

এরপর 'বলি ও লিখি' অনুশীলনী অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থী অল্প কিছু বাক্যে 'সাত ভাই চম্পা' লেখাটিতে লেখকের মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লিখবে। এ কাজের জন্য শিক্ষক ৫-১০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এরপর পূর্বের ছোটো দলে শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাথে নিজেদের কাজ শেয়ার করবে এবং নিজেরাই মূল্যায়ন করবে লেখকের মূল বক্তব্য তারা কতটা ভালোভাবে তুলে আনতে পেরেছে। কাজ শুরুর পূর্বে শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করতে পারেন:

- 'সাত ভাই চম্পা' লেখাটির মূল কাহিনি ১০/১৫ বাক্যের মধ্যে নিজেদের ভাষায় লিখবে।
- এ কাজের জন্য সময় পাবে ১০/১৫ মিনিট।
- লেখা শেষ হলে দলে নিজেদের লেখা শেয়ার করবে। নিজের লেখা দলের সকলকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যরা তার উপর নিজেদের মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে।
- যে কোনো জিজ্ঞাসা বা ভিন্নমত থাকলে আমাকে জানাবে এবং পরিমার্জন শেষে লেখাটি আমার কাছে জমা দেবে।

শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন, কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন।

সেশন: ৩

- **কল্পনানির্ভর লেখার ধারণা নিয়ে আলোচনা**

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন যে এ পরিচ্ছেদের নাম যে 'কল্পনানির্ভর লেখা'–তা সবাই নিশ্চয় লক্ষ করেছ। এখন পর্যন্ত বিভিন্ন আলোচনা ও কাজের প্রেক্ষিতে কল্পনানির্ভর লেখা মানে তাদের কাছে কী তা জানতে চাইবেন। আলোচনার সুবিধার্থে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:

- কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য কী?
- কল্পনানির্ভর লেখা মানে কি এতে বাস্তবের কিছুই থাকবে না?
- যে কোনো বিষয় নিয়েই কি কল্পনানির্ভর লেখা যেতে পারে?
- কল্পনানির্ভর লেখায় কি ব্যক্তিগত মতামত দেবার সুযোগ থাকে?
- 'সাত ভাই চম্পা' কি কল্পনানির্ভর লেখা? কেন বা কেন নয়?
- কল্পনানির্ভর লেখার ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হয়?

শিক্ষার্থীদের সাথে এ বিষয়ক আলোচনা শেষে নিচের অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কল্পনানির্ভর লেখার ধারণা উপস্থাপন করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন।

কাল্পনিক যে কোনো বিষয় যার অস্তিত্ব বাস্তব জীবনের উদাহরণের সাথে মেলে না তা-ই হলো কল্পনানির্ভর লেখা। এধরনের লেখার সাথে অনেক সময়ে বাস্তব জীবনের তথ্য, ঘটনা, বস্তু, প্রাণী ইত্যাদির সম্পর্ক থাকতে পারে আবার বাস্তব-অবাস্তব ধারণার সংমিশ্রণও থাকতে পারে। বিভিন্ন ধরনের রূপকথা, উপকথা, প্রচলিত ভৌতিক কাহিনী, কমিকস, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ইত্যাদি হলো কাল্পনিক লেখার সুপরিচিত উদাহরণ। আবার কাল্পনিক লেখা নির্ভর বিভিন্ন ধরনের কার্টুন, নাটক, সিনেমাও প্রস্তুত করা হয় (যেমন: হ্যারিপটার, ব্যাটম্যান, সুপারম্যান, স্পাইডারম্যান, হাল্ক, সাত ভাই চম্পা, বিভিন্ন ধরনের কমিকস, দেশি-বিদেশি রূপকথা)।

সেশন: ৪-৫

- **কল্পনানির্ভর লেখার বিষয়বস্তু নির্ধারণ এবং কল্পনানির্ভর লেখা প্রস্তুত-করা**

কল্পনানির্ভর লেখার ধারণা বিষয়ক আলোচনার শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং যে কোনো একটি বিষয়ের উপর কাল্পনিক লেখা প্রস্তুত করার নির্দেশনা দেবেন। শিক্ষার্থীদের বোঝার সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো বলবেন:

- প্রথমে যে কোনো একটি বিষয় নির্ধারণ করবে এবং এর উপর দলীয় আলোচনার মাধ্যমে লেখাটি প্রস্তুত করতে থাকবে।
- লেখাটি একেবারেই নতুন করে লিখতে হবে এমন নয়। বরং চাইলে ইতোমধ্যেই জানা কোনো কল্পনানির্ভর লেখা, সিনেমা, কমিকস, কার্টুন ইত্যাদি অবলম্বনে নিজেদের ভাষায় ভিন্নভাবে লেখার চেষ্টা করতে পারো ।

দলীয় কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময়ে নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা অনুযায়ী তথ্য দিয়েও সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের কাজ শেষ করলে একে একে সকল দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। শিক্ষার্থীরা কীভাবে দলীয় কাজ করবে ও উপস্থাপন করবে সে-ব্যাপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- এ কাজের জন্য তোমাদের সময় ৩০ মিনিট। (প্রয়োজন হলে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে লেখাটি প্রস্তুত করার জন্য পুরো একটি ক্লাস বরাদ্দ করা যেতে পারে।)
- প্রতি দল তাদের উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২ মিনিট।
- উপস্থাপনার পরপরই একদল অন্য দলকে কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো।
- পূর্বের দল তাদের প্রশ্নের উত্তরে যে-বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছে তার চেয়ে ভিন্ন কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে শুধু তা তুলে ধরবে। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করবে না।
- উপস্থাপন শেষে কাগজটি আমার কাছে জমা দেবে।

প্রতি দলের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকও তাঁর মতামত প্রদান করতে পারবেন।

মনে রাখবেন: সকল শিক্ষার্থীর জন্য কাল্পনিক রচনা লেখার কাজটি সহজ হবে না। একইসাথে যারা লিখবে, সাহিত্যমান বিবেচনায় তা ভালো রচনা নাও হতে পারে। শিক্ষার্থীদের নিজে নিজে কাল্পনিক রচনা লিখতে দেবার উদ্দেশ্য হলো, নিজের কল্পনা ও ভাবনাকে ভাষায় রূপ দেবার কাজে তাদের হাতেখড়ি দেওয়া। তারা যেন নিজে থেকে কাল্পনিক রচনা প্রস্তুত করার চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করতে গিয়ে হতাশ না হয়ে পড়ে। তাই, এ কাজের নির্দেশনা প্রদানের সময়ে শিক্ষার্থীদের বয়স, আগ্রহ ও চাহিদা, পারিপার্শ্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রাখবেন। তারা যে ধরনের লেখাই তৈরি করুক না কেন তাদের উৎসাহ দেবেন। যদি এমনটি ঘটে, যেখানে একজন শিক্ষার্থী চেষ্টা করার পরেও কিছুই প্রস্তুত করতে পারেনি, তবে চেষ্টা করার জন্যই তাকে মূল্যায়ন করবেন। একইসাথে সে যেন নিজে থেকে লেখার চেষ্টা অব্যাহত রাখে, সে ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে যাবেন। তিনি তার অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবেন, তবে তাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও প্রকাশ করার সুযোগ যেন ব্যাহত না হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১ম পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১৩: কবিতা

এই শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কবিতার রূপরীতি বুঝে নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক তৈরি করতে পারবে এবং নিজের কল্পনা ও অনুভূতি কাজে লাগিয়ে কবিতা লিখতে উৎসাহী হবে।

কবিতা পড়ি ১: 'আমি সাগর পাড়ি দেবো'

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, বিশ্লেষণ, তথ্য অনুসন্ধান, উপস্থাপনা ।

সেশন সংখ্যা : ৫

উপকরণ : বাংলা বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদের 'আমি সাগর পাড়ি দেবো' কবিতা; সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

- কবিতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা
- পাঠ্যবইয়ের 'আমি সাগর পাড়ি দেব' কবিতা নীরবে ও সরবে পাঠ করা
- প্রশ্ন করা ও উত্তর খোঁজার মাধ্যমে কবিতার বিষয় ও মূলভাব বুঝেতে পারা এবং নিজের ভাষায় লেখা
- নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে 'আমি সাগর পাড়ি দেবো' কবিতার সম্পর্ক তৈরি করা
- মিল-শব্দ খুঁজে বের করা

সেশন: ১

- **কবিতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা।**

শিক্ষক প্রশ্নের মাধ্যমে কবিতা পড়া, কবিতা আবৃত্তি, কবিতার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা জানতে চাইবেন। আলোচনা শুরু করার জন্য শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন:

- তোমরা তো পাঠ্যবইয়ে অনেক কবিতা পড়েছ। কিন্তু কেউ কি কখনো কবিতা আবৃত্তি শুনেছ?
- এমন কোনো কবিতা আছে কি না যা তোমার বিশেষভাবে ভালো লেগেছে বা মাঝে মাঝেই মনে চলে আসে?
- কবিতা পড়তে ও আবৃত্তি শুনতে কেমন লাগে?
- কোনো লেখাকে কবিতা বলতে হলে কী কী বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়?
- কেউ কি নিজে থেকে কবিতা-ছড়া লিখেছ কখনো?
- তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কি কোনো একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবে?

শিক্ষার্থীরা তাদের মতামত প্রদান করবে। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে কেউ কবিতা শোনাতে চাইলে সে তা কবিতা শোনাতে পারে। একইসাথে শিক্ষক নিজেও যে কোনো একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে চেষ্টা করবেন।

সেশন: ২-৩

- **পাঠ্যবইয়ের 'আমি সাগর পাড়ি দেবো' কবিতা নীরবে ও সরবে পাঠ করা।**
- **প্রশ্ন করা ও উত্তর খোঁজার মাধ্যমে কবিতার বিষয় ও মূলভাব বুঝেতে পারা এবং নিজের ভাষায় লেখা।**

শিক্ষক পাঠ্যবই হতে 'আমি সাগর পাড়ি দেবো' কবিতাটি শিক্ষার্থীদের প্রথমে নীরবে পড়তে বলবেন। নীরবে পড়া হয়ে গেলে শিক্ষক সরবে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন। তাদের পড়া হলে শিক্ষক নিজে কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাবেন। এক্ষেত্রে সম্ভব হলে শিক্ষক ইউটিউব বা অন্য যে কোনো উৎস থেকে অডিও বা ভিডিওর মাধ্যমে কবিতাটির আবৃত্তি শোনাতে পারেন। অন্য বিশেষ কোনো ডিভাইস না থাকলে মোবাইলের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের কবিতার আবৃত্তি শোনাতে পারেন।

এরপর শিক্ষার্থীরা সবাই মিলে কবিতাটি আবৃত্তি করবে। কবিতাটি পড়ার সময়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই প্রমিত উচ্চারণের দিকে এবং ভ্তুব্যিভত িয়াযনুঅ বাভ রাতবকি প্রকাশের দিকে নজর রাখতে হবে। আবৃত্তি শেষে কবিতায় যেসব নতুন শব্দ শিক্ষার্থীরা খুঁজে পাবে সেসব শব্দের অর্থ শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের 'শব্দের অর্থ' অংশ থেকে দেখতে বলবেন এবং প্রয়োজনে বুঝিয়ে দেবেন। বইয়ে দেওয়া শব্দের অর্থের বাইরে আরো কোনো শব্দ অপরিচিত মনে হলে তবে শিক্ষক তাদের সেগুলোর অর্থ জানতে সাহায্য করবেন।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৫/৬টি দলে ভাগ করে দেবেন। এরপর 'কবিতা বুঝি' অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা 'আমি সাগর পাড়ি দেবো' কবিতার বিষয় ও মূলভাব দলে আলোচনা করে এর উপর কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি করবে। এ কাজের জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন তৈরির সুবিধার জন্য শিক্ষক নিচে দেওয়া নমুনা প্রশ্ন থেকে দু-একটি ধারণা দিতে পারেন:

- 'আমি সাগর পাড়ি দেবো' কবিতায় কবি নিজেকে কার সাথে তুলনা করেছেন? উত্তর: সওদাগরের সাথে।
- সপ্ত মধুকর কোথায় ভাসবে? উত্তর: সাতসাগরে।
- এ কবিতায় কোন বিষয়টি প্রধান হয়ে ফুটে উঠেছে? উত্তর: সমুদ্রযাত্রার বিবরণ।
- কবি সওদাগর হয়ে কার দুঃখ ঘুচাতে চেয়েছেন? উত্তর: দেশমায়ের
- কবি কী সত্যি সত্যি বন্যা আনার কথা বলেছেন? উত্তর: না। কবিতায় এমন করে অনেক কথা বলা হয়।

প্রশ্ন তৈরির কাজ শেষ হলে এক দল অন্য দলকে প্রশ্ন করবে। অন্য দল সেই উত্তর দেবে। প্রতি দল যাতে অন্তত একটি করে প্রশ্ন করতে পারে শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন। এক্ষেত্রে একই প্রশ্ন যেন বার বার না আসে, শিক্ষার্থীদের সে ব্যাপারে জানিয়ে রাখবেন।

প্রশ্ন-উত্তরের ভিত্তিতে কবিতাটি বোঝা হয়ে গেলে দু-এক জন শিক্ষার্থীকে কবিতাটির মূলভাব বা মূলকথা বলতে বলবেন। এরপর সবাইকে নিজের নিজের মতো খাতায় কিংবা বইয়ের 'বুঝে লিখি' অনুশীলনীর খালি জায়গায় মূলকথা লিখতে দেবেন। লেখার জন্য সময় রাখবেন ২০ মিনিট। এই কাজের মূল লক্ষ্য - কবিতার বিষয়, কাহিনি, মূলভাব শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে চিহ্নিত করতে পারা এবং তা লিখিতভাবে প্রস্তুত করতে পারা।

নমুনা উত্তর: 'আমি সাগর পাড়ি দেবো' কবিতার মূলভাব

> 'আমি সাগর পাড়ি দেবো' মাতৃপ্রেম ও দেশপ্রেমের কবিতা। কবিতায় মা ও স্বদেশ একাকার হয়ে আছে। কবি এখানে দুঃসাহসী সওদাগর হয়ে সপ্ত মধুকর সাগরে ভাসিয়ে দেশান্তরে যেতে ইচ্ছুক। পথের সকল বাধা অতিক্রম করে তিনি পৃথিবীর সমুদয় দেশ থেকে ধনরত্ন বোঝাই করে দেশে ফিরতে চান। এমনকি নিজ দেশের সম্পদ অন্য দেশে রপ্তানি করতেও চান। আর নিজের দেশে অভাবও মিটাতে চান অন্য দেশ থেকে সম্পদ আহরণ করে। কারণ কবির দেশমাতা বড়ো দুঃখী, বড়ো অভাবী। তাই মায়ের অভাব ও দুঃখ ঘুচিয়ে মাকে সুখী করাই কবির জীবনের একমাত্র ব্রত।

সেশন: ৪

- **নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক তৈরি করা।**
- **মিল-শব্দ খুঁজে বের করা।**

শিক্ষক 'জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি' অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের জীবনের বা চারপাশের কোনো ঘটনার সাথে আমি সাগর পাড়ি দেবো' কবিতার মিল আছে কি না তা জানতে চাইবেন ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন:

- 'আমি সাগর পাড়ি দেবো' কবিতার মত তুমি কী দূরে কোথাও অভিযানে যেতে চাও?
- অভিযান বলা যেতে এমন কোনো ঘটনা কি কখনো শুনেছ? কী সেই ঘটনা?
- ঘর থেকে দূরে এখন পর্যন্ত কোথায় কোথায় গিয়েছ?
- কবির কল্পনার মতো তুমি যদি দেশ-দেশান্তর ঘুরে অনেক ধন-রত্ন অর্জন করতে, তবে তোমার মা বা যে কোনো আপনজনের জন্য কী করতে?

এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একক কাজ দেবেন। শিক্ষার্থীরা কবিতার সাথে নিজের জীবনের বা চারপাশের কোনো ঘটনার মিল আছে কি না তা পাঠ্যবইয়ের 'জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি' অংশের খালি জায়গায় লিখবে। একক কাজ সম্পন্ন হলে ছোটো দলে নিজেদের লেখা দলের সবাইকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যদের প্রস্তুত করা লেখা সম্পর্কে মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে কথা বলবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন।

কাজ শেষে প্রতি দল থেকে অন্তত একজন শিক্ষার্থীকে তার নিজের ও দলের অন্যদের কাজ সম্পর্কে উপস্থাপন করতে বলবেন। উপস্থাপন শেষে অন্য শিক্ষার্থীরা তার মতামতের সাথে কতটুকু একমত এ ব্যাপারে শিক্ষক জানতে চাইবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন, নিজের মত দেবেন এবং তারা কবিতার সাথে নিজের জীবনের বা চারপাশের ঘটনার মিল কতটুকু করতে পেরেছে তা সংক্ষেপে বলবেন।

সেশন: ৫

- **মিল-শব্দ খুঁজে বের করা।**

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একক কাজের মাধ্যমে পাঠ্যবইয়ের 'মিল-শব্দ খুঁজি' অনুশীলনী অনুযায়ী প্রদত্ত শব্দগুলোর একাধিক মিল-শব্দ নির্ধারণ করার জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে একক কাজ সম্পন্ন হলে ছোটো দলে নিজেদের লেখা শেয়ার করবে, দলের সকলকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যদের প্রস্তুত করা লেখা সম্পর্কে মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- পাঠ্যবইয়ের 'মিল-শব্দ খুঁজি' অনুশীলনী অনুযায়ী প্রদত্ত শব্দগুলোর একাধিক মিল-শব্দ খুঁজে বের করো। প্রথমে এককভাবে কাজটি করবে। এ কাজের জন্য সময় ১০ মিনিট।
- মিল-শব্দটি অর্থবোধক হতে হবে। অর্থ নেই এমন শব্দ প্রস্তুত করলে তা বিবেচনা করা হবে না।
- একক কাজ শেষে দলে নিজেদের লেখা দলের সকলকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যদের প্রস্তুত করা লেখা সম্পর্কে মতামত দেবে। এভাবে দলে মিলে ছকটি চূড়ান্ত করবে। এ কাজের জন্য সময় ১০ মিনিট।
- দলীয় কাজ শেষে প্রতি দল তাদের উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২ মিনিট। প্রতি দল থেকে অন্তত একজন দলের কাজ উপস্থাপন করবে।
- উপস্থাপনার পর অন্য শিক্ষার্থীরা সংক্ষেপে তাদের মতামত প্রদান করতে পারবে।
- পূর্বের দল তাদের উপস্থাপনায় যে-শব্দগুলো বলেছে, তার চেয়ে ভিন্ন কোনো শব্দ থাকলে শুধু তা তুলে ধরবে। একই শব্দের পুনরাবৃত্তি করবে না।

নমুনা উত্তর: মিল-শব্দ খুঁজি

শব্দ	মিল-শব্দ
১. ঘাট	খাট, পাট, ছাট, হাট, আট, কাঠ, মাঠ, পাঠ।
২. কেনা	দেনা, চেনা, সেনা।
৩. রতন	যতন, পতন।
৪. দোলা	ভোলা, তোলা, গোলা, ছোলা, ফোলা।
৫. তার	কার, হার, ভার, পার, চার, ধার।
৬. আশা	ভাষা, বাসা, নাসা, পাশা, কাশা, হাসা।
৭. দেশ	বেশ, কেশ, শেষ, রেশ।
৮. ভয়	ক্ষয়, জয়, হয়, নয়, লয়।
৯. হাজার	বাজার, মাজার।
১০. তোর	মোর, ভোর, চোর, ঘোর।
১১. করব	ধরব, ভরব, লড়ব, পড়ব।
১২. দেয়াল	খেয়াল, শেয়াল।

এরপর সময় বিবেচনায় শিক্ষার্থীদের দলে দলে মিল-শব্দ বের করার প্রতিযোগিতামূলক খেলা করার সুযোগ করে দিতে পারেন। প্রথমে প্রতি দল থেকে যে কোনো একটি শব্দ বাছাই করবে। কোন দল কী শব্দ বাছাই করেছে তা একে একে জানাবে ও অন্য দলগুলো তা লিখে রাখবে। এরপর শিক্ষক বলার সাথে সাথেই প্রতি দল সবগুলো শব্দের জন্য আলাদা আলাভাবে মিল-শব্দ বের করার কাজ করবে। এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে ২-৩ মিনিট সময় থাকবে এবং সময় শেষে কেউ আর নিজেদের লেখা পরিবর্তন বা নতুন শব্দ সংযোজন করতে পারবে না। প্রতিটি শব্দের জন্য যে দল সবচেয়ে বেশি মিল-শব্দ বের করতে পারবে, ঐ শব্দের জন্য সে দল জয়ী হবে।

কবিতা পড়ি ২: 'আমার বাড়ি'

কৌশল	: একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, বিশ্লেষণ, তথ্য অনুসন্ধান, উপস্থাপনা ।
সেশন সংখ্যা	: ৩
উপকরণ	: বাংলা বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদের 'আমার বাড়ি' কবিতা; সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

- পাঠ্যবইয়ের 'আমার বাড়ি' কবিতা নীরবে ও সরবে পাঠ করা
- 'আমার বাড়ি' কবিতার বিষয় ও মূলভাব চিহ্নিত করে নিজের ভাষায় লেখা
- নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে 'আমার বাড়ি' কবিতার সম্পর্ক তৈরি করা
- 'আমার বাড়ি' কবিতায় শব্দের পরিবর্তন লক্ষ করা
- 'আমার বাড়ি' কবিতাকে গদ্যে রূপান্তর করে দেখানো।

সেশন: ১-২

- **পাঠ্যবইয়ের 'আমার বাড়ি' কবিতা নীরবে ও সরবে পাঠ করা।**
- **'আমার বাড়ি' কবিতার বিষয় ও মূলভাব চিহ্নিত করে নিজের ভাষায় লেখা।**

শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে 'আমার বাড়ি' কবিতাটি শিক্ষার্থীদের প্রথমে নীরবে পড়তে বলবেন। নীরবে পড়া হয়ে গেলে শিক্ষক সরবে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন। তাদের পড়া হলে শিক্ষক নিজে কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাবেন। এক্ষেত্রে সম্ভব হলে শিক্ষক ইউটিউব বা অন্য যে কোনো উৎস থেকে অডিও বা ভিডিওর মাধ্যমে কবিতাটির আবৃত্তি শোনাতে পারেন। অন্য বিশেষ কোনো ডিভাইস না থাকলে মোবাইলের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের কবিতার আবৃত্তি শোনাতে পারেন।

এরপর শিক্ষার্থীরা সবাই মিলে কবিতাটি আবৃত্তি করবে। কবিতাটি পড়ার সময়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই প্রমিত উচ্চারণের দিকে এবং কবিতার ভাব অনুযায়ী অভিব্যক্তি প্রকাশের দিকে নজর রাখতে হবে। আবৃত্তি শেষে কবিতায় যেসব নতুন শব্দ শিক্ষার্থীরা খুঁজে পাবে সেসব শব্দের অর্থ শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের 'শব্দের অর্থ' অংশ থেকে দেখতে বলবেন এবং প্রয়োজনে বুঝিয়ে দেবেন। বইয়ে দেওয়া শব্দের অর্থের বাইরে আরো কোনো শব্দ অপরিচিত মনে হলে তবে শিক্ষক তাদের সেগুলোর অর্থ জানতে সাহায্য করবেন।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৫/৬টি দলে ভাগ করে দেবেন। এরপর 'কবিতা বুঝি' অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা 'আমার বাড়ি' কবিতার বিষয় ও মূলভাব দলে আলোচনা করে এর উপর কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি করবে। এ কাজের জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন তৈরির সুবিধার জন্য শিক্ষক নিচে দেওয়া নমুনা প্রশ্ন থেকে দু-একটি ধারণা দিতে পারেন:

- 'আমার বাড়ি' কবিতায় কবি কাকে নিমন্ত্রণ করেছেন?
- কবি অতিথিকে কীভাবে আপ্যায়ন করবেন বলেছেন?
- এ কবিতায় কোন বিষয়টি প্রধান হয়ে ফুটে উঠেছে?

প্রশ্ন তৈরির কাজ শেষ হলে এক দল অন্য দলকে প্রশ্ন করবে। অন্য দল সেই উত্তর দেবে। প্রতি দল যাতে অন্তত একটি করে প্রশ্ন করতে পারে শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন। এক্ষেত্রে একই প্রশ্ন যেন বার বার না আসে, শিক্ষার্থীদের সে ব্যাপারে জানিয়ে রাখবেন।

প্রশ্ন-উত্তরের ভিত্তিতে কবিতাটি বোঝা হয়ে গেলে দু-এক জন শিক্ষার্থীকে কবিতাটির মূলভাব বা মূলকথা বলতে বলবেন। এরপর সবাইকে নিজের নিজের মতো খাতায় কিংবা বইয়ের 'বুঝে লিখি' অনুশীলনীর খালি জায়গায় মূলকথা লিখতে দেবেন। লেখার জন্য সময় রাখবেন ২০ মিনিট। এই কাজের মূল লক্ষ্য–কবিতার বিষয়, কাহিনি, মূলভাব শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে চিহ্নিত করতে পারা এবং তা লিখিতভাবে প্রস্তুত করতে পারা।

নমুনা উত্তর: 'আমার বাড়ি' কবিতার মূলভাব

'আমার বাড়ি' কবিতায় প্রিয়জনকে কবির নিজের গ্রামের বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। বন্ধু যদি কবির বাড়িতে বেড়াতে যায় তাহলে বন্ধুকে নানা যত্নআত্তি ও আদর-সমাদর করবেন। কবি তাকে শালিধানের চিড়ে, বিন্নিধানের কই, বাড়ির গাছের কবরি কলা এবং গামছা-বাঁধা দই দিয়ে আপ্যায়ন করাবেন। প্রকৃতির সান্নিধ্যে কেমন করে অতিথির প্রাণ জুড়াবেন তারও বর্ণনা দিয়েছেন কবি। এছাড়াও কবি বন্ধুকে নিজ বাড়িরা পথও বাতলে দিয়েছেন। কোন পথে তার বাড়ি যেতে হবে, কীভাবে বাড়ি চিনতে হবে। কবিতায় প্রিয়জনের প্রতি ভালোবাসার মনোভাব ও অতিথি সৎকারে বাঙালিজীবনের সৌজন্যও ফুটে উঠেছে।

সেশন: ৩

- **নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে 'আমার বাড়ি' কবিতার সম্পর্ক তৈরি করা।**
- **'আমার বাড়ি' কবিতায় শব্দের পরিবর্তন লক্ষ করা।**
- **'আমার বাড়ি' কবিতাকে গদ্যে রূপান্তর করে দেখানো।**

শিক্ষক 'জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি' অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের জীবনের বা চারপাশের কোনো ঘটনার সাথে আমার বাড়ি' কবিতার মিল আছে কি না তা জানতে চাইবেন ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন:

- দাওয়াত বা নিমন্ত্রণ পেলে তোমার কেমন লাগে?
- দাওয়াত বা নিমন্ত্রণ পাওয়া নিয়ে কোন বিশেষ ঘটনা বা স্মৃতি থাকলে উল্লেখ কর।
- কোথাও দাওয়াতে গেলে তুমি কী খেতে পছন্দ কর?

- তুমি কী কখনো কাউকে দাওয়াত দিয়েছ? বা কাউকে দেখেছ দিতে? কীভাবে দিয়েছ বা দিতে দেখেছ উল্লেখ কর।
- তোমার পছন্দের কাউকে দাওয়াত দিলে তুমি কী কী খাওয়াতে চাও?
- খাওয়া-দাওয়া ছাড়া অন্যকে দাওয়াত দেওয়া বা নিজে দাওয়াত পাওয়ার ক্ষেত্রে আর উল্লেখযোগ্য দিক কী হতে পারে?

এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একক কাজ দেবেন। শিক্ষার্থীরা কবিতার সাথে নিজের জীবনের বা চারপাশের কোনো ঘটনার মিল আছে কি না তা পাঠ্যবইয়ের 'জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি' অংশের খালি জায়গায় লিখবে। একক কাজ সম্পন্ন হলে ছোট দলে নিজেদের লেখা দলের সবাইকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যদের প্রস্তুত করা লেখা সম্পর্কে মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন।

কাজ শেষে প্রতি দল থেকে অন্তত একজন শিক্ষার্থীকে তার নিজের ও দলের অন্যদের কাজ সম্পর্কে উপস্থাপন করতে বলবেন। উপস্থাপন শেষে অন্য শিক্ষার্থীরা তার মতামতের সাথে কতটুকু একমত এ ব্যাপারে শিক্ষক জানতে চাইবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন, নিজের মতামত দেবেন এবং তারা কবিতার সাথে নিজের জীবনের বা চারপাশের ঘটনার মিল কতটুকু করতে পেরেছে তা সংক্ষেপে বলবেন।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জানাবেন কবিতায় অনেক সময়ে শব্দের চেহারায় কিছু পরিবর্তন হয়। ছন্দ মেলাতে গিয়ে কবিরা সাধারণত এটি করে থাকেন। 'আমার বাড়ি' কবিতা থেকে এমন কিছু শব্দের তালিকা পাঠ্যবইয়ের 'কবিতায় শব্দের পরিবর্তন' অংশে দেওয়া আছে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এই অংশটি পড়তে দেবেন এবং তাদের মতামত নেবেন। এবারে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন কবিতায় যে বর্ণনা থাকে, তাকে গদ্যে রূপান্তর করা যায়। 'আমার বাড়ি' কবিতা থেকে এ রকম একটি বিবরণ তৈরি করা আছে পাঠ্যবইয়ের 'কবিতাকে গদ্যে রূপান্তর' অংশে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের 'কবিতাকে গদ্যে রূপান্তর' অংশটি সরবে পড়তে দেবেন এবং তাদের মতামত নেবেন।

কবিতা পড়ি ৩: 'বাঁচতে দাও'

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, বিশ্লেষণ, তথ্য অনুসন্ধান, উপস্থাপনা ।

সেশন সংখ্যা : ৬

উপকরণ : বাংলা বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদের 'বাঁচতে দাও' কবিতা; সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী; কাগজ, আঠা।

কার্যক্রম:

- পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত 'বাঁচতে দাও' কবিতা নীরবে ও সরবে পাঠ করা
- 'বাঁচতে দাও' কবিতার বিষয়, মূলভাব চিহ্নিত করে নিজের ভাষায় লেখা
- নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে 'বাঁচতে দাও' কবিতার সম্পর্ক তৈরি করা
- কবিতার বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা
- নিজের কল্পনা ও অনুভূতি দিয়ে কবিতা লেখা
- কবিতার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিজের লেখা কবিতা যাচাই করা

সেশন: ১-২

- **পাঠ্যবইয়ের কবিতা নীরবে ও সরবে পাঠ করা।**
- **পাঠ্যবইয়ের কবিতার বিষয় ও মূলভাব চিহ্নিত করে নিজের ভাষায় লেখা।**

শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে ‘বাঁচতে দাও’ কবিতাটি শিক্ষার্থীদের প্রথমে নীরবে পড়তে বলবেন। নীরবে পড়া হয়ে গেলে শিক্ষক সরবে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন। তাদের পড়া হলে শিক্ষক নিজে কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাবেন। এক্ষেত্রে সম্ভব হলে শিক্ষক ইউটিউব বা অন্য যে কোনো উৎস থেকে অডিও বা ভিডিওর মাধ্যমে কবিতাটির আবৃত্তি শোনাতে পারেন। অন্য বিশেষ কোনো ডিভাইস না থাকলে মোবাইলের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের কবিতার আবৃত্তি শোনাতে পারেন।

এরপর শিক্ষার্থীরা সবাই মিলে কবিতাটি আবৃত্তি করবে। কবিতাটি পড়ার সময়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই প্রমিত উচ্চারণের দিকে এবং ক্তব্যিভতি ীয়াযনুঅ বাভ রাতবকি প্রকাশের দিকে নজর রাখতে হবে। আবৃত্তি শেষে কবিতায় যেসব নতুন শব্দ শিক্ষার্থীরা খুঁজে পাবে সেসব শব্দের অর্থ শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের ‘শব্দের অর্থ’ অংশ থেকে দেখতে বলবেন এবং প্রয়োজনে বুঝিয়ে দেবেন। বইয়ে দেওয়া শব্দের অর্থের বাইরে আরো কোনো শব্দ অপরিচিত মনে হলে তবে শিক্ষক তাদের সেগুলোর অর্থ জানতে সাহায্য করবেন।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৫/৬টি দলে ভাগ করে দেবেন। এরপর ‘কবিতা বুঝি’ অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা ‘বাঁচতে দাও’ কবিতার বিষয় ও মূলভাব দলে আলোচনা করে এর উপর কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি করবে। এ কাজের জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন তৈরির সুবিধার জন্য শিক্ষক নিচে দেওয়া নমুনা প্রশ্ন থেকে দু-একটি ধারণা দিতে পারেন:

- ‘বাঁচতে দাও’ কবিতায় কবি কাকে বাঁচতে দিতে বলেছেন?
- বাঁচতে দেবার জন্য কবি কী কী কাজ করতে দিতে বলেছেন?
- এ কবিতায় কোন বিষয়টি প্রধান হয়ে ফুটে উঠেছে?

প্রশ্ন তৈরির কাজ শেষ হলে এক দল অন্য দলকে প্রশ্ন করবে। অন্য দল সেই উত্তর দেবে। প্রতি দল যাতে অন্তত একটি করে প্রশ্ন করতে পারে শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন। এক্ষেত্রে একই প্রশ্ন যেন বার বার না আসে, শিক্ষার্থীদের সে ব্যাপারে জানিয়ে রাখবেন।

প্রশ্ন-উত্তরের ভিত্তিতে কবিতাটি বোঝা হয়ে গেলে দু-এক জন শিক্ষার্থীকে কবিতাটির মূলভাব বা মূলকথা বলতে বলবেন। এরপর সবাইকে নিজের নিজের মতো খাতায় কিংবা বইয়ের ‘বুঝে লিখি’ অনুশীলনীর খালি জায়গায় মূলকথা লিখতে দেবেন। লেখার জন্য সময় রাখবেন ২০ মিনিট। এই কাজের মূল লক্ষ্য - কবিতার বিষয়, কাহিনি, মূলভাব শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে চিহ্নিত করতে পারা এবং তা লিখিতভাবে প্রস্তুত করতে পারা।

নমুনা উত্তর: ‘বাঁচতে দাও’ কবিতার মূলভাব

‘বাঁচতে দাও’ কবিতাটি প্রকৃতি, পরিবেশ ও প্রাণিজগতের সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশের শুভকামনার ভাব নিয়ে রচিত। শিশুর সুস্থ বিকাশে চারপাশের সুস্থ পরিবেশের সম্পর্ক রয়েছে। পৃথিবীতে যদি ফুল, প্রজাপতি, পাখি, জোনাকপোকা, গাছের সবুজ, আকাশের মেঘ না থাকে তাহলে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তাই উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের সকল কিছুকে যারা যার অবস্থানে ভালো থাকতে দিতে হবে। কারণ তাদের অস্তিত্বের সঙ্গেই আমাদের অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে। এটি একটি শুভবোধের কবিতা।

সেশন: ৩

- **নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক তৈরি করা।**

শিক্ষক 'জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি' অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের জীবনের বা চারপাশের কোনো ঘটনার সাথে 'বাঁচতে দাও' কবিতার মিল আছে কি না তা জানতে চাইবেন ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন:

- যে যেভাবে বাঁচতে চায় তাকে কী সেভাবে বাঁচতে দেবার সুযোগ দেওয়া উচিত?
- তুমি যেভাবে বাঁচতে চাও, বড় হতে চাও সে সুযোগ কী পুরোপুরি পাচ্ছ?
- যদি না পাও, আর কী কী পেলে তা পূরণ হবে মনে কর?
- তোমার আশেপাশের মানুষদের নির্বিঘ্নে সুস্থ্য-স্বাভাবিক জীবন-যাপন করার সুযোগ পেতে হলে আর কী কী লাগবে?
- এ কাজে তুমি কী ভূমিকা পালন করতে পারবে? কী হতে পারে তোমার ভূমিকা?

এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একক কাজ দেবেন। শিক্ষার্থীরা কবিতার সাথে নিজের জীবনের বা চারপাশের কোনো ঘটনার মিল আছে কি না তা পাঠ্যবইয়ের 'জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি' অংশের বরাদ্দকৃত স্থানে লিখবে। একক কাজ সম্পন্ন হলে ছোটো দলে নিজেদের লেখা শেয়ার করবে, দলের সকলকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যদের প্রস্তুত করা লেখা সম্পর্কে মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন।

কাজ শেষে প্রতি দল থেকে অন্তত একজন শিক্ষার্থীকে তার নিজের ও দলের অন্যদের কাজ সম্পর্কে উপস্থাপন করতে বলবেন উপস্থাপন শেষে অন্য শিক্ষার্থীরা তার মতামতের সাথে কতটুকু একমত এ ব্যাপারে শিক্ষক জানতে চাইবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন, নিজের মতামত দেবেন এবং তারা কবিতার সাথে নিজের জীবনের বা চারপাশের ঘটনার মিল কতটুকু করতে পেরেছে তা সংক্ষেপে বলবেন।

সেশন: ৪

- **কবিতার বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা।**

এই সেশনে শিক্ষক 'তালে তালে পড়ি' অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের 'বাঁচতে দাও' কবিতাটি হাতে তালি দিয়ে দিয়ে পড়তে বলবেন। তালগুলো কোথায় কোথায় পড়ছে দেখতে বলবেন। এই কাজের জন্য শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের 'তালে তালে পড়ি' অংশটি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের তাল দিয়ে কবিতা পড়ায় সহযোগিতা করবেন।

এবারে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জানাবেন তারা এ অধ্যায়ে তিনটি কবিতা পড়েছে। এই কবিতাগুলোর সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এরপর পাঠ্যবইয়ের 'কবিতার বৈশিষ্ট্য খুঁজি' ছক অনুযায়ী দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকে কবিতার বৈশিষ্ট্য খোঁজার কাজ দেবেন।

নমুনা উত্তর: কবিতার বৈশিষ্ট্য খুঁজি

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	পর পর দুই লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?	✓	
২	হাতে তালি দিয়ে দিয়ে কি পড়া যায়?	✓	
৩	লাইনগুলো কি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের?	✓	
৪	লাইনগুলো কি সুর করে পড়া যায়?	✓	
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?	✓	
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?		✓
৭	এর মধ্যে কি কোনো কাহিনি আছে?		✓
৮	এর মধ্যে কি কোনো চরিত্র আছে?		✓
৯	এখানে কি কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে?		✓
১০	এটি কি কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাগ করা?		✓
১১	এর মধ্যে কি কোনো সংলাপ আছে?		✓
১২	এটি কি অভিনয় করা যায়?		✓

এবারে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দেবেন। দলে বসে শিক্ষার্থীরা আলোচনা করে কবিতার বৈশিষ্ট্যগুলো খাতায় পয়েন্ট আকারে লিখে ফেলবে। শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যেন শ্রেণিকক্ষের প্রত্যেক শিক্ষার্থী দলগত কাজে অংশগ্রহণ করে। দলগত কাজ শেষ হয়ে গেলে প্রত্যেক দল থেকে একজন বা দুইজন শিক্ষার্থী এসে উপস্থাপন করবে। অন্যান্য দলের শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনকারী দলের সাথে একমত কি না শিক্ষক তা প্রশ্ন করবেন। অন্য দলের শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে ভিন্ন মত থাকলে তা প্রদান করবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মতামতের গুরুত্ব দেবেন এবং সব শেষে তাদের মতামতের ভিত্তিতে কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেবেন।

এবার শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের ‘কবিতা কী’ অংশটুকু শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন এবং তাদের এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর প্রদান করবেন। মোট কথা, কবিতা সম্পর্কে শিক্ষার্থী ধারণা লাভ করেছে কি না তা শিক্ষক নিশ্চিত হবেন।

সেশন: ৫-৬

- **নিজের কল্পনা ও অনুভূতি দিয়ে কবিতা লেখা।**
- **কবিতার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিজের লেখা যাচাই করা।**

শিক্ষক পুনরায় এককভাবে কবিতা লেখার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দেবেন। এ পর্যায়ে তারা পূর্বের লেখা কবিতাটি পরিমার্জন করতে পারে বা নতুন করেও লিখতে পারে। শিক্ষার্থীদের প্রথমেই বইয়ে কবিতা লেখার জন্য প্রদত্ত ফাঁকা স্থানে কবিতা না লিখে আগে খাতায় কবিতা লেখার নির্দেশ দেবেন। কবিতা লেখার বিষয় নির্বাচনে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজের জীবন ও চারপাশের যে কোনো ব্যক্তি, বিষয় বা ঘটনা নিয়ে লিখতে পারে। নমুনা নির্দেশনা:

- নিজে নিজে কবিতা লেখার জন্য তোমাদের সময় ২০ মিনিট। (প্রয়োজন হলে শিক্ষক পুরো একটি ক্লাস কবিতা লেখার জন্য বরাদ্দ করতে পারেন এবং পরবর্তী ক্লাসে উপস্থাপনার কাজ করতে পারেন)
- তোমার চাইলে নতুন কোনো কবিতা লিখতে পারো বা পূর্বের লেখাটি পরিমার্জন করে নিতে পারো।
- লেখার সময় কবিতা তাল বা শব্দের মিল হতেই হবে এমন নয়। তবে চেষ্টা করো যেন মিল করা যায়।
- যে কোনো বিষয়ের উপর নিজেরা কবিতা লিখতে পারো।
- এটা দীর্ঘ বা ছোটো যে কোনো আকারের হতে পারে। তবে চেষ্টা করবে লেখাটি যেন অন্তত চার লাইনের হয়।

লেখা শেষ হলে শিক্ষার্থীরা ছোটো ছোটো দলে একে অপরের সাথে নিজেদের লেখা কবিতা নিয়ে আলোচনা করবে, নিজের লেখা অন্যকে পড়ে শোনাবে এবং অন্যদের লেখা সম্পর্কে মতামত দেবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে-অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের কাজের সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো দেবেন:

- লেখা শেষ হলে ছোটো দলে নিজেদের লেখা কবিতাটি সবাইকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যদের প্রস্তুত করা লেখা সম্পর্কে মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে।
- দলে আলোচনা শেষে প্রতি দল থেকে কয়েকজন করে নিজেদের প্রস্তুত করা কবিতা পড়ে শোনাবে। সময় থাকলে শিক্ষক চেষ্টা করবেন যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের লেখা কবিতা আবৃত্তি করতে পারে।
- উপস্থাপনার পর অন্য শিক্ষার্থীরা সংক্ষেপে তাদের মতামত প্রদান করতে পারবে।
- প্রত্যেকে নিজের লেখা কবিতা চূড়ান্ত করে ক্লাসের দেয়ালে টাঙাবে যেন সবাই পড়তে পারে।

এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের লেখা কবিতা নিয়ে শিক্ষক তার মতামত দিতে পারবেন। একইসাথে উপস্থাপনা শেষে লেখাগুলো কয়েকদিনের জন্য শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখতে হবে ।

মনে রাখবেন: কবিতা লেখার কাজটি সহজ নয়। ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের লেখা মান-বিবেচনায় যথেষ্ট ভালো নাও হতে পারে। শিক্ষার্থীদের নিজে নিজে কবিতা লিখতে দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য–যে কোনো ঘটনা/ব্যক্তি/বস্তু/বিষয় নিয়ে নিজের আবেগ-অনুভূতি কবিতায় প্রকাশ করার হাতেখড়ি দেওয়া। তারা যেন নিজে থেকে কবিতা লেখার চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করতে গিয়ে হতাশ না হয়ে পড়ে সেটিই এ কাজের মূল লক্ষ্য। তাই, এ কাজের নির্দেশনা প্রদানের সময় শিক্ষার্থীদের বয়স, আগ্রহ ও চাহিদা, পারিপার্শ্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রাখবেন। তারা যে ধরনের কবিতা লিখুক না কেন, শিক্ষক হিসেবে তাদের উৎসাহ দেবেন। যদি এমনটি ঘটে, যেখানে একজন শিক্ষার্থী চেষ্টা করার পরেও কিছুই তৈরি করতে পারেনি, তবে চেষ্টা করার জন্যই তাকে মূল্যায়ন করবেন। একইসাথে সে যেন নিজে থেকে লেখার চেষ্টা অব্যাহত রাখে, সে ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে যাবেন। শিক্ষক তাঁর অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবেন, তবে তাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও প্রকাশ করার সুযোগ যেন ব্যাহত না হয়।

২য় পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১৪: গান

এই শিখন অভিজ্ঞতায় কার্যক্রমগুলো এমনভাবে সাজানো আছে যেন শিক্ষার্থীরা সাহিত্যের অন্যতম ধারা হিসেবে গানের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারে, গান ও কবিতার মধ্যে মিল-অমিল বের করতে পারে এবং নিজেরা গান অনুশীলন করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, বিশ্লেষণ, উপস্থাপনা ।

সেশন সংখ্যা : ৩

উপকরণ : বাংলা বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ (গান); সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী; অডিও।

কার্যক্রম:

- গান শোনা ও গান গাওয়া
- গানের বিষয়, মূলভাব চিহ্নিত করে নিজের ভাষায় প্রকাশ করা
- গানের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা

সেশন: ১

- **গান শোনা ও গান গাওয়া।**

শিক্ষক শুরুতে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন তারা গান শুনেছে কি না। কোনো গান তাদের মনে পড়ছে কি না। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে কেউ গান শোনাতে চাইলে শিক্ষক তাকে শোনাতে বলবেন, শিক্ষার্থীরা চাইলে কোরাসে গান গাইতে পারে। শিক্ষক নিজে থেকেও শিক্ষার্থীদের গান শোনাতে পারেন। এরপর শিক্ষক পাঠ্যবই হতে 'আমরা সবাই রাজা' গানটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে যদি কেউ জেনে থাকে তবে তাকে বা তাদেরকে গানটি গেয়ে শোনাতে অনুরোধ করবেন। যদি তিনি গানটি জেনে থাকেন তবে তিনি নিজেও গানটি গেয়ে শোনাতে পারেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যেভাবেই গানটি গেয়ে শোনাক না কেন, শিক্ষক উৎসাহ দেবেন এবং তাদের সাথে অংশগ্রহণ করবেন। সম্ভব হলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ইউটিউব বা অন্য যে কোনো উৎস হতে অডিও বা ভিডিওর মাধ্যমে গানটি শোনাতে পারেন। অন্য বিশেষ কোন ডিভাইস না থাকলে মোবাইলের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের গানটি শোনাতে পারেন।

গান শোনার পর শিক্ষার্থীরা আবার সুর ও তাল মেনে দলগতভাবে গানটি নিজে গাওয়ার চেষ্টা করবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন এবং সহযোগিতা করবেন। তবে শিক্ষার্থীদের কাউকে জোর করা যাবে না।

মনে রাখবেন: এ কাজে গান ভালভাবে গাইতে পারাটা মুখ্য নয় বরং সাহিত্যের ধারা হিসেবে গান সম্পর্কে পরিচিত হওয়াটাই লক্ষ্য। অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা চমৎকার গান গাইতে পারে কিন্তু দ্বিধা, সংকোচ, ভয় বা লজ্জার কারণে সবার সামনে আসতে পারে না। শিক্ষকের উৎসাহে শ্রেণিকক্ষে এমন আয়োজনের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যেমন কণ্ঠশিল্পী বেরিয়ে আসবে তেমনি শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসও বাড়বে। পরবর্তী সময়ে তাকে বা তাদের বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গাওয়ানো যেতে পারে। আবার অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা গান গাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হবে না বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে চাইবে না। তাদেরকে জোর করা যাবে না।

সেশন: ২

- **গানের বিষয় ও মূলভাব চিহ্নিত করে নিজের ভাষায় প্রকাশ করা।**

গান গাওয়া শেষ হলে যেসব নতুন শব্দ শিক্ষার্থীরা খুঁজে পাবে সেসব শব্দের অর্থ শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের ‘শব্দের অর্থ’ অংশ থেকে দেখতে বলবেন এবং প্রয়োজনে বুঝিয়ে দেবেন। বইয়ে দেওয়া শব্দের অর্থের বাইরে আরো কোনো শব্দ অপরিচিত মনে হলে তবে শিক্ষক তাদের সেগুলোর অর্থ জানতে সাহায্য করবেন।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৫/৬টি দলে ভাগ করে দেবেন। ‘গান বুঝি’ অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা গানের বিষয় ও মূলভাব দলে আলোচনা করে এর উপর কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি করবে। এ কাজের জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন তৈরির সুবিধার জন্য শিক্ষক নিচে দেওয়া নমুনা প্রশ্ন থেকে দু-একটি ধারণা দিতে পারেন:

- ‘আমরা সবাই রাজা’ কী গান না কবিতা?
- গান আর কবিতার মধ্যে মিল বা পার্থক্য কী?
- ‘আমরা সবাই রাজা’ গান অনুযায়ী রাজার বৈশিষ্ট্য কী ধরনের হয়?
- এ গানে কোন বিষয়টি প্রধান হয়ে ফুটে উঠেছে?

প্রশ্ন তৈরির কাজ শেষ হলে এক দল অন্য দলকে প্রশ্ন করবে। অন্য দল সেই উত্তর দেবে। প্রতি দল যাতে অন্তত একটি করে প্রশ্ন করতে পারে শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন। এক্ষেত্রে একই প্রশ্ন যেন বার বার না আসে, শিক্ষার্থীদের সে ব্যাপারে জানিয়ে রাখবেন।

প্রশ্ন-উত্তরের ভিত্তিতে কবিতাটি বোঝা হয়ে গেলে দু-এক জন শিক্ষার্থীকে কবিতাটির মূলভাব বা মূলকথা বলতে বলবেন। এরপর সবাইকে নিজের নিজের মতো খাতায় কিংবা বইয়ের ‘বুঝে লিখি’ অনুশীলনীর খালি জায়গায় মূলকথা লিখতে দেবেন। লেখার জন্য সময় রাখবেন ২০ মিনিট। এই কাজের মূল লক্ষ্য - কবিতার বিষয়, কাহিনি, মূলভাব শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে চিহ্নিত করতে পারা এবং তা লিখিতভাবে প্রস্তুত করতে পারা।

নমুনা উত্তর: ‘আমরা সবাই রাজা’ গানের মূলভাব

> ‘আমরা সবাই রাজা’ গানটির মূলভাব স্বাধীনতা, শক্তি ও ঐক্য। গানটি অধিকার চেতনার। মানুষে মানুষে সমতা ও গণতান্ত্রিক চেতনার গানও এটি। দাসত্বের শৃংখল থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাবে বাঁচতে পারার মনোভাব নিয়ে গানটি রচিত। শিশুমনে দেশ ও দশের প্রতি দায়বদ্ধতা ও সকলকে সম্মান করার মূল্যবোধের ভাব জাগ্রত করার চেষ্টা রয়েছে এতে। এছাড়া সবাইকে সঙ্গে নিয়ে, সমান গুরুত্ব দিয়ে রাজ্য শাসন করলে রাজা যে ব্যর্থ হন না তাও গানটিতে আভাসিত হয়েছে।

সেশন: ৩

- **গানের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা।**

এই সেশনে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জানাবেন কবিতার সাথে গানের কিছু পার্থক্য আছে। কবিতার যেমন কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে, তেমনি গানেরও কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। এরপর পাঠ্যবইয়ের 'গানের বৈশিষ্ট্য খুঁজি' ছক অনুযায়ী দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকে কবিতার বৈশিষ্ট্য খোঁজার কাজ দেবেন।

নমুনা উত্তর: গানের বৈশিষ্ট্য খুঁজি

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	পরপর দুই লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?	✓	
২	হাতে তালি দিয়ে দিয়ে কি পড়া যায়?	✓	
৩	লাইনগুলো কি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের?		✓
৪	লাইনগুলো কি সুর করে পড়া যায়?	✓	
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?	✓	
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?		✓
৭	এর মধ্যে কি কোনো কাহিনি আছে?		✓
৮	এর মধ্যে কি কোনো চরিত্র আছে?		✓
৯	এখানে কি কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে?		✓
১০	এটি কি কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাগ করা?		✓
১১	এর মধ্যে কি কোনো সংলাপ আছে?		✓
১২	এটি কি অভিনয় করা যায়?		✓

এবারে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দেবেন। দলে বসে শিক্ষার্থীরা আলোচনা করে গানের বৈশিষ্ট্য এবং গানের সাথে কবিতার পার্থ্যক্য নিয়ে একটি অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করতে। দলগত কাজ শেষ হয়ে গেলে প্রত্যেক দল থেকে একজন বা দুইজন শিক্ষার্থী এসে উপস্থাপন করবে। প্রতি দলের উপস্থাপনার সময় অন্যদলগুলোর সাথে যে বিষয়গুলো মিলে যাবে, শিক্ষার্থীরা সেগুলো চিহ্নিত করে রাখবে এবং নিজেদের উপস্থাপনার সময় পূর্ববর্তী দলগুলোর চেয়ে ভিন্ন কিছু থাকলে শুধুমাত্র তা উল্লেখ করবে। অন্যান্য দলের শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনকারী দলের সাথে একমত কি না শিক্ষক তা প্রশ্ন করবেন। অন্য দলের শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে ভিন্ন মত থাকলে তা প্রদান করবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মতামতের গুরুত্ব দেবেন এবং সব শেষে পাঠ্যবইয়ের 'গান কী' আলোচনা থেকে গানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা দেবেন।

৩য় পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১৫: গল্প

এ শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা সাহিত্যের নমুনা হিসেবে গল্পের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারে, নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে গল্পের সম্পর্ক তৈরি করতে, গল্প পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে পারে এবং এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হিসেবে নিজেরা গল্প লিখতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, বিশ্লেষণ, তথ্য অনুসন্ধান, উপস্থাপনা ।

সেশন সংখ্যা : ১৩

উপকরণ : বাংলা বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় ৩য় পরিচ্ছেদ (‘ম্যাজিক’ এবং ‘পুতুল’ গল্প); সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী; সাদা কাগজ, আঠা।

কার্যক্রম:

গল্প পড়ি ১

- নিজে নিজে যে কোনো বিষয়ে গল্প লেখা
- পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ‘ম্যাজিক’ গল্প নীরবে ও সরবে পাঠ করা
- ‘ম্যাজিক’ গল্পের বিষয়, চরিত্রায়নও মূলভাব চিহ্নিত করে নিজের ভাষায় উপস্থাপন করা
- ‘ম্যাজিক’ গল্পের সাথে নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সম্পর্ক তৈরি করা

গল্প পড়ি ২

- পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ‘পুতুল’ গল্প নীরবে ও সরবে পাঠ করা
- ‘পুতুল’ গল্পের বিষয়, চরিত্রায়নও মূলভাব চিহ্নিত করে নিজের ভাষায় উপস্থাপন করা
- ‘পুতুল’ গল্পের সাথে নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সম্পর্ক তৈরি করা
- গল্পের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করতে পারা
- নিজের কল্পনা ও অনুভূতি দিয়ে যে কোনো বিষয়ে গল্প লেখা
- গল্পের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিজের লেখা যাচাই করা

গল্প পড়ি ১

সেশন: ১-২

- **নিজে নিজে যে কোনো বিষয়ে গল্প প্রস্তুত করা।**

শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গল্প পাঠ, শোনা, রচনা করার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাইবেন। আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:

- তোমরা তো পাঠ্যবইয়ে অনেক গল্প পড়েছ। কিন্তু কেউ কি কখনো নিজে গল্প লিখেছ বা পরিচিত কাউকে গল্প লিখতে দেখেছ?
- এমন কি কোনো গল্প আছে যা তোমার বিশেষভাবে ভালো লেগেছে বা মাঝে মাঝেই মনে চলে আসে?
- গল্প পড়তে কি ভালো লাগে? কেন লাগে, কিংবা কেন লাগে না?

শিক্ষার্থীরা তাদের মতামত প্রদান করবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কারো পাঠ্যবইয়ের বাইরের গল্প পড়া থাকলে বা গল্প লেখার অভিজ্ঞতা থাকলে, সে-ব্যাপারে উৎসাহ দেবেন। এরপর শিক্ষক একক কাজ হিসেবে শিক্ষার্থীদের একটি গল্প লিখতে দেবেন। কাজটি তারা ক্লাসে বসে করতে পারে বা বাড়ি থেকেও করে নিয়ে আসতে পারবে। শিক্ষার্থীরা এককভাবে যে কোনো বিষয় নিয়ে গল্প লেখার চেষ্টা করবে। এ কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- নিজে নিজে গল্প লেখার জন্য তোমাদের সময় ২০ মিনিট। (প্রয়োজন হলে শিক্ষক পুরো একটি ক্লাস গল্প লেখার জন্য বরাদ্দ করতে পারেন এবং পরবর্তী ক্লাসে উপস্থাপনার কাজ করতে পারেন)
- তোমরা নিজেদের মতো করে যা মনে হয় তা নিয়ে গল্প লেখো। যে কোনো বিষয়ের উপর নিজেরা এই গল্প লিখতে পারো।
- গল্পটি এক পৃষ্ঠা বা সর্বোচ্চ দুই পৃষ্ঠার মধ্যে লিখতে হবে।

লেখা শেষ হলে শিক্ষার্থীরা ছোটো ছোটো দলে একে অপরের সাথে নিজেদের লেখা গল্প নিয়ে আলোচনা করবে, নিজের গল্প অন্যকে পড়ে শোনাবে, পড়তে দেবে এবং অন্যদের প্রস্তুত করা গল্প সম্পর্কে মতামত দেবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে-অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের কাজের সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো দেবেন:

- লেখা শেষ হলে ছোটো দলে নিজেদের লেখা গল্প দলের সকলকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যদের লেখা গল্প সম্পর্কে মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে।
- দলে আলোচনা শেষে প্রতি দল থেকে কয়েকজন করে নিজেদের লেখা গল্প পড়ে শোনাবে। (সময় থাকলে শিক্ষক চেষ্টা করবেন যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজেদের লেখা গল্পের অংশবিশেষ হলেও যেন উপস্থাপন করে)
- একেক জনের উপস্থাপনার পর অন্য শিক্ষার্থীরা সংক্ষেপে তাদের মতামত প্রদান করতে পারবে।

মনে রাখবেন: শিক্ষার্থীর জন্য গল্প লেখার কাজটি সহজ নয়। সাহিত্যমান বিবেচনায় তাদের লেখা ভালো নাও হতে পারে। শিক্ষার্থীদের নিজে নিজে গল্প লিখতে দেবার উদ্দেশ্য–নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে যে কোনো ঘটনা/পর্যবেক্ষণ/অনুভূতি গল্পের কাঠামোয় রূপ দেওয়ার কাজে তাদের হাতেখড়ি দেওয়া। তারা যেন নিজে থেকে গল্প লেখার চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করতে গিয়ে হতাশ না হয়ে পড়ে, সেটিই এ কাজের মূল লক্ষ্য। তাই, এ কাজের নির্দেশনা দেওয়ার সময়ে শিক্ষার্থীদের বয়স, আগ্রহ ও চাহিদা, পারিপার্শ্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রাখবেন। তারা যে ধরনের লেখাই তৈরি করুক না কেন, তাদের উৎসাহ দেবেন। যদি এমনটি ঘটে, যেখানে একজন শিক্ষার্থী চেষ্টা করার পরেও কিছুই প্রস্তুত করতে পারেনি, তবে চেষ্টা করার জন্যই তাকে মূল্যায়ন করবেন। একইসাথে সে যেন নিজে থেকে লেখার চেষ্টা অব্যাহত রাখে, সে ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে যাবেন। তিনি তার অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবেন, তবে তাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও প্রকাশ করার সুযোগ যেন ব্যাহত না হয়।

সেশন: ৩

- **পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত 'ম্যাজিক' গল্প নীরবে ও সরবে পাঠ করা।**

শিক্ষক পাঠ্যবই হতে 'ম্যাজিক' গল্পটি প্রথমে ৫ মিনিট সময়ের মধ্যে যতখানি পারে নীরবে পাঠ করতে বলবেন। শিক্ষক পাঠ্যবই হতে গল্পটির কয়েক লাইন করে সবাইকে শব্দ করে পড়ার নির্দেশ দেবেন। এভাবে শিক্ষার্থীদের দিয়ে কয়েক লাইন করে করে পুরো রচনাটি পাঠ সম্পন্ন করতে হবে। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থী সংখ্যা বিবেচনায় পুরো লেখাটি একাধিকবার পাঠ হতে পারে। শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যেন সকল শিক্ষার্থী সরবে পাঠের কাজে অংশ নিতে পারে। তবে সময় বিবেচনায় সকল শিক্ষার্থীকে সরব পাঠে অংশগ্রহণ করানো সম্ভব না হলে, যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি তাদেরকে পরবর্তী পাঠে সুযোগ দেবেন এবং তা জানিয়ে রাখবেন। পাঠ শুরুর আগেই শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- 'ম্যাজিক' গল্পটি প্রথমে নীরবে পড়। এ জন্য সময় ৫ মিনিট। পুরো গল্প এ সময়ের মধ্যে পড়া শেষ করতে না পারলেও সমস্যা নেই।
- এরপর ক্লাসের সব শিক্ষার্থী নিজেদের জায়গায় থেকেই 'ম্যাজিক' গল্পটি ৩ লাইন করে ক্রমান্বয়ে পড়বে। তোমার পাশের বন্ধুটি যে লাইনে এসে পাঠ শেষ করবে তুমি তার পরের লাইন থেকে শুরু করে আরো ৩ লাইন পড়বে।
- জোরে পড়ার চেষ্টা করবে যেন ক্লাসের সবাই তোমার কথা শুনতে পায়।
- এক্ষেত্রে শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হচ্ছে কি না, তা একজন পড়ার সময়ে অন্যরা খেয়াল করবে। কোনো মতামত থাকলে তা জানাবে।
- কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তাও জানাবে। চেষ্টা করব আমরা সবাই যেন সরব পাঠে অংশ নেই, তাই গল্পটি কয়েকবার করে আমরা পাঠ করতে পারি।

সরব পাঠের সময় শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণের দিকে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন, কোনো উচ্চারণ সঠিক না হলে পুনরায় বলতে বলবেন এবং প্রয়োজন হলে সঠিক উচ্চারণটি বলে দেবেন। শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখবেন যে পাঠের কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে সেগুলো চিহ্নিত করে রাখতে। লেখাটিতে যেসব নতুন শব্দ তারা খুঁজে পাবে সেগুলো পাঠ্যবইয়ের 'শব্দের অর্থ' অংশ থেকে পড়তে বলবেন। 'শব্দের অর্থ' অংশে প্রদত্ত শব্দের অর্থের বাইরে আরও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা আছে কি না জানতে চাইবেন এবং সেগুলোর অর্থ বুঝতে তাদের সাহায্য করবেন।

সেশন: ৪-৫

- **‘ম্যাজিক’ গল্পের বিষয়, চরিত্রায়ন ও মূলভাব চিহ্নিত করে নিজের ভাষায় উপস্থাপন করা।**

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৫/৬টি দলে ভাগ করে দেবেন। এরপর ‘গল্প বুঝি’ অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা ‘ম্যাজিক’ গল্পের বিষয় ও মূলভাব দলে আলোচনা করে এর উপর কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি করবে। এ কাজের জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন তৈরির সুবিধার জন্য শিক্ষক নিচে দেওয়া নমুনা প্রশ্ন থেকে দু-একটি ধারণা দিতে পারেন:

- গল্পে কোন ঘটনাকে লেখক ম্যাজিক বলেছেন?
- চুড়ি হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকে লেখক কেন রহস্যময় বলেছেন?
- ম্যাজিক কখন সম্ভব হয় বলে লেখক মনে করেন?

প্রশ্ন তৈরির কাজ শেষ হলে এক দল অন্য দলকে প্রশ্ন করবে। অন্য দল সেই উত্তর দেবে। প্রতি দল যাতে অন্তত একটি করে প্রশ্ন করতে পারে শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন। এক্ষেত্রে একই প্রশ্ন যেন বার বার না আসে, শিক্ষার্থীদের সে ব্যাপারে জানিয়ে রাখবেন।

প্রশ্ন-উত্তরের ভিত্তিতে কবিতাটি বোঝা হয়ে গেলে দু-এক জন শিক্ষার্থীকে কবিতাটির মূলভাব বা মূলকথা বলতে বলবেন। এরপর সবাইকে নিজের নিজের মতো খাতায় কিংবা বইয়ের ‘বলি ও লিখি’ অনুশীলনীর খালি জায়গায় মূলকথা লিখতে দেবেন। লেখার জন্য সময় রাখবেন ২০ মিনিট। এই কাজের মূল লক্ষ্য - গল্পের বিষয়, কাহিনি, মূলভাব শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে চিহ্নিত করতে পারা এবং তা লিখিতভাবে প্রস্তুত করতে পারা।

নমুনা উত্তর: ‘ম্যাজিক’ গল্পের মূলভাব

পা পিছলে টুটু সোনার চুড়ি ভেঙে দু টুকরো করে ফেলে। বাবাকে দেখিয়ে মা টুকরো দুটো বিছানার বালিশের তলার কোথাও গুঁজে রেখেছিলেন। সেখানেই গোল বাঁধে, যত্ন করে রাখতে গিয়ে পরে মা বিছানা-বালিশের কোথাও আর খুঁজে পান না। ব্যাপারটায় সবাই তাজ্জব বনে যায়, তাহলে চুড়ির টুকরোগুলো হাওয়া হয়ে গেল নাকি? কিন্তু বাবার মনে হলো বালিশের তলায় রাখতে গিয়ে মা আসলে বালিশের ওয়াড়ের ভেতরেই রেখে দিয়েছেন। এই চিন্তা মাথায় আসতেই বাবার হাসি পেল এবং মা কে চমক দিয়ে বললেন, এই ঘরে বসেই চুড়ি খুঁজে দিচ্ছি; বালিশের ওয়াড়ের ভেতরটা খুঁজে দেখ। অবশেষে সেখানেই সোনার চুড়ির টুকরো পাওয়া গেল। অর্থাৎ বালিশের তলা মনে করে টুটুর মা বালিশের ওয়াড়ের ভেতরে চুড়ির টুকরো দুটো চালান করে দিয়েছিলেন। অথচ সারাবেলা তন্নতন্ন করে খুঁজতে হলো সমস্ত ঘর এবং সন্দেহ করতে হলো কতো কিছুতে। তাড়াহুড়া কিংবা অসচেতনভাবে কোনো কাজ করতে গিয়ে আমরা অস্থানে অনেক কিছু রেখে দিই। পরে তা আমাদের খুঁজে পেতে বেগ হয়, অথচ ঠান্ডা মাথায় ভেবে নিলে তা সহজেই পাওয়া সম্ভব। টুটুর বাবার সহজ ভাবনাটা এই গল্পে ম্যাজিকের মতো কাজ করে চুড়িগুলো খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে।

সেশন: ৬

- **'ম্যাজিক' গল্পের সাথে নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সম্পর্ক তৈরি করা।**

শিক্ষক 'জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি' অনুশীলনী অনুযায়ী 'ম্যাজিক' গল্পের সাথে শিক্ষার্থীদের জীবনের বা চারপাশের কোনো ঘটনার মিল আছে কি না, তা জানতে চাইবেন ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন:

- ম্যাজিক বলতে তুমি কী বোঝো? তুমি কী কখনো ম্যাজিক দেখেছ বা করেছ? সেটি কেমন ছিল?
- 'ম্যাজিক' গল্পের ঘটনার মতো এমন ঘটনা কি মানুষের জীবনে ঘটে?
- এমন বা এর কাছাকাছি কোনো ঘটনা তুমি কি জানো? বা তোমার সাথে ঘটেছে? সেই ঘটনাটি কী রকম?
- কোন কিছু হারিয়ে গেলে তোমার কেমন অনুভূতি হয়?
- হারিয়ে যাওয়া কোনো কিছু ফিরে ফেলে তোমার কেমন অনুভূতি হয়?
- হারিয়ে যাওয়া জিনিস খুঁজে পেতে হলে কী করা উচিত বলে মনে কর?

এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একক কাজ দেবেন। শিক্ষার্থীরা গল্পের সাথে নিজের জীবনের বা চারপাশের কোনো ঘটনার মিল আছে কি না তা পাঠ্যবইয়ের 'জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি' অংশের খালি জায়গায় লিখবে। একক কাজ সম্পন্ন হলে ছোটো দলে ভাগ হয়ে নিজেদের লেখা সবাইকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যদের প্রস্তুত করা লেখা সম্পর্কে মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন।

কাজ শেষে প্রতি দল থেকে অন্তত একজন শিক্ষার্থীকে তার নিজের ও দলের অন্যদের কাজ সম্পর্কে উপস্থাপন করতে বলবেন উপস্থাপন শেষে অন্য শিক্ষার্থীরা তার মতামতের সাথে কতটুকু একমত এ ব্যাপারে শিক্ষক জানতে চাইবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন, নিজের মতামত দেবেন এবং তারা গল্পের সাথে নিজের জীবনের বা চারপাশের ঘটনার মিল কতটুকু করতে পেরেছে তা সংক্ষেপে বলবেন।

গল্প পড়ি ২

সেশন: ৭

- **পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত 'পুতুল' গল্প নীরবে ও সরবে পাঠ করা**

শিক্ষক পাঠ্যবই হতে 'পুতুল' গল্পটি প্রথমে ৫ মিনিট সময়ের মধ্যে যতখানি পারে নীরবে পাঠ করতে বলবেন। শিক্ষক পাঠ্যবই হতে গল্পটির কয়েক লাইন করে সবাইকে শব্দ করে পড়ার নির্দেশ দেবেন। এভাবে শিক্ষার্থীদের দিয়ে কয়েক লাইন করে করে পুরো রচনাটি পাঠ সম্পন্ন করতে হবে। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থী সংখ্যা বিবেচনায় পুরো লেখাটি একাধিকবার পাঠ হতে পারে। শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যেন সকল শিক্ষার্থী সরবে পাঠের কাজে অংশ নিতে পারে। তবে সময় বিবেচনায় সকল শিক্ষার্থীকে সরব পাঠে অংশগ্রহণ করানো সম্ভব না হলে, যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি তাদেরকে পরবর্তী পাঠে সুযোগ দেবেন এবং তা জানিয়ে রাখবেন। পাঠ শুরুর আগেই শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- 'পুতুল' গল্পটি প্রথমে নীরবে পড়। এ জন্য সময় ৫ মিনিট। পুরো গল্প এ সময়ের মধ্যে পড়া শেষ করতে না পারলেও সমস্যা নেই।
- এরপর ক্লাসের সব শিক্ষার্থী নিজেদের জায়গায় থেকেই 'পুতুল' গল্পটি ৩ লাইন করে ক্রমান্বয়ে পড়বে। তোমার পাশের বন্ধুটি যে লাইনে এসে পাঠ শেষ করবে তুমি তার পরের লাইন থেকে শুরু করে আরো ৩ লাইন পড়বে।
- জোরে পড়ার চেষ্টা করবে যেন ক্লাসের সবাই তোমার কথা শুনতে পায়।
- এক্ষেত্রে শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হচ্ছে কি না, তা একজন পড়ার সময়ে অন্যরা খেয়াল করবে। কোনো মতামত থাকলে তা জানাবে।
- কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তাও জানাবে। চেষ্টা করব আমরা সবাই যেন সরব পাঠে অংশ নেই, তাই গল্পটি কয়েকবার করে আমরা পাঠ করতে পারি।

সরব পাঠের সময় শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণের দিকে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন, কোনো উচ্চারণ সঠিক না হলে পুনরায় বলতে বলবেন এবং প্রয়োজন হলে সঠিক উচ্চারণটি বলে দেবেন। শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখবেন যে পাঠের কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে সেগুলো চিহ্নিত করে রাখতে। লেখাটিতে যেসব নতুন শব্দ তারা খুঁজে পাবে সেগুলো পাঠ্যবইয়ের 'শব্দের অর্থ' অংশ থেকে পড়তে বলবেন। 'শব্দের অর্থ' অংশে প্রদত্ত শব্দের অর্থের বাইরে আরও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা আছে কি না জানতে চাইবেন এবং সেগুলোর অর্থ বুঝতে তাদের সাহায্য করবেন।

সেশন: ৮-৯

- **‘পুতুল’ গল্পের বিষয়, চরিত্রায়ন ও মূলভাব চিহ্নিত করে নিজের ভাষায় উপস্থাপন করা।**

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৫/৬টি দলে ভাগ করে দেবেন। এরপর ‘গল্প বুঝি’ অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা ‘ম্যাজিক’ গল্পের বিষয় ও মূলভাব দলে আলোচনা করে এর উপর কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি করবে। এ কাজের জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন তৈরির সুবিধার জন্য শিক্ষক নিচে দেওয়া নমুনা প্রশ্ন থেকে দু-একটি ধারণা দিতে পারেন:

- পুতুলের বাড়ির বাগান দেখতে কেমন?
- পুতুলের মন খারাপ কেন?
- পুতুলের মা কেন কদম ফুলের গাছ কেটে ফেলতে চান?
- গাছ কাটার সপক্ষে রহমান সাহেব যা বললেন সে ব্যাপারে তুমি কী মনে কর?
- পুতুল গল্পে গাছ কেটে ফেলা সম্পর্কে তোমার মতামত কী?

প্রশ্ন তৈরির কাজ শেষ হলে এক দল অন্য দলকে প্রশ্ন করবে। অন্য দল সেই উত্তর দেবে। প্রতি দল যাতে অন্তত একটি করে প্রশ্ন করতে পারে শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন। এক্ষেত্রে একই প্রশ্ন যেন বার বার না আসে, শিক্ষার্থীদের সে ব্যাপারে জানিয়ে রাখবেন।

প্রশ্ন-উত্তরের ভিত্তিতে কবিতাটি বোঝা হয়ে গেলে দু-এক জন শিক্ষার্থীকে কবিতাটির মূলভাব বা মূলকথা বলতে বলবেন। এরপর সবাইকে নিজের নিজের মতো খাতায় কিংবা বইয়ের ‘বলি ও লিখি’ অনুশীলনীর খালি জায়গায় মূলকথা লিখতে দেবেন। লেখার জন্য সময় রাখবেন ২০ মিনিট। এই কাজের মূল লক্ষ্য–গল্পের বিষয়, কাহিনি, মূলভাব শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে চিহ্নিত করতে পারা এবং তা লিখিতভাবে প্রস্তুত করতে পারা।

নমুনা উত্তর: ‘পুতুল’ গল্পের মূলভাব

> ‘পুতুল’ গল্পটি শিশুমনের বিচিত্র ভাব নিয়ে রচিত হয়েছে। গল্পের প্রধান চরিত্র এগারো বছর বয়সী পুতুল। তার একাকিত্ব, বাবা-মার সম্পর্ক, নিজের কল্পনার জগৎ এবং প্রকৃতির সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক গল্পের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু গল্পটি গড়ে উঠেছে গাছকাটাকে কেন্দ্র করে। শীতকালে হঠাৎ ঘরের কাছের বাগানের দুটি কদম গাছ কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত হলে পুতুলের মন খারাপ হয়ে যায়। এগাছগুলো শৈশব থেকেই তার সঙ্গী, বন্ধুর মতো। এদের কেটে ফেলাকে কেন্দ্র করে পুতুলের মনে যে চিন্তা ও অনুভূতি তা নিয়ে বলার মত আশপাশে কেউ নেই। শেষমেশ সে তার বাবা, রহমান সাহেবকে প্রশ্ন করে বসে, ‘গাছগুলো কাটবে কেন?’ কারণ গাছ কাটা পুতুলের পছন্দ নয়। বাবা গাছকাটার পক্ষে যুক্তি দিলেও পুতুলের মন বিষাদে ছেয়ে থাকে।

সেশন: ১০

- **‘পুতুল’ গল্পের সাথে নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সম্পর্ক তৈরি করা।**

শিক্ষক ‘জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি’ অনুশীলনী অনুযায়ী ‘পুতুল’ গল্পের সাথে শিক্ষার্থীদের জীবনের বা চারপাশের কোনো ঘটনার মিল আছে কি না তা জানতে চাইবেন ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন:

- মন খারাপ হলে তুমি কী করো?
- সাধারণত কী কী কারণে তোমার মন খারাপ হয়?
- ‘পুতুল’ গল্পের ঘটনার মতো এমন ঘটনা কি মানুষের জীবনে ঘটে?
- এমন বা এর কাছাকাছি কোনো ঘটনা তুমি কি জানো? বা তোমার সাথে ঘটেছে? সেই ঘটনাটি কী রকম ?
- তুমি কী কখনো গাছ কেটেছ? বা অন্যকে কাটতে দেখেছ?
- গাছ কাটার পক্ষে ও বিপক্ষে তোমার মতামত দাও।

এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একক কাজ দেবেন। শিক্ষার্থীরা কবিতার সাথে নিজের জীবনের বা চারপাশের কোনো ঘটনার মিল আছে কি না তা পাঠ্যবইয়ের ‘জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি’ অংশের খালি জায়গায় লিখবে। একক কাজ সম্পন্ন হলে ছোটো দলে ভাগ হয়ে নিজেদের লেখা সবাইকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যদের প্রস্তুত করা লেখা সম্পর্কে মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন।

কাজ শেষে প্রতি দল থেকে অন্তত একজন শিক্ষার্থীকে তার নিজের ও দলের অন্যদের কাজ সম্পর্কে উপস্থাপন করতে বলবেন উপস্থাপন শেষে অন্য শিক্ষার্থীরা তার মতামতের সাথে কতটুকু একমত এ ব্যাপারে শিক্ষক জানতে চাইবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন, নিজের মতামত দেবেন এবং তারা কবিতার সাথে নিজের জীবনের বা চারপাশের ঘটনার মিল কতটুকু করতে পেরেছে তা সংক্ষেপে বলবেন।

সেশন: ১১

- **গল্পের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা।**

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জানাবেন গল্পের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। এরপর পাঠ্যবইয়ের 'গল্পের বৈশিষ্ট্য খুঁজি' ছক অনুযায়ী দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকে গল্পের বৈশিষ্ট্য খোঁজার কাজ দেবেন।

নমুনা উত্তর: গল্পের বৈশিষ্ট্য খুঁজি

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	পর পর দুই লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?		✓
২	হাতে তালি দিয়ে দিয়ে কি পড়া যায়?		✓
৩	লাইনগুলো কি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের?		✓
৪	লাইনগুলো কি সুর করে পড়া যায়?		✓
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?		✓
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?	✓	
৭	এর মধ্যে কি কোনো কাহিনি আছে?	✓	
৮	এর মধ্যে কি কোনো চরিত্র আছে?	✓	
৯	এখানে কি কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে?	✓	
১০	এটি কি কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাগ করা?	✓	
১১	এর মধ্যে কি কোনো সংলাপ আছে?	✓	
১২	এটি কি অভিনয় করা যায়?	✓	

এবারে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দেবেন। দলে বসে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আলোচনা করে গল্পের বৈশিষ্ট্য লিখতে দেবেন। সম্ভব হলে গল্পের সাথে কবিতার পার্থক্যও বের করতে দেবেন। দলগত কাজ শেষ হয়ে গেলে প্রত্যেক দল থেকে একজন বা দুইজন শিক্ষার্থী এসে উপস্থাপন করবে। অন্যান্য দলের শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনকারী দলের সাথে একমত কি না, শিক্ষক তা প্রশ্ন করবেন। অন্য দলের শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে ভিন্ন মত থাকলে তা প্রদান করবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মতামতের গুরুত্ব দেবেন এবং সব শেষে পাঠ্যবইয়ের 'গল্প কী' আলোচনা থেকে গল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা দেবেন। 'গল্প কী' অনুচ্ছেদ নিয়ে শিক্ষার্থীদের ভিন্নমত থাকলে শিক্ষক তা নিয়েও আলোচনা করবেন।

শিক্ষকের জন্য নোট: গল্পের বৈশিষ্ট্য

গল্প সাধারণত আয়তনে ছোটো হয়। গল্পে একটি বিষয় থাকে, কাহিনি থাকে। সেই কাহিনিকে প্রকাশ করার জন্য কিছু চরিত্র থাকে। চরিত্র মানুষ হতে পারে, আবার জীবজন্তু বা অন্য কিছুও হতে পারে। সবগুলো চরিত্রের মধ্যে আবার একটি বা দুটি চরিত্রের গুরুত্ব বেশি থকে। গল্পের ঘটনা আমাদের জীবন থেকে নেওয়া হয়। যাঁরা গল্প লেখেন, তাঁদের গল্পকার বলে। গল্প গদ্য ভাষায় লেখা হয়। তবে গল্পের চরিত্র প্রয়োজনে কথা বলতে পারে। তাই বর্ণনামূলক ভাষার গদ্যে লেখা হলেও গল্পে সংলাপ থাকে। গল্পের মানুষেরা যখন কথা বলে একে 'সংলাপ' বলে। আমরা গল্প পড়ে আনন্দ পাই, কারণ গল্পে জীবনের ছবি ফুটে ওঠে। আর গল্পের কাহিনির ভিতর দিয়ে গল্পকার অনেক সময় নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরার চেষ্টা করেন। সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। গল্প আমাদের কল্পনা ও অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে। বিভিন্ন রকম গল্প হয়: নির্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণী; ভ্রমণ অভিজ্ঞতা, আমাদের চারপাশের জানা বা দেখা কাহিনি, ঐতিহাসিক ঘটনা, কল্পনার বিষয় নিয়ে বানানো কাহিনি ইত্যাদি।

সেশন: ১২-১৩

- **নিজের কল্পনা ও অনুভূতি দিয়ে যে কোনো বিষয়ে গল্প লেখা।**
- **গল্পের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী নিজের লেখা যাচাই করা।**

শিক্ষক একক কাজ হিসেবে শিক্ষার্থীদের একটি গল্প লিখতে দেবেন। এ গল্পটি নতুন করে হতে পারে বা পূর্বের লেখাটিও তারা পরিমার্জন করতে পারে। কাজটি তারা ক্লাসে বসে করতে পারে বা বাড়ি থেকেও করে নিয়ে আসতে পারবে। শিক্ষার্থীরা এককভাবে যে কোনো বিষয় নিয়ে গল্প লেখার চেষ্টা করবে। এ কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- নিজে নিজে গল্প লেখার জন্য তোমাদের সময় ২০ মিনিট। (প্রয়োজন হলে শিক্ষক পুরো একটি ক্লাস গল্প লেখার জন্য বরাদ্ধ করতে পারেন এবং পরবর্তী ক্লাসে উপস্থাপনার কাজ করতে পারেন)
- তোমরা নিজেদের মতো করে যা মনে হয় তা নিয়ে গল্প লিখবে। এবার তোমরা নতুন করে একটি গল্প লিখতে পারো বা পূর্বের লেখা গল্পটিও পরিমার্জন করতে পারো।
- যে কোনো বিষয়ের উপর নিজেরা এই গল্প লিখতে পারো।
- গল্পটি এক পৃষ্ঠা বা সর্বোচ্চ দুই পৃষ্ঠার মধ্যে লিখতে হবে। চাইলে তোমরা পাঠ্যবইয়ের 'গল্প লিখি' অংশের ফাঁকা জায়গায় গল্পটি লিখতে পারো।

লেখা শেষ হলে শিক্ষার্থীরা ছোটো ছোটো দলে একে অপরের সাথে নিজেদের লেখা গল্প নিয়ে আলোচনা করবে, নিজের গল্প অন্যকে পড়ে শোনাবে, পড়তে দেবে এবং অন্যদের লেখা গল্প সম্পর্কে মতামত দেবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে-অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের কাজের সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো দেবেন:

- লেখা শেষ হলে ছোটো দলে নিজেদের লেখা গল্প দলের সবাইকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যদের প্রস্তুত করা গল্প সম্পর্কে মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজের লেখাটিতে গল্পের বৈশিষ্ট্য কতটুকু এসেছে সে-ব্যাপারে অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে।
- দলের সদ্যদের লেখাটি নিয়ে মতামত দেবার সময় যা বিষয়গুলো লক্ষ রাখবে তা হল: এতে কাহিনি, চরিত্র, সংলাপ ইত্যাদি আছে কি না, গদ্য ভাষায় লেখা হয়েছে কি না, অনুচ্ছেদ আছে কি না ইত্যাদি।
- দলে আলোচনা শেষে প্রতি দল থেকে কয়েকজন করে নিজেদের লেখা গল্প আমরা পড়ে শোনাব। (সময় বিবেচনায় শিক্ষক চেষ্টা করবেন যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজেদের লেখা গল্প অংশবিশেষ হলেও উপস্থাপন করে)
- উপস্থাপনার পর অন্য শিক্ষার্থীরা সংক্ষেপে তাদের মতামত প্রদান করতে পারবে।
- নিজেদের লেখা গল্পটি চূড়ান্ত করে ক্লাসের দেয়ালে টাঙাবে যেন সবাই পড়তে পারে।

এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের লেখা গল্প নিয়ে শিক্ষক তার মতামত দিতে পারবেন। একইসাথে উপস্থাপনা শেষে লেখাগুলো কয়েকদিনের জন্য শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখতে হবে ।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১৬: প্রবন্ধ

এ শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা সাহিত্যের নমুনা হিসেবে প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারে, প্রবন্ধ পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে পারে এবং এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হিসেবে নিজেরা যে কোনো ধরনের প্রবন্ধ লিখতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, বিশ্লেষণ, তথ্য অনুসন্ধান, উপস্থাপনা ।

সেশন সংখ্যা : ৮

উপকরণ : বাংলা বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় ৪র্থ পরিচ্ছেদ (‘আমাদের লোকশিল্প’ প্রবন্ধ); সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

- পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত প্রবন্ধ সরবে পাঠ করা
- পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত প্রবন্ধ থেকে এর বিষয়বস্তুও মূলভাব চিহ্নিত করে নিজের ভাষায় উপস্থাপন করা
- প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা
- দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে যে কোনো বিষয়ে প্রবন্ধ প্রস্তুত করা
- প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিজের লেখা যাচাই করা

সেশন: ১

- **পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত প্রবন্ধ সরবে পাঠ করা**

শিক্ষক পাঠ্যবই হতে ‘আমাদের লোকশিল্প’ প্রবন্ধটি কয়েক লাইন করে সবাইকে শব্দ করে পড়ার নির্দেশ দেবেন। সরব পাঠের কাজটি শ্রেণিকক্ষের প্রত্যেক শিক্ষার্থী কয়েক লাইন পাঠ করে করে পুরো রচনাটি পাঠ সম্পন্ন করবে। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থী সংখ্যা বিবেচনায় পুরো লেখাটি একাধিকবার পাঠ হতে পারে। শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যেন সকল শিক্ষার্থী পাঠ কাজে অংশ নিতে পারে। তবে সময় বিবেচনায় সকল শিক্ষার্থীকে সরব পাঠে অংশগ্রহণ করানো সম্ভব না হলে, যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি তাদেরকে পরবর্তী পাঠে সুযোগ দেবেন এবং তা জানিয়ে রাখবেন। পাঠ শুরুর আগেই শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- ক্লাসের সকল শিক্ষার্থী নিজেদের জায়গায় থেকেই ‘আমাদের লোকশিল্প’ রচনাটি ৩ লাইন করে ক্রমান্বয়ে পড়বে। তোমার পাশের বন্ধুটি যে লাইনে এসে পাঠ শেষ করবে তুমি তার পরের লাইন থেকে শুরু করে আরো ৩ লাইন পড়বে।
- জোরে পড়ার চেষ্টা করবে যেন ক্লাসের সবাই তোমার কথা শুনতে পায়।
- এক্ষেত্রে শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হচ্ছে কি না, তা একজন পড়ার সময়ে অন্যরা খেয়াল করবে। কোনো মতামত থাকলে তা জানাবে।
- কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তাও জানাবে। চেষ্টা করব আমরা সবাই যেন সরব পাঠে অংশ নেই, তাই রচনাটি কয়েকবার করে আমরা পাঠ করতে পারি।

সরব পাঠের সময় শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণের দিকে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন, কোন উচ্চারণ সঠিক না হলে পুনরায় বলতে বলবেন এবং প্রয়োজন হলে সঠিক উচ্চারণটি বলে দেবেন। শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখবেন যে পাঠের কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে সেগুলো চিহ্নিত করে রাখতে। লেখাটিতে যেসব নতুন শব্দ তারা খুঁজে পাবে সেগুলো পাঠ্যবইয়ের 'শব্দের অর্থ' অংশ থেকে দেখতে বলবেন। 'শব্দের অর্থ' অংশের বাইরে আরও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা আছে কি না জানতে চাইবেন এবং সেগুলোর অর্থ বুঝতে তাদের সাহায্য করবেন।

সেশন: ২-৩

- **পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ও মূলভাব চিহ্নিত করে নিজের ভাষায় উপস্থাপন করা।**

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৫/৬টি দলে ভাগ করে দেবেন। এরপর 'প্রবন্ধ বুঝি' অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা 'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধের বিষয় ও মূলভাব দলে আলোচনা করে এর উপর কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি করবে। এ কাজের জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন তৈরির সুবিধার জন্য শিক্ষক নিচে দেওয়া নমুনা প্রশ্ন থেকে দু-একটি ধারণা দিতে পারেন:

- 'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধে কয় ধরনের লোকশিল্পের উল্লেখ আছে?
- অঞ্চল বা জেলাভেদে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য লোকশিল্প কোনগুলো?
- লোকশিল্পের সংরক্ষণ কেন গুরুত্বপূর্ণ?
- কুটিরশিল্প হতে যে ধরনের উপকরণ উৎপাদন হয় তা কী শুধু গ্রামে ব্যবহার হয়? নাকি শহরেও হয়?

প্রশ্ন তৈরির কাজ শেষ হলে এক দল অন্য দলকে প্রশ্ন করবে। অন্য দল সেই উত্তর দেবে। প্রতি দল যাতে অন্তত একটি করে প্রশ্ন করতে পারে শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন। এক্ষেত্রে একই প্রশ্ন যেন বার বার না আসে, শিক্ষার্থীদের সে ব্যাপারে জানিয়ে রাখবেন।

প্রশ্ন-উত্তরের ভিত্তিতে কবিতাটি বোঝা হয়ে গেলে দু-এক জন শিক্ষার্থীকে কবিতাটির মূলভাব বা মূলকথা বলতে বলবেন। এরপর সবাইকে নিজের নিজের মতো খাতায় কিংবা বইয়ের 'বলি ও লিখি' অনুশীলনীর খালি জায়গায় মূলকথা লিখতে দেবেন। লেখার জন্য সময় রাখবেন ২০ মিনিট। এই কাজের মূল লক্ষ্য - প্রবন্ধের বিষয় শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে চিহ্নিত করতে পারা এবং তা লিখিতভাবে প্রস্তুত করতে পারা।

নমুনা উত্তর: 'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধের মূলভাব

'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধে লেখক বাংলাদেশের লোকশিল্প ও লোক-ঐতিহ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। এ বর্ণনায় লোকশিল্পের প্রতি তার গভীর মমত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের নিত্য ব্যবহার্য অনেক জিনিসই কুটিরশিল্পের ওপর নির্ভরশীল। শিল্পগুণ বিচারে এ ধরনের শিল্পকে লোকশিল্পের মধ্যে গণ্য করা হয়। আগে আমাদের দেশে যে সমস্ত লোকশিল্পের দ্রব্য তৈরি হতো তার অত্যন্ত উন্নতমানের ছিল। ঢাকাই মসলিন তার অন্যতম। ঢাকাই মসলিন অধুনা বিলুপ্ত হলেও ঢাকাই জামদানি শাড়ি সে-স্থান অধিকার করেছে। বর্তমানে জামদানি শাড়ি ভুবন বিখ্যাত এবং আমাদের গর্বের বস্তু। নকশিকাথা আমাদের একটি গ্রামীণ লোকশিল্প। এ শিল্প আজ বিলুপ্ত প্রায় হলেও এর কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায়। আপন পরিবেশ থেকে মেয়েরা নিজেদের মনের মতো করে কথা সেলাইয়ের অনুপ্রেরণা পেতেন। কাথার প্রতিটি সূচের ফোড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে এককটি পরিবারের কাহিনি, তাদের পরিবেশ, তাদের জীবনগাথা। আমাদের দেশের কুমোরপাড়ার শিল্পীরা বিভিন্ন ধরনের তৈজসপত্র ছাড়াও পোড়ামাটি দিয়ে নানাপ্রকার শৌখিনদ্রব্য তৈরি করে থাকেন। নানাপ্রকার পুতুল, মুর্তি ও আধুনিক রুচির ফুলদানি, ছাইদানি, চায়ের সেট ইত্যাদি তারা গড়ে থাকে। খুলনার মাদুর ও সিলেটের শীতলপাটি সকলের কাছে পরিচিত। আমাদের দেশের এই যে লোকশিল্প তা সংরক্ষণের দায়িত্ব সকলের। লোকশিল্পের মাধ্যমে আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে পারি।

সেশন: ৪

- **প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা।**

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জানাবেন প্রবন্ধের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। এরপর পাঠ্যবইয়ের 'প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য খুঁজি' ছক অনুযায়ী দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকে প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য খোঁজার কাজ দেবেন।

নমুনা উত্তর: প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য খুঁজি

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	পর পর দুই লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?		✓
২	হাতে তালি দিয়ে দিয়ে কি পড়া যায়?		✓
৩	লাইনগুলো কি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের?		✓
৪	লাইনগুলো কি সুর করে পড়া যায়?		✓
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?		✓
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?	✓	
৭	এর মধ্যে কি কোনো কাহিনি আছে?		✓
৮	এর মধ্যে কি কোনো চরিত্র আছে?		✓
৯	এখানে কি কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে?	✓	
১০	এটি কি কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাগ করা?	✓	
১১	এর মধ্যে কি কোনো সংলাপ আছে?		✓
১২	এটি কি অভিনয় করা যায়?		✓

এবারে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দেবেন। দলে বসে শিক্ষার্থীরা আলোচনা করে প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য লিখতে বলবেন। সম্ভব হলে প্রবন্ধের সাথে গল্পের পার্থক্য বের করতে বলবেন। দলগত কাজ শেষ হয়ে গেলে প্রত্যেক দল থেকে একজন বা দুইজন শিক্ষার্থী এসে উপস্থাপন করবে। অন্যান্য দলের শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনকারী দলের সাথে একমত কি না শিক্ষক তা প্রশ্ন করবেন। অন্য দলের শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে ভিন্ন মত থাকলে তা প্রদান করবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মতামতের গুরুত্ব দেবেন এবং সব শেষে পাঠ্যবইয়ের 'প্রবন্ধ কী' অনুচ্ছেদের আলোকে প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারটি স্পষ্ট করে দেবেন। 'প্রবন্ধ কী' অনুচ্ছেদ নিয়ে শিক্ষার্থীদের ভিন্ন মত থাকলে শিক্ষক তা নিয়েও আলোচনা করবেন।

শিক্ষকের জন্য নোট: প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য

> গদ্যভাষায় কোনো বিষয়ের সুবিন্যস্ত আলোচনাকে প্রবন্ধ বলে। প্রবন্ধ অনেক রকমের হয়; যেমন: বিবরণমূলক প্রবন্ধ, তথ্যমূলক প্রবন্ধ, বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ। প্রবন্ধে মূলত কোনো বিষয়কে তুলে ধরে তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। এতে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু ও লেখকের চিন্তা-মতামতের মধ্যে একটি ধারাবাহিক বন্ধন দেখানো হয়। প্রবন্ধ অনেকগুলো অনুচ্ছেদে বিভক্ত থাকে। অনুচ্ছেদগুলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়। কী বিষয়ে আলোচনা হবে শুরুর অনুচ্ছেদে তার ইঙ্গিত থাকে; শেষ অনুচ্ছেদে লেখকের মতামত ও সিদ্ধান্ত থাকে। যাঁরা প্রবন্ধ লেখেন, তাঁদের প্রাবন্ধিক বলে। বিচিত্র বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখা হয়। প্রবন্ধের বিষয় হতে পারে বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প, রাজনীতি, ধর্ম, খেলাধুলা, জীবনী ইত্যাদি।

সেশন: ৫-৬

- **দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে যে কোনো বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা।**
- **প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী নিজের লেখা যাচাই করা।**

শিক্ষক একক কাজ হিসেবে শিক্ষার্থীদের একটি প্রবন্ধ লিখতে দেবেন। কাজটি তারা ক্লাসে বসে করতে পারে বা বাড়ি থেকেও করে নিয়ে আসতে পারবে। শিক্ষার্থীরা এককভাবে যে কোনো বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখার চেষ্টা করবে। কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- নিজে নিজে প্রবন্ধ লেখার জন্য তোমাদের সময় ২০ মিনিট। (প্রয়োজন হলে শিক্ষক পুরো একটি ক্লাস প্রবন্ধ লেখার জন্য বরাদ্ধ করতে পারেন এবং পরবর্তী ক্লাসে উপস্থাপনার কাজ করতে পারেন)
- তোমরা নিজেদের মতো করে যা মনে হয় তা নিয়ে প্রবন্ধ লিখবে।
- যে কোনো বিষয়ের উপর নিজেরা এই প্রবন্ধ লিখতে পারো।
- প্রবন্ধটি এক পৃষ্ঠা বা সর্বোচ্চ দুই পৃষ্ঠার মধ্যে লিখতে হবে। চাইলে তোমরা পাঠ্যবইয়ের 'প্রবন্ধ লিখি' অংশের ফাঁকা জায়গায় প্রবন্ধটি লিখতে পার।

নোট: শিক্ষক 'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধ হতে নির্দিষ্ট একটি লোকশিল্পের উপর শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করে আলোচনার মাধ্যমে প্রবন্ধ প্রস্তুত করতে বলতে পারেন। বিষয়গুলো হতে পারে: মসলিন, নকশিকাঁথা, জামদানি, খাদি কাপড়, মণিপুরী কাপড়, কাঁসা ও পিতলের বাসনপত্র, পোড়ামাটির তৈজসপত্র, শীতলপাটি, বাঁশশিল্প, শোলাশিল্প, কাপড়ের পুতুল।

এক্ষেত্রে একাধিক শিক্ষার্থী একই বিষয়ের উপর প্রবন্ধ লিখতে পারে। তবে শিক্ষার্থীরা যদি অন্য যে কোনো বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে চায় সে-ব্যাপারেও শিক্ষক উৎসাহ দেবেন। অন্য বিষয়গুলো হতে পারে: ক্রিকেট খেলা, আমার গ্রাম, বাংলাদেশের ফল/ফুল/গাছপালা, জাতীয় পশু, বিশুদ্ধ খাবার পানি, খেলাধুলা ও শারীরিক সুস্থতা, বন্ধুত্ব ইত্যাদি।

লেখা শেষ হলে শিক্ষার্থীরা ছোটো ছোটো দলে একে অপরের সাথে নিজেদের লেখা প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করবে, নিজের প্রবন্ধ অন্যকে পড়ে শোনাবে, পড়তে দেবে এবং অন্যদের লেখা প্রবন্ধ সম্পর্কে মতামত দেবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে-অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের কাজের সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো দেবেন:

- লেখা শেষ হলে ছোটো দলে নিজেদের লেখা প্রবন্ধ দলের সবাইকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যদের প্রস্তুত করা প্রবন্ধ সম্পর্কে মতামত দিবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজের লেখাটিতে প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যগুলো কতটুকু এসেছে সে-ব্যাপারে অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে।
- দলে আলোচনা শেষে প্রতি দল থেকে কয়েকজন করে নিজেদের লেখা প্রবন্ধ আমরা পড়ে শোনাব। (সময় বিবেচনায় শিক্ষক চেষ্টা করবেন যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজেদের লেখা প্রবন্ধ অংশবিশেষ হলেও উপস্থাপন করে)
- উপস্থাপনার পর অন্য শিক্ষার্থীরা সংক্ষেপে তাদের মতামত প্রদান করতে পারবে।
- সবার উপস্থাপনা ও পরিমার্জন শেষে লেখা প্রবন্ধটি ক্লাসের দেয়ালে এমনভাবে টাঙাবে যাতে সবাই পড়তে পারে।

লেখাটি কয়েকদিনের জন্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের লেখা প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য পূরণ করেছে কিনা তা যাচাইয়ের সুবিধার্থে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কিছু প্রশ্ন করবেন। যেমন:

- কী বিষয়ে প্রবন্ধটি লেখা হচ্ছে সে ইঙ্গিত কি লেখার শুরুতে দেওয়া আছে?
- পঠিত প্রবন্ধে কি একাধিক অনুচ্ছেদ আছে?
- যে বিষয়ে লেখা হয়েছে তার কি পর্যাপ্ত বিবরণ দেওয়া আছে?
- যে বিষয়ে লেখা হয়েছে তাতে তথ্যগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো ছিল?
- শেষ অনুচ্ছেদে কি লেখকের নিজস্ব মতামত আছে?

মনে রাখবেন: সকল শিক্ষার্থীর জন্য প্রবন্ধ লেখার কাজটি সহজ হবে না। একইসাথে যারা লিখবে, সাহিত্যমান বিবেচনায় তা ভালো রচনা নাও হতে পারে। শিক্ষার্থীদের নিজে নিজে প্রবন্ধ লিখতে দেবার উদ্দেশ্য–নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে যে কোনো ঘটনা/পর্যবেক্ষণ/অনুভূতি/বিষয়কে প্রবন্ধের আকারে লেখার হাতেখড়ি দেওয়া। তারা যেন নিজে থেকে প্রবন্ধ লেখার চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করতে গিয়ে হতাশ না হয়ে পড়ে সেটিই এ কাজের মূল লক্ষ্য। তাই, এ কাজের নির্দেশনা প্রদানের সময় শিক্ষার্থীদের বয়স, আগ্রহ ও চাহিদা, পারিপার্শ্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রাখবেন। তারা যে ধরনের লেখাই তৈরি করুক না কেন, তাদের উৎসাহ দেবেন। যদি এমনটি ঘটে, যেখানে একজন শিক্ষার্থী চেষ্টা করার পরেও কিছুই প্রস্তুত করতে পারেনি, তবে চেষ্টা করার জন্যই তাকে মূল্যায়ন করবেন। একইসাথে সে যেন নিজে থেকে লেখার চেষ্টা অব্যাহত রাখে, সে ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে দেবেন। তিনি তার অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবেন, তবে তাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও প্রকাশ করার সুযোগ যেন ব্যাহত না হয়।

৫ম পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১৭: নাটক

এ শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা সাহিত্যের নমুনা হিসেবে নাটকের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারে, নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে নাটকের সম্পর্ক তৈরি করতে, নাটক পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে পারে এবং এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হিসেবে নিজেরা নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, বিশ্লেষণ, তথ্য অনুসন্ধান, উপস্থাপনা, অভিনয়।

সেশন সংখ্যা : ৭

উপকরণ : বাংলা বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ (‘সুখী মানুষ’ নাটক); ষষ্ঠ অধ্যায় ৫ম পরিচ্ছেদের অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

- পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত নাটক নীরবে পাঠ করা
- পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত নাটকের বিষয়, চরিত্রায়নও মূলভাব চিহ্নিত করে নিজের ভাষায় উপস্থাপন করা
- নাটকের সাথে নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সম্পর্ক তৈরি করা
- নাটকের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা
- অভিনয়ের মাধ্যমে নাটক উপস্থাপন করা

সেশন: ১ -২

- **পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত নাটক নীরবে পাঠ করা**
- **পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত নাটক হতে নাটকের বিষয়, চরিত্রায়ন ও মূলভাব চিহ্নিত করে নিজের ভাষায় উপস্থাপন করা**

১ম ধাপ

শিক্ষক পাঠ্যবই হতে ‘সুখী মানুষ’ নাটকটি প্রত্যেককে নীরবে পাঠ করতে বলবেন। এ কাজের জন্য তাদের ১৫-২০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখবেন যে পাঠের কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে সেগুলো চিহ্নিত করে রাখতে। লেখাটিতে যেসব নতুন শব্দ তারা খুঁজে পাবে, সেগুলো পাঠ্যবইয়ের ‘শব্দের অর্থ’ অংশ থেকে পড়তে বলবেন। ‘শব্দের অর্থ’ অংশের বাইরে আরও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা আছে কি না জানতে চাইবেন এবং সেগুলোর অর্থ বুঝতে তাদের সাহায্য করবেন।

২য় ধাপ

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৫/৬টি দলে ভাগ করে দেবেন। এরপর 'প্রবন্ধ বুঝি' অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা 'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধের বিষয় ও মূলভাব দলে আলোচনা করে এর উপর কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি করবে। এ কাজের জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন তৈরির সুবিধার জন্য শিক্ষক নিচে দেওয়া নমুনা প্রশ্ন থেকে দু-একটি ধারণা দিতে পারেন:

- 'সুখী মানুষ' নাটকে কয়টি চরিত্র?
- মোড়ল চরিত্রটি সম্পর্কে তোমার মতামত কী?
- মোড়লের সাথে হাসু আর রহমতের সম্পর্ক কী?
- হাসু আর রহমতের মধ্যে কে মোড়লকে সুস্থ্য করে তোলার ব্যাপারে অধিক আগ্রহী?
- 'অন্যের মনে দুঃখ দিলে কোনোদিন সুখ পাবে না।' - হাসুর এ বক্ত্যবের ব্যাপারে তোমার মতামত কী?
- নাটকের কাঠুরে লোকটি কেন নিজেকে সুখী মনে করে?

প্রশ্ন তৈরির কাজ শেষ হলে এক দল অন্য দলকে প্রশ্ন করবে। অন্য দল সেই উত্তর দেবে। প্রতি দল যাতে অন্তত একটি করে প্রশ্ন করতে পারে শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন। এক্ষেত্রে একই প্রশ্ন যেন বার বার না আসে, শিক্ষার্থীদের সে ব্যাপারে জানিয়ে রাখবেন।

প্রশ্ন-উত্তরের ভিত্তিতে কবিতাটি বোঝা হয়ে গেলে দু-এক জন শিক্ষার্থীকে কবিতাটির মূলভাব বা মূলকথা বলতে বলবেন। এরপর সবাইকে নিজের নিজের মতো খাতায় কিংবা বইয়ের 'বলি ও লিখি' অনুশীলনীর খালি জায়গায় মূলকথা লিখতে দেবেন। লেখার জন্য সময় রাখবেন ২০ মিনিট। এই কাজের মূল লক্ষ্য–প্রবন্ধের বিষয় শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে চিহ্নিত করতে পারা এবং তা লিখিতভাবে প্রস্তুত করতে পারা।

নমুনা উত্তর: 'সুখী মানুষ' নাটকের মূলভাব

> 'সুখী মানুষ' নাটকের কাহিনিতে মানুষকে ঠকিয়ে তাদের মনে কষ্ট দিয়ে ধনী-হওয়া মোড়লের জীবনে শান্তি নেই। চিকিৎসক বলেছেন, কোনো সুখী মানুষরে জামা গায়ে দিলে মোড়লের অসুস্থতা কেটে যাবে। কিন্তু গ্রামের পর গ্রাম খুঁজেও একজন সুখী মানুষ পাওয়া গেল না। শেষে একজনকে পাওয়া গেল যে নিজের শ্রমে উপার্জিত আয়ে কোনোভাবে জীবন নির্বাহ করে সুখে দিন কাটাচ্ছে। তার কোনো সম্পদ নেই, ফলে চোরের ভয় নেই। সুতরাং শান্তিতে ঘুমোনোর ব্যাপারে তার কোনো দুশ্চিন্তাও নেই। শেষপর্যন্ত সুখী মানুষ একজন পাওয়া গেলেও দেখা গেল তার কোনো জামা নহে। সুতরাং মোড়লের সমস্যার সমাধান হলো না। নাটকের কাহিনিতে লেখকের বক্তব্য খুব স্পষ্ট যে অন্যের সাথে অন্যায় করলে যতই সম্পদই থাকুক না কেন তা নিজেকেও এক পর্যায়ে কষ্ট পেতে হয়। আর সুখ একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। একজনের অনেক সম্পদ থেকেও অসুখী হতে পারে। আবার আরেকজনের কিছু না থাকলেও সে সুখী থাকতে পারে।

সেশন: ৩

- **নাটকের সাথে নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সম্পর্ক তৈরি করা।**

শিক্ষক 'জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি' অনুশীলনী অনুযায়ী 'সুখী মানুষ' নাটকের সাথে শিক্ষার্থীদের জীবনের বা চারপাশের কোনো ঘটনার মিল আছে কি না তা জানতে চাইবেন ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন:

- 'সুখী মানুষ' নাটকের ঘটনার মতো এমন ঘটনা কি মানুষের জীবনে ঘটে?
- এমন বা এর কাছাকাছি কোনো ঘটনা তুমি কি জানো? সেই ঘটনাটি কী রকম?
- অন্যকে অত্যাচার করলে কী পরে দুঃখ পেতে হয়? তোমার কী মনে হয়?
- অর্থ-সম্পদ কম থাকলে কী সুখী হওয়া যায়?
- তোমার যদি নাটকের কাঠুরে চরিত্রের মতো ঘরে কিছু না থাকত বা গায়ে পরার জামা না থাকত, তুমি কী নিজেকে সুখী মনে করতে? কেন করতে কিংবা কেন করতে না?
- সুখী হতে হলে কী করা উচিত বলে মনে করো?

এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একক কাজ দেবেন। শিক্ষার্থীরা কবিতার সাথে নিজের জীবনের বা চারপাশের কোনো ঘটনার মিল আছে কি না তা পাঠ্যবইয়ের 'জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি' অংশের খালি জায়গায় লিখবে। একক কাজ সম্পন্ন হলে ছোটো দলে ভাগ হয়ে নিজেদের লেখা সবাইকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যদের প্রস্তুত করা লেখা সম্পর্কে মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন।

কাজ শেষে প্রতি দল থেকে অন্তত একজন শিক্ষার্থীকে তার নিজের ও দলের অন্যদের কাজ সম্পর্কে উপস্থাপন করতে বলবেন উপস্থাপন শেষে অন্য শিক্ষার্থীরা তার মতামতের সাথে কতটুকু একমত এ ব্যাপারে শিক্ষক জানতে চাইবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন, নিজের মতামত দেবেন এবং তারা কবিতার সাথে নিজের জীবনের বা চারপাশের ঘটনার মিল কতটুকু করতে পেরেছে তা সংক্ষেপে বলবেন।

সেশন: ৪

- **নাটকের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা।**

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জানাবেন নাটকের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। এরপর পাঠ্যবইয়ের 'নাটকের বৈশিষ্ট্য খুঁজি' ছক অনুযায়ী দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকে প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য খোঁজার কাজ দেবেন।

নমুনা উত্তর: নাটকের বৈশিষ্ট্য খুঁজি

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	পর পর দুই লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?		✓
২	হাতে তালি দিয়ে দিয়ে কি পড়া যায়?		✓
৩	লাইনগুলো কি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের?		✓
৪	লাইনগুলো কি সুর করে পড়া যায়?		✓
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?		✓
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?	✓	
৭	এর মধ্যে কি কোনো কাহিনি আছে?	✓	
৮	এর মধ্যে কি কোনো চরিত্র আছে?	✓	
৯	এখানে কি কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে?	✓	
১০	এটি কি কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাগ করা?		✓
১১	এর মধ্যে কি কোনো সংলাপ আছে?	✓	
১২	এটি কি অভিনয় করা যায়?	✓	

এবারে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দেবেন। দলে বসে শিক্ষার্থীরা আলোচনা করে নাটকের বৈশিষ্ট্য এবং নাটকের সাথে গল্প-প্রবন্ধের পার্থক্য নিয়ে একটি অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করতে। দলগত কাজ শেষ হয়ে গেলে প্রত্যেক দল থেকে একজন বা দুইজন শিক্ষার্থী এসে উপস্থাপন করবে। অন্যান্য দলের শিক্ষার্থীরা উপস্থাপনকারী দলের সাথে একমত কি না শিক্ষক তা প্রশ্ন করবেন। অন্য দলের শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে ভিন্ন মত থাকলে তা প্রদান করবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মতামতের গুরুত্ব দেবেন এবং সব শেষে পাঠ্যবইয়ের 'নাটক কী' অনুচ্ছেদের আলোকে নাটকের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারটি স্পষ্ট করে দেবেন। 'নাটক কী' অনুচ্ছেদ নিয়ে শিক্ষার্থীদের ভিন্নমত থাকলে শিক্ষক তা নিয়েও আলোচনা করবেন।

শিক্ষকের জন্য নোট: নাটকের বৈশিষ্ট্য

অভিনয়ের উপযোগী করে লেখা সংলাপ-নির্ভর রচনাকে নাটক বলে। নাটকে একজন অন্যজনের সাথে যেসব কথা বলে, সেগুলোকে সংলাপ বলে। আর সংলাপ যাদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়, তাদের বলে চরিত্র। সংলাপের মাধ্যমে নাটকের কাহিনি এগিয়ে যায়। যাঁরা নাটক লেখেন তাঁদের নাট্যকার বলে।

নাটকে বিভিন্ন ভাগ থাকে; একে বলে দৃশ্য। নাটক যেখানে অভিনয় করা হয়; সেই জায়গাকে বলে মঞ্চ। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেন, তাঁদের বলে অভিনেতা। ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক রচনা করা হয় যার সাথে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক থাকতে পারে, নাও পারে। কাল্পনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়েও নাটক রচনা করা হয়। নাটকে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু হাস্যরস, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, বা রাগ-দুঃখ-শোকের ন্যায় অন্যান্য গভীর আবগের মাধ্যমে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়।

সেশন: ৫-৬

- **অভিনয়ের মাধ্যমে নাটক উপস্থাপন করা।**

শিক্ষক অভিনয়ের মাধ্যমে নাটকটি উপস্থাপন করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই ঠিক করবে কে কোন চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করবে। তারা বই দেখে কিংবা না দেখে সংলাপ বলতে পারবে। শিক্ষার্থীরা যেন নাটকের চরিত্র, বাক্যের ধরন, এবং পরিস্থিতি-অনুযায়ী সংলাপ উচ্চারণ করে সে ব্যাপারে উৎসাহ দেবেন। শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যেন শ্রেণির অনেক শিক্ষার্থী এ কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। তাই শ্রেণিকক্ষে নাটকটি একাধিক বার অভিনীত হতে পারে।

এরপর অভিনয়ের মাধ্যমে সংলাপ পাঠ করার জন্য সকল দলকে প্রস্তুতিমূলক কিছু সময় নির্ধারণ করে দেবেন। একইসাথে নিচের নির্দেশনাগুলো দেবেন:

- সংলাপ যথাযথভাবে উচ্চারণ করার চেষ্টা করতে হবে।
- এমনভাবে সংলাপ বলতে হবে যাতে সবাই শুনতে পায়।
- চেষ্টা করবে চরিত্র অনুযায়ী সংলাপ পাঠে বৈচিত্র্য আনতে।

মনে রাখবেন: শিক্ষার্থীরা অভিনয়ের মাধ্যমে নাটক উপস্থাপনের কাজটি ভালোভাবে করতে পারবে, তা নাও হতে পারে। শিক্ষার্থীদের অভিনয়ের মাধ্যমে নাটক উপস্থাপন করতে দেবার উদ্দেশ্য–সংলাপ ও চরিত্র অনুযায়ী অভিনয়ের মাধ্যমে কাহিনি উপস্থাপন করতে পারা। তারা যেন আনন্দ পায় এবং নিজেদের অভিনয় দেখে নিজেরাই উৎসাহী হয়, সেটিও এ কাজের লক্ষ্য। শিক্ষক তাঁর অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবেন, তবে তাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও প্রকাশ করার সুযোগ যেন ব্যাহত না হয়।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১৮: সাহিত্যের নানা রূপ

এ শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা সাহিত্যের নমুনা হিসেবে বিভিন্ন ধরনের রচনার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারে, এদের মধ্যে মিল-অমিল শনাক্ত করতে পারে এবং এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হিসেবে সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ নিয়ে নিজেদের মতামত উপস্থাপন করতে পারে।

কৌশল : দলীয় কাজ, উপস্থাপনা, প্রশ্নোত্তর, একক কাজ।

সেশন সংখ্যা : ৩

উপকরণ : বাংলা বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ('সাহিত্যের নানা রূপ'); সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী; দেয়াল পত্রিকা প্রস্তুত করার জন্য কাগজ, আঠা ইত্যাদি।

কার্যক্রম:

- সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা, মিল ও পার্থক্য করা
- কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ, নাটকের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রস্তুত করা
- কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ, নাটকের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা নিয়ে দেয়াল পত্রিকা তৈরি করা

সেশন: ১

- **সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা, মিল ও পার্থক্য করতে পারা।**

এই সেশনের শুরুতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একক কাজ দেবেন। একক কাজের পূর্বে তিনি শিক্ষার্থীদের জানাবেন যে কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক - এগুলো সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। প্রতিটি রূপের বৈশিষ্ট্য আলাদা। শিক্ষক এবারে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ছকে যে বৈশিষ্ট্যটি আছে তা টিকচিহ্ন দিয়ে ছকটি পূরণ করতে বলবেন।

নমুনা উত্তর: সাহিত্যের নানা রূপের বৈশিষ্ট্য

ক্রম	বৈশিষ্ট্য	কবিতা	গান	গল্প	প্রবন্ধ	নাটক
১	মিলশব্দ	✓	✓			
২	তাল	✓	✓			
৩	নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের লাইন	✓				
৪	সুর	✓	✓			
৫	পদ্য-ভাষা	✓	✓			
৬	গদ্য-ভাষা			✓	✓	✓
৭	কাহিনি			✓		✓
৮	চরিত্র			✓		✓
৯	বিষয়			✓	✓	✓
১০	অনুচ্ছেদ			✓	✓	
১১	সংলাপ			✓		✓
১২	অভিনয়			✓		✓

একক কাজ সম্পন্ন হলে ছোটো দলে ভাগ হয়ে সবার সাথে নিজের কাজ মিলিয়ে নেবে। এভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের ছকের উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে ছকটি পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন।

কাজ শেষে প্রতি দল থেকে অন্তত একজন শিক্ষার্থীকে তার নিজের ও দলের অন্যদের কাজ সম্পর্কে উপস্থাপন করতে বলবেন উপস্থাপন শেষে অন্য শিক্ষার্থীরা তার মতামতের সাথে কতটুকু একমত এ ব্যাপারে শিক্ষক জানতে চাইবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন, নিজের মতামত দেবেন এবং ছক পূরণের কাজটি সমাপ্ত করবেন।

মনে রাখবেন: সাহিত্যের রুপ অনুযায়ী ছকে প্রদত্ত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের ভিন্নমত থাকতে পারে। শিক্ষক ভিন্নমতগুলো বাতিল করে না দিয়ে জানাবেন, একই বৈশিষ্ট্য একাধিক নমুনার মধ্যে থাকতে পারে। একইসাথে কীভাবে সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের মধ্যে পার্থক্য থাকে, তাও বলবেন।

সেশন: ২

- **কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ, নাটকের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রস্তুত করা।**

শিক্ষার্থীরা পূর্বের সেশনে বের করা সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ, নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লিখবে। এই কাজটি তারা ছোটো দলে আলোচনার মাধ্যমে করতে পারে, একক ভাবেও করতে পারে। শিক্ষক জানিয়ে রাখবেন তারা চাইলে পাঠ্যবইয়ের পূর্বের পরিচ্ছেদগুলোতে কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক সম্পর্কে যেসব ধারণা দেওয়া হয়েছে তাও দেখে নিতে পারে।

সেশন: ৩

- **দেয়াল-পত্রিকা তৈরি করা।**

সাহিত্যের রূপরীতি বোঝার বিভিন্ন পর্বে শিক্ষার্থীরা কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখেছিল। সেগুলো দিয়ে দেয়াল-পত্রিকা বানানোর জন্য শিক্ষক নির্দেশ দেবেন। শিক্ষার্থীরা এ ক্ষেত্রে কয়েকটি দলে ভাগ হবে। প্রত্যেকটি দল একটি করে দেয়াল-পত্রিকা বানাবে। শিক্ষার্থীরা চাইলে নতুন করেও কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখে দেয়াল-পত্রিকায় টাঙাতে পারে। তবে যথাসম্ভব প্রত্যেক শিক্ষার্থীর যেন একটি করে লেখা থাকে, সেই চেষ্টা করবেন। দেয়াল-পত্রিকাগুলো এমন জায়গায় রাখতে হবে, যাতে স্কুলের সব শিক্ষার্থী সেগুলো দেখতে পায়।

৭ম অধ্যায়

১ম পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১৯: প্রশ্ন করতে শেখা

এ শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত প্রশ্ন করে কোনো বিষয় সম্পর্কে সঠিক তথ্যসংগ্রহ করতে পারার দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

কৌশল : প্রশ্ন-প্রশ্ন খেলা, দলীয় কাজ, উপস্থাপনা, প্রশ্নোত্তর, একক কাজ।

সেশন সংখ্যা : ৪

উপকরণ : বাংলা বইয়ের সপ্তম অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ; সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

- প্রশ্ন করে অনুমানের খেলা
- ছবি দেখে বিষয়বস্তু বোঝার জন্য প্রশ্ন করা
- পোস্টার দেখে প্রয়োজনীয় তথ্য জানার জন্য প্রশ্ন করা
- প্রশ্ন করার কৌশল চর্চা

সেশন: ১

- **প্রশ্ন করে অনুমানের খেলা**

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোটো দলে ভাগ করবেন। তিনি আগে থেকেই কিছু চিরকুটে শ্রেণিকক্ষের ভিতরে আছে এমন কিছু বস্তুর নাম লিখে রাখবেন। প্রতি দল থেকে একজন সদস্য এসে শিক্ষকের কাছ থেকে লটারির মতো করে একটি চিরকুট তুলে নেবে যার মধ্যে নির্দিষ্ট একটি বস্তুর নাম থাকবে। এবার ১ম দলের সদস্য তাদের চিরকুটে কোন বস্তুর নাম পেয়েছে তা নিয়ে বাকি দলের সদস্যরা প্রশ্ন করবে এবং জানার চেষ্টা করবে আসলেই বস্তুটি কী। এক্ষেত্রে অন্যান্য দলের সদস্যরা যে প্রশ্ন করবে তার উত্তর ১ম দলের সদস্যরা শুধুমাত্র হ্যাঁ/না দিয়ে দেবে।

যেমন: ১ম দলের চিরকুটে লেখা আছে ‘চক’। এক্ষেত্রে বাকি দলের সদস্যরা যেভাবে প্রশ্ন করবে এবং ১ম দলের সদস্যরা যেভাবে উত্তর দেবে তার নমুনা নিচের ছকে দেওয়া হলো।

অন্যান্য দলের সদস্যরা যেভাবে প্রশ্ন করবে	১ম দলের সদস্যরা যেভাবে উত্তর দেবে
এটা কি ভারী বস্তু?	না
এটা কি হালকা বস্তু?	হ্যাঁ
এটা কি খাওয়া যায়?	না
এটা কি সব শিক্ষার্থীর কাছে থাকে?	না
এটা কি সব শিক্ষকের কাছে থাকে?	হ্যাঁ
এটা কি ক্লাসের কোনো কাজে লাগে?	হ্যাঁ
এটার রং সাদা	হ্যাঁ
এটা হলো চক	হ্যাঁ

এভাবে ক্রমান্বয়ে সকল দলের সদস্যরা পৃথকভাবে তাদের চিরকুটে কোন বস্তুর নাম পেল তা নিয়ে বাকি দলের সদস্যরা প্রশ্ন করে জানার চেষ্টা করবে। চিরকুটে যে বস্তুগুলোর নাম শিক্ষক লিখতে পারেন: চক, ডাস্টার, বোর্ড, সিলিং ফ্যান, দরজা, চশমা, ঘড়ি, জানালা, কলম, খাতা, ব্যাগ, টিফিন বক্স ইত্যাদি।

সেশন: ২

- **ছবি দেখে প্রশ্ন করি**

শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের ‘ছবি দেখে প্রশ্ন করি’ অনুশীলনীতে প্রদত্ত ছবিটি শিক্ষার্থীদের ভালো করে লক্ষ করতে বলবেন। এরপর তাদের নির্দেশ দেবেন, যে প্রশ্নগুলো করলে ছবিটি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা যাবে তার একটি তালিকা করো। শিক্ষার্থীরা কাজটি দলে আলোচনার মাধ্যমে করবে। কীভাবে দলীয় কাজ করবে ও উপস্থাপন করবে সে ব্যাপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- নমুনা ছবিটি দেখে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশ্নের তালিকা করার জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- নমুনা প্রশ্ন দেখে প্রথমে দলের সদস্যরা মিলে আলোচনা করে নাও কী কী প্রশ্ন করা যেতে পারে।
- এরপর প্রশ্নগুলো একটি বিচ্ছিন্ন কাগজে লিখবে ও লেখা শেষে উপস্থাপন করবে।
- প্রতি দল তাদের উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২ মিনিট। উপস্থাপনার পরপরই একদল অন্য দলকে কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো।
- প্রতি দলের উপস্থাপনার সময়ে অন্য দলগুলোর সাথে যে প্রশ্নগুলো মিলে যাবে, সেগুলো চিহ্নিত করে রাখবে এবং নিজেদের উপস্থাপনার সময়ে পূর্ববর্তী দলগুলোর চেয়ে ভিন্ন কিছু থাকলে শুধুমাত্র তা উল্লেখ করবে।
- উপস্থাপন শেষে অন্যদের মতামত ও আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতিদল চাইলে নিজেদের লেখা পরিমার্জন করতে পারবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের সুবিধার জন্য শিক্ষক একটি নমুনা প্রশ্ন বলে দেবেন। নিচে কিছু নমুনা প্রশ্ন দেওয়া হলো:

- ছবির ব্যক্তিগণ কী লিখছেন?
- এ ছবিতে ভিন্ন ধরনের পোশাক পরিহিত ব্যক্তিরা কোন দেশের নাগরিক?
- এ ছবিতে ভিন্ন ধরনের পোশাক পরিহিত ব্যক্তিদের পেশা কী?
- এ ছবির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক কী?
- এ ছবিটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?
- এ ছবিতে কালো কোট পরিহিত ব্যক্তিটি কে?

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষক জানতে চাইবেন কেউ যদি ছবিটি সম্পর্কে জেনে থাকে তাহলে শ্রেণিকক্ষের বাকিদের সাথে তা উপস্থাপন করতে এবং তার উপস্থাপনা শেষে শিক্ষক নিচের নোট অনুযায়ী ছবিটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বিস্তারিতভাবে জানাবেন।

ছবির বিষয়বস্তু:

ছবিটি ‘পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের দলিল’ স্বাক্ষর হবার মুহূর্তে তোলা হয়েছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিলে ১৯৭১ সালের ১৬ ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ সময় বিকাল ৪.৩১ মিনিটে ঢাকার রমনা রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী সই করেন। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত যৌথবাহিনীর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উপ-সেনাপ্রধান, এয়ার কমোডর এ কে খন্দকার আত্মসমর্পণে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। আত্মসমর্পণের দলিলের নাম ছিল “INSTRUMENT OF SURRENDER”।

সেশন: ৩

- **পোস্টার দেখে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা**

শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের 'পোস্টার দেখে বোঝার চেষ্টা করি' অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের লেখাটি নীরবে পড়তে বলবেন। এরপর তাদের জিজ্ঞেস করবেন, যে এ পোস্টারে সকল তথ্য দেওয়া আছে নাকি তথ্যের অসম্পূর্ণতা আছে। যদি তথ্যের অসম্পূর্ণতা থাকে তাহলে কী কী প্রশ্ন করে তা জানা যাবে সেগুলোর একটি তালিকা করো। শিক্ষার্থীরা কাজটি পূর্বের দলে আলোচনার মাধ্যমে করবে। কীভাবে দলীয় কাজ করবে ও উপস্থাপন করবে সে-ব্যাপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- নমুনা পোস্টার দেখে অসম্পূর্ণ তথ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- প্রশ্নগুলো কাগজে লিখবে ও লেখা শেষে উপস্থাপন করবে।
- প্রতি দল তাদের উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২ মিনিট। উপস্থাপনার পরপরই একদল অন্য দলকে কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো।
- প্রতি দলের উপস্থাপনার সময়ে অন্যদলগুলোর সাথে যে প্রশ্নগুলো মিলে যাবে, সেগুলো চিহ্নিত করে রাখবে এবং নিজেদের উপস্থাপনার সময়ে পূর্ববর্তী দলগুলোর চেয়ে ভিন্ন কিছু থাকলে শুধুমাত্র তা উল্লেখ করবে।
- উপস্থাপন শেষে অন্যদের মতামত ও আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতিদল চাইলে নিজেদের লেখা পরিমার্জন করতে পারবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের সুবিধার জন্য শিক্ষক একটি নমুনা প্রশ্ন বলে দেবেন। নিচে কিছু নমুনা প্রশ্ন দেওয়া হলো:

- কার সাথে যোগাযোগ করতে হবে?
- প্রতিযোগিতার স্থান কোথায়?
- ২২-২৮ নভেম্বর কী যোগাযোগের সময় না কি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবার সময়?
- প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কী কোনো ফি জমা দিতে হবে?
- প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কী অভিভাবকের অনুমতিপত্র লাগবে?

সেশন: ৪

- **প্রশ্ন করার কৌশল চর্চা**

শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের ‘প্রশ্ন করে জানার চেষ্টা করি’ অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে যে কোনো একটি বিষয় নির্ধারণ করে সে ব্যাপারে কী ধরনের প্রশ্ন করে জানা যেতে পারে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করার কাজ দেবেন। কাজ শেষে ‘প্রশ্নের জবাব থেকে অনুচ্ছেদ লিখি’ অনুশীলনী অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিষয় অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত প্রশ্নগুলোর সম্ভ্যাব্য উত্তর নিয়ে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সংখ্যাভেদে একই বিষয় নিয়ে একাধিক দল প্রশ্ন ও জবাব প্রস্তুত করতে পারবে। একইসাথে পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত বিষয়ের বাইরে অন্য কোনো বিষয় নিয়েও শিক্ষার্থীরা এ কাজ করতে পারবে।

কীভাবে দলীয় কাজ করবে ও উপস্থাপন করবে সে-ব্যাপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- যে কোনো একটি বিষয় নির্ধারণ করে সে সম্পর্কে ভালোভাবে জানার জন্য যে ধরনের প্রশ্ন করতে হবে তার একটি তালিকা করো। এ কাজের জন্য সময় ১০ মিনিট।
- প্রশ্নগুলো একটি বিচ্ছিন্ন কাগজে লিখবে ও লেখা শেষে প্রশ্নগুলোর সম্ভ্যাব্য উত্তর নিয়ে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে। এ কাজের জন্য সময় ১০ মিনিট।
- এরপর প্রতিদল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। প্রতি দল তাদের উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২ মিনিট। উপস্থাপনার পরপরই একদল অন্য দলকে কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো।
- উপস্থাপন শেষে অন্যদের মতামত ও আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতিদল চাইলে তাদের লেখা পরিমার্জন করতে পারবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে জানার জন্য যে ধরনের প্রশ্ন করতে হবে তেমন কিছু নমুনা প্রশ্নের তালিকা শিক্ষক উল্লেখ করে দেবেন।

নিচে একটি পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত একটি বিষয়ের উপর কিছু নমুনা প্রশ্ন এবং প্রশ্নের উত্তর নিয়ে একটি অনুচ্ছেদ দেওয়া হলো:

বিষয়: কোথাও যাওয়ার রাস্তা

যে ধরনের প্রশ্ন করা যেতে পারে:

- এটি কী পাকা রাস্তা না কাঁচা রাস্তা?
- এ রাস্তার শেষ কোথায়?
- এ রাস্তায় কী ধরনের গাড়ি চলে?
- এ রাস্তার ধারে কি বিরতি নেবার স্থান আছে?
- এ রাস্তার ধারে কি খাবার দোকান আছে?
- এ রাস্তায় চলাচল কী নিরাপদ?

প্রশ্নের উত্তর নিয়ে অনুচ্ছেদ:

এটি একটি পাকা রাস্তা। রাস্তাটি প্রায় ১০ কি.মি. দীর্ঘ। এই রাস্তার শেষে একটি নদী আছে। রাস্তাটি দিয়ে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ যাতায়ত করে। রিকশা, ভ্যান, সাইকেল, বাস, ট্রাক সহ প্রায় সব ধরনের যানবাহন এ রাস্তায় চলাচল করে। এ রাস্তার দু-পাশ জুড়েই অনেক গাছ আছে। অনেকেই গাছের ছায়ায় জিরিয়ে নেয়। রাস্তাটির মাঝে একটি ছোটো বাজার আছে, বাজারে খাবার দোকানসহ নিত্য প্রয়োজনীয় প্রায় সবকিছুই পাওয়া যায়। দিনের বেলায় এ রাস্তায় চলাচল নিরাপদ হলেও মাঝেমাঝেই রাতের বেলা এ রাস্তার উপর ছিনতাই হবার মতো ঘটনা ঘটেছে।

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন শেষে তাদের বিষয় অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত প্রশ্নের ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সাথে সাথে শিক্ষকও নিজের মতামত দেবেন। একইসাথে দৈনন্দিন জীবনে প্রশ্ন করার প্রয়োজনীয়তা এবং প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে যে-বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হয় সে-ব্যাপারে শিক্ষক আলোচনা করবেন।

প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য

কোনো কিছু জানতে, ভালো করে বুঝে নিতে, কোনো সংশয় থাকলে তা দূর করতে আমরা প্রশ্ন করি এবং প্রশ্ন করতে পারাটা খুবই গুরুত্বপুর্ণ একটি কৌশল। প্রশ্ন করার সময়ে কৌশলী হতে পারলে কম সময়ে ও কার্যকর উপায়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সহায়তা পাবার কাজটি সহজ হয়। যেসব প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ/না বলে করা যায় তা থেকে কোনো বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানা যায় না বা এর প্রয়োজন থাকে না। তবে কে, কী, কাকে, কার, কেন, কীভাবে, কবে, কখন, কোথায়, কত ইত্যাদি শব্দযোগে প্রশ্ন করলে আরো কোনো বিষয়ে বিস্তারিতভাবে তথ্য জানার কাজটি সহজ হয়। একইসাথে প্রশ্ন করার জন্য নিচের বিষয়গুলো লক্ষ রাখা গুরুত্বপূর্ণ:

- পরিস্থিতি মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা
- প্রশ্নগুলো বিষয় সম্পর্কিত হওয়া
- সহজ ও সাবলীলভাবে প্রশ্ন করা
- প্রশ্নগুলো সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট হওয়া
- প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ায় আগ্রহী হওয়া
- প্রশ্নগুলোর উত্তর শোনায় আগ্রহী হওয়া
- কৌতূহলমূলক প্রশ্ন করতে পারা
- কোনো অস্পষ্টতা থাকলে তা চিহ্নিত করতে পারা এবং তা নিরসনে আবার প্রশ্ন করা।

২য় পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ২০: আলোচনা করতে শেখা

এ শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয় সম্পর্কে নিজের মত ও ভিন্নমত উপস্থাপন করার ও ব্যাখ্যা করতে পারার দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, উপস্থাপনা ।

সেশন সংখ্যা : ৩

উপকরণ : বাংলা বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদ; সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

- ঘটনা নিয়ে নিজের মতামত প্রদান এবং মতামতের সপক্ষে ব্যাখ্যা প্রদান করা
- বিতর্ক করা

সেশন: ১

- **ঘটনা নিয়ে নিজের মতামত প্রদান এবং মতামতের সপক্ষে ব্যাখ্যা প্রদান করা**

শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের ‘ঘটনা নিয়ে চিন্তা করি’ অনুচ্ছেদটি শিক্ষার্থীদের নীরবে পড়তে বলবেন। পাঠশেষে ‘যুক্তি দিয়ে নিজের অবস্থান গ্রহণ করি’ অনুশীলনীতে প্রদত্ত ছকটি একক কাজ হিসেবে পূরণ করার নির্দেশ দেবেন। এ কাজের জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। একক কাজ সম্পন্ন হলে ছোটো দলে নিজেদের ছক শেয়ার করবে, দলের সকলকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যদের প্রস্তুত করা ছক সম্পর্কে মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের ছকের উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে ছকটি পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন।

কাজ শেষে প্রতি দল থেকে অন্তত একজন শিক্ষার্থীকে তার নিজের ও দলের অন্যদের কাজ সম্পর্কে উপস্থাপন করতে বলবেন। উপস্থাপন শেষে অন্য শিক্ষার্থীরা তার মতামতের সাথে কতটুকু একমত এ ব্যাপারে শিক্ষক জানতে চাইবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন, নিজের মতামত দেবেন এবং ছক পূরণের কাজটি সমাপ্ত করবেন। কোনো ব্যাপারে অভিমত ও যুক্তি প্রদান করার ব্যাপারে যে-বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হয় তা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দেবেন। নিচে কিছু নমুনা দেওয়া হলো:

- যে ব্যাপারে যুক্তি বা মতামত দেওয়া হচ্ছে তা সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য জেনে নেওয়া
- ভিন্ন মতামত প্রদান করার সময়ে বিনয় প্রকাশ করা
- এমনভাবে মতামত না প্রকাশ করা যাতে কেউ মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়
- এমনভাবে মতামত না প্রকাশ করা যাতে পরবর্তীতে নিজের ক্ষতির সম্ভাবনা তৈরি হয়

- অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা এবং ভিন্ন মতামত হলেও আক্রমণাত্মক ভাষায় সমালোচনা না করা
- অন্যের মতামতের সাথে সমমনা হলে তা উৎসাহ দেওয়া
- কোন মতামত বিষয়/পরিস্থিতির সাথে অধিক সংশ্লিষ্ট বা গুরুত্বপূর্ণ তা নির্ধারণ করা
- মতামত সংক্ষেপে কিন্তু সুস্পষ্ট ভাষায় প্রদান করা
- কোনো অস্পষ্টতা থাকলে তা চিহ্নিত করতে পারা এবং তা নিরসনে আবার প্রশ্ন করা/মতামত দেওয়া
- নিজের মতামতে কোনো ভুল বা সংশোধনী প্রয়োজন হলে তা শনাক্ত করা
- অন্যের কথার মাঝে নিজের বক্তব্য না প্রদান করা বা বলতে চাইলে হাত তোলা

সেশন: ২-৩

- **বিতর্ক করা।**

এ পর্যায়ে শিক্ষক ক্লাসের শিক্ষার্থীদের জোড় সংখ্যক দলে ভাগ করবেন। এরপর 'বিতর্ক করতে শিখি' অনুশীলনী অনুযায়ী 'পুরাতন খেলার মাঠের চেয়ে নতুন শিশুপার্ক বেশি জরুরি' -এ বিষয়ে পক্ষে ও বিপক্ষে প্রতি জোড়কে তাদের যুক্তি প্রস্তুত করতে বলবেন। এ কাজের জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেবেন ও নির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- 'পুরাতন খেলার মাঠের চেয়ে নতুন শিশুপার্ক বেশি জরুরি' এ বিষয়ের উপর একদল পক্ষে ও একদল বিপক্ষে বিতর্কের মাধ্যমে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করবে। কোন দল পক্ষে এবং কোন দল বিপক্ষে মত দেবে, তা লটারি করে নির্ধারণ করবে।
- এ কাজের প্রস্তুতির জন্য সময় ২০ মিনিট।
- প্রতি দল থেকে ২/৩ জন বিতর্কে অংশগ্রহণ করবে। কোন ২/৩ জন অংশগ্রহণ করবে তা দল থেকে নির্ধারণ করবে।
- প্রথমে একজন পক্ষে এবং তারপর একজন বিপক্ষে মত দেবে। প্রত্যেকে ১/২ মিনিট করে সময় পাবে পক্ষে/বিপক্ষে নিজের দলের বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য।
- বক্তব্য উপস্থাপনের সময়ে ইতিবাচকভাবে নিজের মতামত ও যুক্তি প্রকাশ করার জন্য যে বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হয় তা মনে রাখবে।
- পক্ষে ও বিপক্ষে প্রতি জোড়া দলের উপস্থাপন শেষে অন্য দলের সদস্যগণ তাদের মতামত প্রদান করতে পারবে।

শিক্ষক সকল দলের বিতর্ক উপস্থাপন দেখবেন ও শুনবেন, নিজের মতামত দেবেন এবং বিতর্ক শেষে পুরো কাজের সারমর্ম করে সেশন সমাপ্ত করবেন।